

নাটকের ব্যক্তিগণ ।

গঙ্গেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ... কলিকাতাবাসী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক—জমিদার ।

দীনতাবিনী ,, ... ঐ স্ত্রী ।

নির্মলেন্দু ,, ... ঐ পুত্র । Flight Lieutenant.

লাবণ্যপ্রভা ... ঐ কন্যা ।

সার জে, জে, মুখার্জি ... কলিকাতাবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তি ।

লেডী মুখার্জি ... ঐ স্ত্রী ।

জীবন তরঙ্গ মুখার্জি ... ঐ পুত্র ।

রেণুকা মুখার্জি ... ঐ কন্যা ।

লালবিহারী মণ্ডল (নমঃ শূদ্র) ... Flight Lieutenant নির্মলেন্দুর
সহকর্মী পল্লীগ্রামবাসী ।

কমলা পালিত ... দরিদ্র কাষস্থ কন্যা—গঙ্গেশের বাড়ীব কর্মচারী ।

কমলার অন্ধ পিতা, বাতরোগ গম্ভীরা মাতা ।

গঙ্গেশের গুরুদেব, পরেশ হালদার (নমঃ শূদ্র—দেশ সেবক) কমলার
শিক্ষয়িত্রী কাজল লতা দেবী, শশাঙ্কশেখর (বর), ব্যাঘ্রগণ, পুরোহিত,
নাপিত, সৈনিক, আফিসার, আচার্য, নয়নতারা (লাবণ্যের clerk)
অন্যান্য পুরুষ দ্বা. ৭ বালক বালিকা প্রভৃতি ।

উৎসর্গ

বাঁর অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় জীবনের বহু
হৃদ্যে বহুবার পেইচি, যিনি এই পুস্তিকার প্রতিপাত্ত
বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি সম্পন্ন, এই শ্রদ্ধাঞ্জলি
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আজ আমার সেই পরম শুভাকাজক্ষী
শ্রীমতী চারুলতা ঘোষকে নিবেদন করতে পেরে বড়
আনন্দ আর তৃপ্তি লাভ করলাম।

দীপনন্দা

৩০নং মহানির্দান রোড, বালিগঞ্জ।

২৫শে আশ্বিন, ১৩৫২



গ্রন্থকার

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

(কাশ্মীর সেনা নিবাসের একটি অংশ—Flight Lieutenant নির্মলেন্দু ও লালবিহারী ও অধ্যাক্ষ চারিজন বাঙ্গালী অফিসার /কক্ষস্থ
জিনাবের পূর্ব সমপান করতেন—বারবচিণ টেবিল পবিস্কার করিতে ।)

লালবিহারী । This patriotism বা দেশাভিবোধ সৰ্ব্বদা লাহিত্তে
জয়গান, এটা strictly moral point o view থেকে একটা
most mean and leasely impuls চমকে উঠলেন সবাই বোঃ
হয় ?

নির্মলেন্দু । নিশ্চয় । A ventilla bomb-shell একবারে
thousand পাউণ্ডের ছেড়ে মণ্ডল on the nobility of our conten-
ments.

লালবিহারী । বটে । একটা লাইনের ওপাবের মাহুদুল্লোর
শ্রীবৃদ্ধি দেখলেই চোখ টাটাতে থাকবে, তাহেব জুতোব তলায় বেখে
জুঁষতে পাবলেই পবম স্থখ শাস্তি আর কান্তি আব একট বেরাড়া
কহ্মেব হ'য়ে তোমার চক্ৰান্তে ditto না দিল যদি, তাহে তাকে সাবন্তে
দিতে পারলেই তুফা আরামছে নিদ্রা আর অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা—এই না

modern nationalism? এটা মানুষের আদর্শ? Noblest of sentiments?'

নির্মলেন্দু । ওটা প্রকৃত দেশাত্মবোধ নয়—ওর পরগাছা বা গাদা ।

লালবিহারী । Certainly not. বর্তমান যুগে এটাই nationalism. পবিত্র nationalism হচ্ছেন দস্যবৃত্তি, আর internationalism হচ্ছেন সেয়ানা দস্যদের মধ্যে অবস্থা অস্থায়ী একটা সাময়িক বোঝাপাড়া মাত্র । আচ্ছা প্রতাপদগণ plibisciteটা খুব বুঝেচেন ।

লালবিহারী কথ্য ! এখন সারা জগতজুড়ে দুটো ideologyর clash

হচ্ছে—একটো সমগ্র মনুষ্যজাতির মধ্যে একটা cool atmosphere

করে, plibiscite নেন দিকি । সে সাহস আছে? All

right! সক্রটিস বলতেন—I am not an Athenian nor a

Greek but a citizen of the world —Plurarch.

লালবিহারী অফিনার । ষতটা বুঝি আমাদের Indian National

fundamentals কিন্তু perfectly noble and benevo-

lence

গীত ।

ভাষ্য আমাদের রাষ্ট্র—গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ, *কোত্তিময়,

শান্তি, শক্তি, মৈত্রী,—ভিত্তি তাহার চতুষ্টয় ।

This is clearly defined by the leaders.

ইমচল হতে কলিকুমারী—স্বভাবের গড়া একই দেশ,

যত দেশ তত জাতি জগতে—জাতি ধর্ম-নিবিশেষ ।

জাতির অর্থ ।

স্বাধীনতা কি প্রদেশগত স্বার্থ যত হবে বিলীন

জীবন, মন, যৌবন, ধন, সকলই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রাঙ্গীন ।

যাহা ভারতের জলে বা স্থলে ধরণী গর্ভে সঞ্চিত—

ভারতবাসীর সমানাধিকার, হবে না'ক কেহ বঞ্চিত।

গণতন্ত্রের রূপ।

ইজিতে তার ভ্রষ্ট জগত করিবে আত্মসমর্পন

অহিংসায় আর সত্য ধর্মে করি কুটনীতি বিসর্জন।

ভারতীয় গণতন্ত্রের জগত বরণ্য আদর্শ।

নির্মলেন্দু । Very fine. অবশ্য আজ কাশ্মীরে যা হচ্ছে তাতে India's hands were forced. No way out.

(হঠাৎ দূরে তোপের শব্দ ও একটা shell আগুন ছিটকে তাঁবুর সামনেই ফাটল)

Here you are ! Whole night চলবে—

ঐ চারিজন । To be back to our own camp—চলি। জয়হিন্দ !

নির্মলেন্দু ও লালবিহারী । জয়হিন্দ ! (Telephone বাজতেই নির্মলেন্দু-ধরলেন)

নির্মলেন্দু । Hallo ! Yes. Private number please ! Yes. X 14 P L T. Yes. No. We pursue them just up to the boundary. Not an inch. No. Yes. জয়হিন্দ ! (Telephone রেখে দিলেন)। শুনলে ? পাকিস্তানের মধ্যে এক ইঞ্চিও প্রবেশ নিষেধ ! এর নির্গলিতার্থ হচ্ছে এই যে Indian Union প্রকৃতই শক্তিশালী আর সভ্য—আর এর উদ্দেশ্য পাশ্চাত্যে একটা অমূল্য প্রতিক্রিয়া।

লালবিহারী । সেটা ভুলে যাও brother. That is not what western diplomacy is. আর 'দেশের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়ার যা

নমুন।—মহাত্মাজীব ইত্যাকাণ্ড—অর্থাৎ এঁরা চান ফেঁদে নিতে এই স্বযোগে একটা উচ্চবর্ণ হিন্দুবাজ। ভেবেচেন যখন সৃষ্টির বাবখানা লোপাট, সে ভাসাটাও নাওখান স্বক হ'য়েছে—এইবার ২৪টে বেগাড়া খাপছাড়া কাবাব হলেই বসু সত্যযুগ।

নিম্মণেন্দু । উচ্চবর্ণ হিন্দুবাজ। আচ্ছা, ছুহাজার বছরের এই ব্যবহারের পর এখনও আশা ছোটলোক ব্যাটার প্রাণ দিয়ে এই জিনিষট গান্ড তুলবে? আহা বাজা বামমোহন, স্বামোদা, নেতাজী মহাত্মাজীব কি বকম ভ'ক খানবা। ওয়া আব মৃত্যু বায়কোতে কি বকম গরম হবে তুলি মোদের Press আন Platform। কিন্তু যেহ কথা শুনে নাজা ডোব খুদের শাদেশে—মুনান ওবা Freaks of Nature। উচ্চবর্ণ হিন্দুবাজ। It's a pious hope.^{১২} এত বড় ভণ্ড ডাতেব একতা, এনোব ম'ল হ'য় যাক হে বাণাবে—অসম্ভব। Eithe do or die

লালবিহাবী। এত ভুগগ কাশ্মীর। এ ও ত ছিল ব'দিদল যোল আনা। হুদুহ দেশ। ম'য়াদেব একেশ্বর বাদ আব সামান্দিক সাম্য versus মোদের সৃষ্টিছাড়া মনোবোধ মনোবোধ মনোবোধ। Most unequal fight। ফল নাগাহি খেন দ'ক। আব মসকি মসকি গহ কাণ্ড। আজ যোল আনা কা সম্পাত্তা, শুভু ম'ব। যুগ। ব'দিদল পা। ওব ব'দিদের মিডাড কি সাব। (Consumption) এব নিয়মই এই hopeful up to the last,

নিম্মণেন্দু (শব্দ) ই আবাব। এব ব'কমান প্রতিকাব—মাক্কা তাব আনোবে বাঁচা পাগনিব নডবডে এ. বাডাখানা, যা হবদম টুকটাক ভেঙ্গে পড়েছে, আব কেউ মামাব বাঁচা কেউ ম'ডব বাঁচা কেউ বা গাছ ম'ব শিয়ে দ'ক ম'চ—এটাকে চুমিদাং ক'রে modern fashion এ একেবারে cement দিয়ে গাঁবে তোলা। আব এবাব সে চারতলা

খুববি খুবরি বিশগুণ্ডা air tight কামবা না। একেবাবে একখানা ছুনিয়া জোড়া একতলা হল ঘব। দেখবে তালে পিলপিল কবে নতুন পুবানো প্রাণী কেবল টুকতেই থাকবে আর তিন দিনে এব চেহাবাই পান্টে দেবে। (“জয়হিন্দ” কবে Sentry ব প্রবেশ)। Sentry—কাপ্তান সাহাবকা চিটি (“জয়হিন্দ” কবে প্রস্থান)।

নিম্মলেন্দু (চিঠি পাডে হাসতে হাসতে মণ্ড্যকে চিঠিটা দিয়ে)
কি হে গান্টি “সমস্ত ঈশ্বর এসো আগ আঁচবে বোসো” ন? তানে—

গীত।

বাবা হু ঝ বব এসো কোখাস বসব বোসো

নয়নে সানবা পুষ্প দেখি—বব হে—

তোমার ও শিরোন গান falling flat on the পাল

০ নচিবা ১০ চ’ডে টর্ক।

Rally— বাবা মাঝে খেয়ে দেবে মাঝে ১০০ - n the midst of K-shan operations তুণে ববানন কিনা। বয়েব টেট।

ললবিহাবা। আবে পাক্সা কান। 20 thousand cash down.
On the top of that অপূর্বক স্বস্তি আদব লাগে তব মত গন্ধ ছাডচেন— মাঝে কি চাই মা? ?

নিম্মলেন্দু। কি চাই শুনেবে? (হাতের ঘড়ি দেখিয়া) ৯-৩০
একটি গুর্গারি কবতে ২’ল অগত্য। চাই একটা ছুদ্বা ভাবতীয় জাতি
গড়ে তোলা—অচিবাং! জান মণ্ডল আজ কাল একটা টেউ উঠেচে
bachelor থাকাব? I hate it as an act of high treason.
হিন্দু ধুবকের বর্ধমান অবস্থায় বে না কবা এই negative aspect of
life টাই হচ্ছে positive বাঙলোহিতা।

লাল বিহাবা। ঠিক—“পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্য্য।”

নির্মলেন্দু। ই, তারপর? “পুত্র পিণ্ড প্রয়োজন” কিনা generation to generation নি খরচায় একটা ইত্যাদির ব্যবস্থা। পিণ্ড! যেন হেঁদুর পিণ্ড দেবার লোকের একান্তই অভাব! যদি বলতেন— “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্য্যা দেশরক্ষা প্রয়োজন” তা’লে পাল্টে যেত আজ হেঁদুর চেহারা। (বদ্ধ মুষ্টি) শোন মণ্ডল! এই দুৰ্দ্ধৰ জাত গড়তে হলে যা ভাৰ্য্যা চাই, আড়ায় হবে তা ৬ ফুট আর বলে এক এক খানি ভীম ভবানী। শোন, ববং গুরখা Pattern চল, কিন্তু length without breadth শ্রীমতীরা একেবারেই অচল। তাঁদের স্থান এখন Show case. সে ললিত লবঙ্গ লতার যুগ শেষ হয়েছে মণ্ডল! on the 15th August 1947. জাত অজাত কুমারী বিধবা কিছু বাছাবাছি আর চলবে না। ওঃ! একদিকে most intensive cultivation of all available plots আর এ দিকে millions of acres of finest productivity lying fallow for thousands of years! তার ওপরও constant raids and voluntary s lips

লালবিহারী। Really এ স্বাধীন ভারতে আর চলবে না life এবং light side এবং এ রকম অবাধ culture. সাহিত্যে রঙ্গমঞ্চে, মাঠে, হাটে, ঘাটে, সর্বত্র পান পয়োধরা, নিবিড়নিতম্বা, ঘন-অঘন! আর আকুল বিপুল কুন্তলার চোরা চাউনির আপসানি আর লীলায়িত অঙ্গ হুবিগ্নস্ত উজান তবঙ্গায়িত কেশপাশধাবী চারুকলা-পোড়া খেগো ঘের কাতরানি। এ মাল দিয়ে U. S. S. R. বা দুৰ্দ্ধৰ কোন জাত কোন দিনই গড়ে উঠেনি। এটা মনে রাখতে হবে।

(Telephone বেজে উঠল)

লালবিহারী। Hello! Yes Large Concentration in Pouch area? yes. Early morning. জয় হিন্দ! (Telephone

রেখে) Baner co look sharp Hasten to aerodrome please.
(এটা গুটা গুছাতে গুছাতে দুজনে ' ভারত মোদের রাই-গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ
কীত্তিময়—সাম্য, শান্তি, শক্তি, মৈত্রী-ভিত্তি তাহাব চতুষ্টয়। হিমাচল
হতে কত্কা কুমারী—স্বভাবের গড়া একই দেশ।

নির্মল। আব কি নেবে? They will do যত দেশ তত জাতি
জগতে—জাতি ধর্ম নিক্রিশেষ।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কলিকাতা গঙ্গেশবাবু বাডি—car থেকে নেমে গঙ্গেশ ও জী
দীনতারিনী ওপবেব ঘবে উঠে গেলেন)।

গঙ্গেশ। গুল্জী দেখলে ত। আঃ! হাজাব touch এব খঁটি
সোণ। বসু তাবপব অর্থ। হতে পাবে আমাব আছে অনেক, তাই বলে
আবও থাকতে ত দোষ নেই। হিটলার যুদ্ধ বাড়িইছিল কোন অভাবে?
এখনও বড বড জাত স্ত্রী সেই চুপ্কার্নই ভাঙ্গতে গিয়ে নিজেবাই কি
বকম চুলকে মরাচ। ওটাকে ক্রমশ septic কবে তুলবে, তারপব ফোড়া
ফড়ি, কাণিকাটি কবে, আবাব ঠাণ্ডা হবে। 'ইটেই, যা চাকাব গত
ঘুরচে ও চারযুগই খুববে।

দীনতারিনী। একে বলে মেছে। হাটাব গুল নামান—কি বদ
অভ্যেস তোমার।

গঙ্গেশ। মোটেই ন।। নিজেব কাছেও গাছকে কৈফিয়ত দিতে
হয়। ভাব কুক্ষকত্রটা হ'ল কেন? ২৪ বিঘে জমি ছাড়লে কি
ছুর্যোধন গাছ তলায় দাঁডাত!

দীনতারিনী। বলি কোন কাজের কথা আছে?

গঙ্গেশ। আছে বৈকি গো। এখনই তোমার বিদুষী কন্যাটি এসে

এই সব জটিল প্রশ্ন তুলে মেয়ে'র বাবা যদি হচ্ছে কবেও দিতেচায়, তবু নিতে দেবেনা তাকে, 'আমার ত কোন অভাব নেই এই একটা তুচ্ছ অঙ্কহাতে। হুং টাংকা নিতে দেবেনা', নয় বিয়েটাই ভেঙ্গে দিয়ে আসবে। দেখলে ত বয়সের স্বাস্থ্য! আ'ব হবে না।

দীনতাবিনী । গুটি একেদাবেই বোলোনা । (পাটিপে টিপে লাভণ্য)
লাভণ্য । সব শুনিচি --আগা গোড়া । পূজো দেব, বিষেব পব বিষে
দিমে খাব তালুই এব-- এক বিষেব খাইন ত ততে দাও'ন তোনবাই--
বংশনব দি ত'নাংগ, জাবান বাঙি সন নিমে নেবে ।

“কেনা” বা “কেন” নোংরা কথা—দেহ বা কবতে যাবে কি
 “কেন” বা “কেন” নোংরা কথা।

[illegible][illegible]

খুঁজে নেদান হচ্ছিল। এটাটা ভাব ভাঙি আমরা-তাব বিষয়ে আমরা
 ঠিকিয়ে' বাক্যোচ্চারণ' মনেবে, আমি দেখব।

২.খে আঁচল দিয়ে হাসতে হাসতে কখনো)

* জেশ। তুই দাবাবাক কবিত্ত এদি, গুনি।

কম-১ 'মনিং গ্লাস'। বাবী সাব কাছটিতেও মেয়ে আসবেন।
(গণপ্যাক) এই দেখ দিদি বোধ হয় ইনি। (ফটো দেখাল)

গবেশ । দেখি, দেখি, আরে । (লাবণ্য কেড়ে নিল, কমলা লাবণ্যর দিকেই হাতটা বাড়িয়েছিল)

কমলা । ঐ দিদি নিয়ে নিল—ছোর যার মজুক তার ।

গবেশ । তুই ও ফটো পেলি কোথায় বল ত ?

কমলা । এই ঘরে, ঐ টেবিলের ওপর । কবে বলব ?

দীনতারিণী । যেদিন খোকার কাছে পাঠাবার কথা হয়েছিল—
পাঠালেনা । তার পর আব তুলেছিলে ফটো ?

লাবণ্য । কমলি ! এতদিন দেখাস নি যে বড় । কৈফিয়ত চাই ।
আমিই না তোকে এই ফসুর ফসুরেব গোয়েন্দা গিরিতে লাগিয়েছিলাম ।

কমলা । বা রে ! না তা দেখিয়ে বেকুপ বানব নাকি ? আজ ঐখান থেকে আড়ি পেতে শুনেই এক ছুটে ঈপাতে ঈপাতে নিয়ে আসচি ।

দীনতারিণী । কি মুখখানি ! যেন তুলি দিয়ে আঁকা, কেমন জোড়া
ভুরু । কিন্তু হবে না । এর মধ্যেই ধ্যো তুলেচে—বুদ্ধে বাণ্ডা খুনে
গোঁয়ার ছেলে তার হাতে মেয়ে দেওয়া—

লাবণ্য । এই তাদের আদর্শ ! হরি বোল হরি ! আর এই চেহারা !
নম্বর ওয়ান Lilliput an ! দাদার চাই একটি জঁদরেল কছমের বো ।
শুধু জোড়া ভুরু কখন নয় । (কমলাকে দেখিয়ে) এই ছুঁড়টার মত
স্বাস্থ্য আর আড়া, তার ওপর এই রাকুসার মত তুলি আঁকা মুখ
আর জোড়া ভুরু, তালেই হত সোণার সোহাগা ।

কমলা । কালই এ আপদ বালাই কামিয়ে ফেলব ।

লাবণ্য । তা'লে আরও ঘন হয়ে বেকুবে সোণার চাঁদ ! তার চেয়ে
স্নোব্লা দিয়ে উপড়ে উপড়ে ফেলিস । পারবি ?

কমলা । দেখুন ত মা ।

দীনতারিনী। বলেচে ঠিকই—শুদ্ধরের ঘরে এসে জন্মালি যা।
এখন ও তোকে ঠাট্টা করচে।

লাবণ্য। তাই না কি?

কমলা। বাবা, মকরমুহুরে cash memoটা?

গঙ্গেশ। বিস্কৃত সিদ্ধান্তের শারদীয়া পূজার পাতে।

কমলা। চলি—এ বেলায় হিসাবে এখনও হাত পড়েনি। (প্রস্থান)

গঙ্গেশ। হেঁরে—(লাবণ্যকে) তুই যা করতে গিইছিলি তার কি হল?

লাবণ্য। শুনলাম Ist class ist হইচি আর Oriental Philosophyর paper এ খাম খেয়ালী কি সব লিখে এসেচি তাই নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে—কথা উঠেচে Ph. D. র। সে যা হয় হবে। এখন সমস্তা—
অতঃপর করব কি?

দীনতারিনী। কাজ? বাড়াতেই লেগে আছে বার মাসে তের পাখন। আজ হত সত্যনারায়ণ।

লাবণ্য। আহা সত্যনারায়ণের কথা আর Arabian Nights এর গল্প যেন মামাত পিসতুত দুটি ভাই।

গঙ্গেশ। কি বালস যে তুই—হিন্দুর মহা শাস্ত্র সমুদ্র এক জগ্নে কেউ তরতে পেরেচে?

লাবণ্য। প্রকৃত তত্ত্বখার ধার দিয়েও বড় একটা কেউ যান না এঁরা। ভাল মাছুষ বাকিয়ে, তাকে উল্লক বানিয়ে, তার ইহপরকালের দফা বফা ক'বে বেড়াচ্ছের এই শাস্ত্রোত্তরের প্রকাণ্ড gangটী। সত্যি বাবা, ভাবনা হয়েচে বড়, সমস্ত জীবনটাই ত পড়ে। উৎসর্গ করব বার্থ এ জীবন স্বাধীন ভাবনের অগোচ্য এই হিন্দু সমাজ ভেঙ্গে, গড়ে তুলতে তাকে যোগ্য করে। সমাজই জাতির ভিত্তি আর দেশও জাতি এক ও অভিন্ন।

গঙ্গেশ। বড় বড় কথা বলচিস যে রে !

দীনতারিনী। কত হাতি গেল তল ছুঁচো বলেন কত জল ! ঐ যে পাশ করেছে কিনা, আর রক্ষে নেই ! ধরা কে শরা দেখেচেন। আজ কালের মধ্যেই হচ্ছে তোর ব্যবস্থা।

গঙ্গেশ। অপার আনন্দ ময় জীবন হবে তোর। তুচ্ছ এ দেশ, জাত, সমাজ ! তুচ্ছ এ সংসার। সকল চিন্তাই ভেসে যাবে। চাই সংস্কৃতি আর দীক্ষা।

লাবণ্য। কি ? দীক্ষা ? কোন সে পাষাণ বুকে আসে যেন দীক্ষা দিতে। মনুষ্য সমাজ তুচ্ছ ! ও সব বুজুকি আমার কাছে চলবেনা। সারা দুনিয়া জুড়ে হাহাকার, দেশ জুড়ে অভাব, অনাহার অকাল মরণ, অশিক্ষা অত্যাচার আর বেপবোয়া লুট। আর জ্ঞাত মানুষ আমি, উম্মাদ হইনি এখনও—নাক টিপে বসে থাকব সব ছেড়ে ছুড়ে সাধু হয়ে !

গঙ্গেশ। সে বড় ভাগ্যেব কথা।

লাবণ্য। বেশ সাধুই হল'ম—মেমন পড়ি'ছলাম, তুচ্ছ করে এ জীবন তেমনি পাহাড় নড়বে তবু লাবণ্য নড়বে না—বসলাম ধানে। তার পর ?

গঙ্গেশ। বাপরে ! সেকি আমবা বলব !

লাবণ্য। বেশ হল ঈশ্বর দর্শন। আহা কি সে অপরূপ রূপ ! উঠলাম না হয় কুন্তকে পাক্সা সাড়ে তের হাত খাড়াই। তার পর নিলিষ্ট সর্বত্যাগী ঘোণী আমি, যাব ত নির্জ্ঞান পর্বত গুহায় ! যেতে দেবে ? তখন আর ত কিছুতেই মন বসবেনা !

দীনতারিনী। তা কেন ? থাকবি, কত লোকের সম্মান পাবি।

লাবণ্য। ঠিক ত ! তা কেন ? সম্মান পাব। দর্শন দিতে হবে,

কি বল ? বড বড ধুঁধু ভণ্ড Propagandist ছুটিয়ে দেব, চাবদিকে ।
 তারা দিনকে বাত, বাতকে দিন কবতে থাকবে । অগনি হুড়-হুড় করে
 বাঁধ ভাঙ্গা বজ্রাব জলের মত । ছুটবে গবেটের পাল, লাখে লাখ—কোটি
 কোটি দীনহীনকে বঞ্চিত কবে তাদের শাকভাত গাভী গাভী ধনদৌলত
 আর 1st class উপভোগ্য ব্যবস্থা নিষ—নিলিপ কিনা আমি,
 আমার সেবায় ! বিনিময়ে তাব, একটু চংকরে মুচকি হেসে, ২৪টে সেই
 কথা—অতি পুৰোনো বা শুনে শুনে যোকের কান পচে গোচ্ছ তারই
 বকমাবি অভিনয় কবতে থাকব । যোগী যে আমি । তত্ত্ব জ্ঞানের দঙ্কর
 মত বাণ ছেকোচ পাণ আমাব । ভক্ত আমাব যাবা আসবে তারা
 কি পাবে ? হ্রী লে দর্শন । গাব সেই চংদাব দর্শনের আজগবি ব্যাখ্যা
 কবতে কবতে তাবা বাড়ি ফববে । কি বল তাই কবব আমি ?
 জালে লগামদর । বশ জ . হব ।

গাঙ্গুলী । কি ব্যাচ বেটে ন । হোব বাবণ্য ।

লাবণ্য । স্যি ব । ১ -ত্বদ গ্রাণে সন্ম হয় না, ছুঁচ ফুটায ।
 যোদন এই স্বপ্নের বাস্তব নহিস তবে আন্দোলন নিজন কাবাবাসে
 অন্তর্গোচনাব নত দেব সেই নাথ আমায়, যাব ভক্তদেব আমাব ঘাড়ে
 চাপিয়ে দবে heavy punitive tax, চরক সারা গণের কদাচিৎ কামনায়
 যেদিন ঐ সাবুটাত অগ্রাহ কবে পবম্পদের উত্ত প্রাণভবা দবদে অধীব
 হুয় উঠাব পবম্পদের প্রাণ, সেই দিন বুঝব আগবা মুক্ত, স্বাধীন ।
 ইচ্ছবজ্ঞেয় যাব তাত স্বাধীন হল, তা নয় । হিন্দব প্রায় প্রত্যেক
 ধর্মকাযাই nation building এব বিবেচনা ছেনেও, প্রজাব ধর্ম
 হুয় ফেপ ন কববাব সাবু সঙ্কল্পটাব তাৎপৰ্য্য—বাটারা যাতে কখনও
 মাগুষ না হয় । ও দিকে এটা ছেল একত্রে লাঠি ভেঁজে স্বাস্থ্য-ধর্ম
 পালন কবতে গেলে তাব ব্যবস্থা ছিল ঠাণ্ডা গারদ । বর্তমান দেশী সরকার

মোবেন সর্ব। চলে সাক্ষার জন্য থাবা বাডাচ্ছেন আব গোটাচ্ছেন গুরাস
হচ্ছেনা। সীক্ষাফিক্স ও সব চলবেনা আমাব তা বলেদিচ্ছি। Silly
eggs; self complacent hypocrisy! Thy days are
numbered. (প্রস্থান)

গঙ্গেশ। বলিছিলাম না, ওকে কলেজে দিওনা। ওদের বাড়ীর মীনা
তাদের বাড়ীর বেথা, হেনা দুটো পাশ করলে তিনটে করলে, এই
ভ্যান ভ্যানাতে লাগলে ২৪ ঘণ্টা, এখন ইঁপা সামলাও। মীনা, বেথা,
হেনার গড্ডালিকা প্রবাহ মাঝাক ব্র্যাপাব নয়; এ একটা অঘটন ঘটাবেই,
নয় নিজে মরবে।

দীনতারিনী। তাইত গো।

গঙ্গেশ। তবে বলতে নেই একটু যেন স্ববাহার জাব ~~করছেন~~
দেব কবচে। সেই যাবনিক চুলো—সেই ইংবেজী ~~ভাষা~~, ~~ভাষা~~—
তাতিয়ে তুলেছিল এতটা সেটাত হাঁ গিয়া এখন ক্রমশই ~~হারা~~ হবে।
সত্যি—সনাতনীৰ গা দিখে আমাদের আবার গজাচে ~~কি~~
কচি শেকড়।

(For Cinema show only)

(বেলা ৮টা।)

(হাওড়া স্টেশন থেকে motor cycle এ আসছেন ~~কি~~
কলকাতার বাড়িতে। Sir J. J. Mukherjee ও তার স্ত্রী ~~এ~~
যাচ্ছেন হাওড়া স্টেশনে, হাকাচ্ছেন কথা রেখকা। Bridge এর কাছে
ধাকা। ইঠাং ভীষণ জোরে brake কসতে গিয়ে গাড়ীটা শব্দ করে ~~উল~~
খামল কিন্তু wrong line এ নির্মলে ~~আসছিল~~ এমন ভাবে যে সে ছিটকে
পড়ল, cycle damaged হল। চক্ষুৰ নিমেষে আর্ন্তনাদ করে সকলের
আগেই লাফিয়ে পড়ল রেখকা ও ছুটে গিয়ে নির্মলে ~~নু~~কে তুলতে চেষ্টা করল।

ঔরাও নামলেন। লোকের ভিড় জমে গেল। পুলিশ ছুটল। একটা লোক ইতিমধ্যে ambulance এর জন্য telephone করলেন।)

অনেকে। যার শালাদের।

কয়েকজন। না না ঐ ভুললোকই wrong line এ হঠাৎ ঢুকে পড়েছিলেন।

রেগুকা। (অত্যন্ত কাতর ভাবে) Shoot me please, Kill me Kill me gentle men (পুলিশ J. J. Mukherjee কে সেলাম করল। Ambulance car এসে গেল। নির্মলেন্দুকে উঠান হল। রেগুকা ও পুলিশ সবে গেল। পিছনে Sir Mukherjee car এ করে চলল Medical College এ।)

তৃতীয় দৃশ্য।

কলিকাতা গঙ্গেশের বাড়ী রাস্তার ধারে নীচের ঘর।)

লাবণ্য। কমল! কমল! এই কমলা—

(ছুটেতে ছুটেতে কমলার প্রবেশ)

কমলা। আজ্ঞে দিদিমানি! মাইরি, কি মিষ্টি ভাক তোমার। কতখানি মধু প্রাণে থাকলে কথায় এতখানি চুইয়ে আসে বল?

লাবণ্য। You Fool! এক ছিটেও না থাকলে, বইয়ে দেওয়া যাক এক বিশগুণ জিভের ডগায়। এব নাম সংসার! যা কাজ থাকে ত সেরে আয় আগে।

কমলা। No, No, Everything finished, It is now ২ o'clock you see. কি ভুল হল!

লাবণ্য। না। এ আবার কিরে বাবা!

(পাঁজ পুঁখি কুশাসন বগলে গুরু সিতি কণ্ঠের ধীরে ধীরে প্রবেশ ও কষ্টমুখে চাহিয়া ছুজনের মুখের দিকে, শেষটা লাবণ্যকে)

শুক্র। তোরই নাম লাভণ্য ! বাসর ঘরেই বিধবা হইছিলি, যাক আল ভয় নাই, মাঠে ! তাত্ত্বিক ক্রিয়া করে, ও ঝাঁং এর বেড়া জালের মধ্যে বেঁধে কেলে তোর ঐ ক্র যুগলের মাঝ খানটায় যেই বসব জেকে' অমনি নেশা গমে যাবে, তখন ছিলিমের পর ছিলিম চড়িয়ে যাবি—আহা! চক্ষু চক্ষে হুনিয়া হয়ে যাবে হাওয়া, মাথাটা থাকবে চকর, আর মগজের ভেতর বাজতে থাকবে অনাছত ধ্বনির একটানা সুর—তারপর ছুপুর নিকণ, বংশী ধ্বনি-শেষটা দপ্ করে জলে উঠবে নবঘনশ্রাম দ্বিতুজ মুরলী ধারী। বুঝলি পাগলি ! ডাক তোর মাকে আর বাবাকে—দিন ঠিক করে যাই দীক্ষার । এত সিঁড়ি ভাঙ্গা আমার কন্ম নয়।

(লাভণ্য ও কমলাব পদধূলি গ্রহণ)

লাভণ্য। দেখুন, হাজার বছর ধরে এই নবঘনেব কারবার চালিয়ে, জাতটাকে কি দাঁড় করিয়েছেন তা ত নিশ্চয়, মনে মনে অন্ততঃ, বোঝেন। এখনও এ সব ছেড়েছুড়ে যাতে এই অভাগা জাতের কল্যান হয়, অন্ততঃ স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে শেখে, সাধারণ জ্ঞানটা ফিরে পায়, তাই কখন না দয়াকবে।

শুক্র। এর মানে ? বামুনব, কুলীন বামুনের মেয়ে হয়ে কি বলতে চান তুই ?

লাভণ্য। বামুন কোথায় দেখছেন ? বামুনের মেয়েত নই। আমার বাবা মা ত বামুন নন। আপনিও নন।

শুক্র। নই ? বামুন নই ? তালে এটা (উপবীত) কি ? গন্ধর লড়া ?

লাভণ্য। ছি ও কথা বলবেন না। কিন্তু সিতিকর্ষ বারু। দর্শন যাদের মজাগত, জগৎবরণ্য সেই আর্ধ্য মনীষীগণকে অত হেয় করতে চাইবেন না। হিংস্র মেয়ে, বড় ব্যথা লাগে। ঐ যে চারটে বর্ষ ওরা চার ব্রহ্ম অবস্তা মোটামুটি আদর্শের অভিব্যক্তি যাত্র। বেন চারটে কামরা, যার ভেতর

দিয়ে মাছধের চঞ্চল মন হৃদয় চলা ফেরা করে। আমারই এই কথাগুলো শুনে আপনার মনও ঐ গুলোর মধ্য দিয়ে পাক খেয়ে আসচে। ঐ যে হুতো দেখালেন না, ওটা Ist class এবং একটা partitioned এর মত কিছু বসবাসের ওটা ছিড়ে ফেলে সাধাবনের মধ্যে ভিড়ে যান। তাব পর ব্যবহারে কিছু বড় হন ভক্তি পাবেন নিশ্চয়। হুতো দেখাতে হবেনা।

গুরু। বলিস কি ? কি বলি যবনি। পাপিষ্ঠা। ধর্মদ্রষ্টা। অসৎচরিত্র। ছুঁচাবিনি। ধ্বংস হলি তবে। গজেশ ! গজেশ ! (কমলার প্রস্থান) আবে বন্ধা নেই। সাড়ে সতর লক্ষ মাঘ মন্ত্র জপ করে জিবাজেব মধ্যে শেষ করে ফেলবে তোবে এই সিতিকণ তাস্তিক।

(কমলার সাজ স্রুত গজেশ ও দানতাবিণীর প্রবেশ)

এই ৭ টুকরো করে ছড়ান হে বৃথা হুতো স্বামোঘাতিনি। তোর মাথা ওপর—

গজেশ ও দানতাবিণী। বন্ধা কখন। বালক। বালক ও। শাস্ত হান প্রভু।

গুরু। ৭ জন উপযাপবি বিধবা হবি ঐ বাসব হবেই—যেটা টেঙছিল এবাব ঐ ব্রহ্মশাপেরই ফলে। বস্।

(গুরুর সমনোচ্চোগ)

গজেশ। (কবজোড়ে) কি করলেন প্রভু ? অজান তিনিরাক্ত
শলাকহা—

গুরু। শলাকহা। এ দুর্ভাগ্যের কোথাকার দ্বার নয়। মৃত্যু ক্রব-ক্রব-ক্রব !
দানতাবিণী। কিজন কখন কখন ? (গুরুর প্রস্থান সঙ্গে সঙ্গে
কমল ও দানতাবিণী)

কমলা। সেরে তোমরা। শাস্ত্রোক্তি দিয়েচ।

কমলা। আরো কি উদ্ভট উপপত্তি হবে বললে দিদিমনি ?

লাবণ্য । চূপকর ! হাজার বছর মুখ বঁজে আছি—এই আমি । স্বর্নস্ব
হারাতে বসিচি—তবু চক্ষুলজ্জা ! এ কি কাল মোহ ! একেবারে নিশ্চিহ্ন
হবার আগে একবার মুখ ছুটাবই, একবার ক্ষেপে উঠে তোল পাড় করে
তুলবই । যাক্ একটা গান গাঠ শোন, কেমন একটা idea develop
করিচি, দেখ—

কমলা । যোগ্য শ্রোতা বটে আমি—গাও শুনি ।

গীত ।

বাঁশি ! কেন গাইবি না আব গান ?

তোর কোন দরদীর দেওয়া ব্যাথায়

এমন অভিমান ?

অযুত ছন্দে বিশ্ব সারা গান গেয়ে দায় আত্মহারা,

আকাশ দাতাশ গানে ভরা

গানেই প্রাণের অভিমান ।

বাঁশী বলে ওগো দুটা প্রাণের গোপন গাথাই

প্রাণ যে গানের ;

সঙ্গীহীনের ভুবনে তাই

গানের অবসান ।

কেন গাইব বল গান ?

লাবণ্য । চোখ মুছচিস্ যে ? এত পানিসে রাঙ্কুসি তোর
চোখ ? বুঝিচি ।

কমলা । আমিও বুঝিচি বাঁশী মশায়ের জবাবের অর্থ ।

কমলাব গীত ।

“বাঁশী বলে ওগো ছুটিপ্রাণের গোপন গাথাই

প্রাণ যে গানেব

সঙ্কীর্ষনেব ভুবনে ভাই

গানেব অবসান ।” এর মানে ?

লাবণ্য । আবে মোলো—এটা হচ্ছে একটা দার্শনিক মতবাদ—অদ্বৈত
তত্ত্ব, বাঁশীটা হচ্ছে ঘোরতর দ্বৈতবাদী । কমলীবে ! কি মুখবে তুই !

(ইঠাং একটা ambulance car এসে থামল ।)

কিবে । (লাবণ্য ও কমলাব বাহিরে গমন , ডাক্তাব নামলেন ভেতর থেকে)

ডাক্তাব । এই ত বাডা । ৪৭ নং ?

হাবণ্য । হা মশায় । আমাবই দাদা যে-একি ?

ডাক্তাব । তেমন serious কিছু নয়—motor accident বটে
কিন্তু এত চমৎকাব health unconscious পর্যন্ত হননি । জোর করে
শাডী এলেন, নয়ত আমরা ছাড়তাম না । এই ত বাডা telephone
নী পর্যন্ত করতে দেননি । যাক কোথায় বিছানা করা হবে ? এখনও দিন
শনব ত বটেই । ওঁব motor cycle টা small ; কিন্তু শুনলাম
cycle থেকেই এক লাফ ! ভীষণ ছেলে ।

লাবণ্য । এক তলায় ভেতবেব দিকে ভাল একটা ঘরে নিয়ে যেতে
হবে- আপনাবা নিয়ে আসুন—

(কমলা ছুটে গিয়ে ঘবে বিছানা ঠিক করে দিল ও পরে Stretcher
এ শায়িত নির্মলেন্দুকে ভিতবে খাটের উপর শুইয়ে রাখা হল ।)

ডাক্তার । Fan টা আস্তে চলুব—ঘরেই হৈ চৈ না হয় ; আপনাদের
Surgeon কে ২১২টা call দেবেন—Nursing—দাদাত আপনাব—
আপনারাই দেখাশুনা কববেন । দেখুন এই ৫০০ টাকা—আপনি ভয়িত ?

লাবণ্য। হ্যাঁ Sir. ভয়, আর ছেলে মানুষও নই আপনার যা বলবার আমি বলতে পারেন।

ডাক্তার। Some Mukherjee, highly cultured তাঁদেরই motor—ভদ্রলোক নিজে কলেজে এসে ৫০০ টাকা incidental expenses বলে দিয়েছিলেন; কোন খরচ হয় নি সেই টাকাটা। তাঁরা এখনই এখানে আসবেন দেখতে।

(হঠাৎ গর্জ্জ ও দীনতারিণীর প্রবেশ)

গর্জ্জ। একি! খোকা?

লাবণ্য। হেঁ। হেঁ চৈ কোরোনা, ভালই আছে, তবু। শোন, নিজের motor cycle এ আসছিল বাড়ী, সকাল ৮টায় মেল থেকে নেমে। যেমনি একটু wrong line এ গেছে, অমনি খাক্স একজনের ear এর সঙ্গে।

দীনতারিণী। হেঁ! একেবারে হাতে হাতে! তবু বিশ্বাস করেনা লোকে! ব্রাহ্মণ! এখনও যে দিনবাত হচ্ছে! মুখে আগুন ইংরাজী লেখাপড়ার! এ কি করলিরে হতভাগি! কি করলি আমার!

ডাক্তার। বেশী অস্থির হবেন না—আহা বাপ মার প্রাণ! কিন্তু ভয় নেই আর।

গর্জ্জ। আর ভয় নেই! হায়রে! সনাতন হিন্দু ধর্ম! বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ! তার ওপর ব্রাহ্মণ। সর্বনাশ! তার ওপর গুরুদেব! জ্ঞানাজ্ঞান শলাকয়া—সেই গুরুর অভিষাপ! আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া!

ডাক্তার। ব্রাহ্মণ কি বলচেন? আমি একটু interested, আমি Dr. Ghosh, যদিও কায়স্থ শূদ্র, তবু ও সব বিষয়ে—শূদ্রের অনধিকার হলেও—একটু আধটু গবেষণা করি। (টুপি তুলে) এই দেখুন চৈতন্য! আগে ইংরাজী আমলে যা একটু বাধ বাধ ঠেকত এখন হিন্দু রাজত্ব

আমরাই সব। “যা দেবী সৰ্বভূতেশ্ব হিন্দু কপেন সংস্থিতা, নমস্তস্মৈ
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনমঃ।” বঝালেন কিনা ? শূদ্রকেব যুগে এখন নেই।

দীনতাবিণী। দেখ একবাব। শব্দ, বেব ডেলেক্স জ্ঞানটা একবাব দেখ।

লাবণ্য। ৭। ব্রহ্মশাপ ত'ল আমাব ওপব আজ বেলা সাড়ে
তিনটেয, শাব ফ'নো ডেল সেটা তাব ৭।৮ ঘণ্টা আগেই, বেলা আটটায়।
Retrospective effect। আবাব ব্রহ্মাস্ত্র নিমিষ্প তল এই পাপীষসাব
ওপব, কিছু পড়ল গিয়ে ঘাঁচ কবে দাদাব ঘাড়ে, যে বেচাবী এব বিন্দ
বিসর্গে জানত না। Nonsense! উলক আমবা, মাষ্ট্র নই। বা ৭,
যা ও বোগাব ঘব ছেড়ে তোমবা।

ডাক্তাব। একটা কথা। স্ক্র, গুট, আবায়িক ভগত্বে অতিশ্রম
বহন। এই ব্রহ্মশাপটা, এটা আত্মাব transcendental জ্যোতিব
সামনে একটা Umbra ফেলল ঐ বেলা তিনটেয, কিছু penumbra
zone, ঐ শাপেব intensity বা গীব্রতা বা গুরুত্ব অল্পসাবে ৭।৮ ঘণ্টা
এদিকেব অব এদিকেব গাস কবতে বাধ্য। যেমনি কবেচে অমনি
actual victim এব sub-conscious region act ক'বে তাকে
wrong line এ খাচ্ছে ফেলেচে, তাব পর transfer of subject।
এব অর্থ অভিপ্রেত কাছে তাব এই ভ্রাতাব জীবন নিজের অপেক্ষা
প্রিয়তর। বাজুই এই কাণ্ডটা ঘটে বসল। এব Grand নজিব আছে—
বাবা আদম। বহু ব্যাপাব আছে এতে-vehicle, medium ইত্যাদি।

(নিম্নলেন্দু ইসাবায় লাল্যাকে ডাকল)

লাবণ্য। (ডাক্তাবকে ১০০, দিবে) এইটা দকন। না গ্রহন কবলে
যোগী বড় বাগা প'বে প্রাণে।

ডাক্তাব। (গতব ক'বে) জয় হিন্দ ! দুর্গা দুর্গতি হাবিণী মাদো।

(প্রস্থান)

দীনতারিণী। দেখলি ত! নিজের চোখেই দেখলিত! কত বড় ডাক্তার একজন।

গঙ্গেশ। ওকে বলে কোন লাভ নেই। যাক, ফস করে ১০০২ ওকে দিয়ে বসলি?

লাবণ্য। দাদাই বাগচে—না দিলে, ছিনে জোঁক 'ও যেত'?

গঙ্গেশ। এখনও টাকা হাতে তোব—কি ব্যাপার?

লাবণ্য। নাদেব car তাবা যেমন দনা তেমনি শিক্ষিত আর উদার। নিজেবাই ambulance ক'বে college এ পৌছেচে; incidental খবচ বলে ওবই হাতে ৫০০২ দিয়েছিল। খবচ কিছুই হয়নি। উনি ফাঁবয়ে দিতেই ১০০২ ওকে দিলাম। ঘব থেকে পূবিয়ে তাদেব দিয়ে দেব।

লোকটাও উপকাব করোচ। তাবা এখনই আসবে দেখতে।

দীনতারিণী। এলে হয় একবার ছাই পেপে কাটবো!

গঙ্গেশ। একটা case file ববে দেখন। Hush money দিয়েছিল ৬ ১০০২। ফেরত দেব ভেবেচ? বাকী ৬০০২ যাবে ব্রাহ্মণ ভাজনে, সত্যনাথের আর মাব বাড়ীতে ষোড়শোপচারে পুজায়। বনি থোকাকে যে আজীফবে পেয়েচি, সেটা কাব দয়ায?

নিম্মলেন্দু। (মাকে হনাবাধ ডেকে) ওদেব টাকা নেবে কেন? পুজো সওয়া পাঁচ আনা।

দীনতারিণী। ওগো থোকা তোমাব সব টাকাই ৫০০২ ফেরত দিতে বলচে।

গঙ্গেশ। তাই তাই তাই হবে। টাকা নিলে মামলা কাহিল হয়ে পড়বে।

(বড় একখানি গাড়ী এসে থামল—নামলেন সাব জে, জে,
মুখাজ্জি, লেডি মুখাজ্জি ও কন্যা রেখুকা)

গঙ্গেশ। (অগ্রসর হয়ে দেখতে গেলেন) কে?

মুখার্জি। (কার্ড প্রদান ও সকলে করজোড়ে) মানুষ যদি অপরাধের দণ্ড নাও দেয়, ঈশ্বর যেন দেন। (ভিতরে প্রবেশ ও কমলা ব্যতীত দীন-তারিণী লাবণ্য প্রভৃতির আগমন ঐ বাইরের ঘরে)

(কমলা রোগীব ঘরে দূরে একটা মোড়ার উপর ব'সে থাকল)

গঙ্গেশ। (কার্ড পাঠ করে) বিলক্ষণ ! কি বলছেন সার ! কত বড় একটা লোক আপনি ! J. J. Mukherjee, Kt. O. B. E ! বহুভাগ্য আমাদের ব'লতে হবে যে আপনাদের পায়ের ধূলা প'ড়ল এই দীন হীনের কুটীরে ।

লেডী মুখার্জি। কি বলছেন ? আমরা কলেজ থেকে আসছি। ছেলে ভাল আছে ত ?

দীনতারিণী। কৈ আর ! ঐ ঘরে আছে। একটু পরে দেখবেন খন ।

লাবণ্য। না না অনেক ভাল ।

রেণুকা। Steering wheel shall I never touch in my life !

মুখার্জি। In mother tongue, please.

গঙ্গেশ। মেয়ে ?

মুখার্জি। হাঁ সার : এইত drive করছিল। কাশ্মীর Banihal pass দিয়ে দার্জিলিংএ কি স্কন্দর drive করেছে—আর আজ কি ঘটল ! What is inevitable is unavoidable. এইবার ও Diocesan থেকে BA English অনার্স 1st class Ist হয়ে বেরিয়েচে। আর না, এবার নিজেই দেখে শুনে বে ককক তবে হিন্দু হওয়া চাই। বড় বড় ছেলে মেয়েকে আজকাল আমরা অবাধে মেলা মেশা করতে দিচ্ছি অথচ ব'র বেলায় we cheke up all avenues with profusion of quotations

from old fossils of Sustrakars, Nonsense! ফলে বে-ই
করুচনা, কেউ Suicide করচে। এই সব।

গব্বেশ। চমৎকার মেয়েটী! বর আমার এনে দেব।

মুখার্জি। Oh Could I got a boy like yours! আমার সার
একটিমাত্র ছেলে, এখন বিলেতে Chartered accountant হয়েছে
এখন Indiaর পথে। আর এই মেয়েটী। ছেলে এসে নিজেদের Colliery
দেখবে। উইল করা হয়েছে আমার—Boy to be worth 50 and this
girl 20 lakhs আর সামান্য যা আলাদা রেখেছি তার 5 lakhs for
Charity আর মাত্র 1 lakh এ এই বড়ো বড়ী মুসৌরীতে retired life
বাটিয়ে দেব। দাঙ্কিলিং বড় moist damp ওঁর suit করে না। আচ্ছা
if you don't mind একটি বাব ছেলেটীকে দেখে বাই।

লাবণ্য। আহ্নন, আহ্নন।

রেণুকা। (করজোড়ে) আচ্ছা আমি যদি বলি আপনি মিস্ লাবণ্য
প্রভা M. A. 'Is' class 'Is' in Philosophy and perhaps Ph D.
also, a jewel of the university? Father! She is so well-
known to everybody!

মুখার্জি। Is it? I am so glad to see you, আপনি
Lft Banorjee's sister?

লাবণ্য। আন্তে হেঁ তাই। (রেণুকাব গলা জড়িয়ে ধরে) বেশ
মেয়েটি ভূমি ভাই।

রেণুকা। যা করিচি নিজের হাতে আজ sister, revolverটা
খাকলে I would surely shoot me to death, তুলতে পারব
না জীবনে আর। It has made my life miserable for all
time to come.

লাবণ্য। না না ওসব বলোনা—। আসুন আপনারা দেখবেন
আসুন। (সকলের নির্মলেন্দুর ঘরে প্রবেশ)

নির্মলেন্দু। (হাত তুলে নমস্কার করলেন)।

মুখার্জি। May God save you my boy! ওঃ। 'আমাদের
অস্থিতাপের শেষ নেই।

লেডী মুখার্জি। চাঁদের মত ছেলে! কার ভাগ্যে জুটবে কে জানে।
তা'লে আসি বাবা। (বাহিরের ঘরে আগমন)

নির্মলেন্দু। (হাত তুলে নমস্কার)

লাবণ্য। আপনাদের ৫০০ টাকার কিছুই খরচ হয়নি—এই যে।

মুখার্জি। I see. বেশ, ওটা তালে হিন্দু সমাজ সংগঠন সমিতির
হাতে তুলে দেবে তুমি না। আচ্ছা চলি আজ। বাঁড়িয়ে মায়েব—
আপনাকেও বলচি—চলি আজ। এবার বেতে হবে—আমাদের বাড়ী
—ছেলে ভাল হোক।

লেডী মুখার্জি। যেমন ছেলে তেমনি মেয়ে—ভারি পছন্দ আমাদের।
আচ্ছা—নমস্কার।

রেণুকা। (নীরবে নমস্কার করল—সকলের প্রস্থান)।

গঙ্গেশ। টাকাটা নিলে না—নেবে কি? টাকার কুমীর ও!

লাবণ্য। বাবাই হামালে। টাকা থাকলে আর নিতে নেই? কি
বল বাবা?

গঙ্গেশ। এখন disturb করবিনে—মস্ত বড় problem! এর
কিনারা করতেই হবে। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য ।

গুরুর খোলার বাড়ী—গঙ্গেশের car ২।৩ বার horn দিয়ে থামল বাড়ীর সম্মুখে—গঙ্গেশ ও দীনতারিণী নামচেন ; ওদিকে নামাবলী গায়ে খেত চন্দনের নকশা করা দেহে গুরুও এসে হাজির । সকলে বাড়ীর ভেতর গেলেন—উভয়ের প্রণাম করার পর, গঙ্গেশ গুরুকে ১০১২ দিলেন—গুরু সহাস্তে গুণ্ডতে লাগলেন ।

গুরু । (গণন শেষ ক'রে) বড্ড ব্যস্ত বাগীশ তুমি হে বাপু । দুদিন পরেই না হয় দিতে—পালিয়ে ত যাচ্ছিলে না । তোমরা হচ্চ আমার বেগুনব ক্ষেত, মূলোর ত নও ।

গঙ্গেশ । আহ! আমি যে হতে চাই—টোমাটোর ক্ষেত প্রভু !
গামবেগুনের !

গুরু । তাই বটে ! বেঁচে থাক—(নিজের পায়ে ধুলো নিয়ে গঙ্গেশের মাথায় দেওয়া) বেঁচে থাক । এই সে নিজের পায়ে হাত ঠেকিয়ে তোমার মাথা ছুঁলাম—এটা একটু দৃষ্টিকটু হল বটে কিন্তু এইটাই আসল জিনিস । মনেকর একজন, যার ওপর আমি অসন্তুষ্ট, সে আমার পদরজ নিল তা'তে সে ঐ রাস্তার রজইপেল—এ জিনিষ পেল না—নিজে হাতে করে দেওয়া—বুঝতেই পাচ্চ । আহাহা ! ছেলের জন্ত দেড়লক্ষ মস্কট-ব্রাণ যোগ শেষ ! আর দরকার হবে না—একটু উঠে বসচেত ? নিশ্চয় । মা জননীর হাতে কাগজ-জড়ান ওটা আবার কি ?

দীনতারিণী । এ সামান্য একখানা বেনারসী কতাপেড়ে—মার জন্তে গর্নচি ।

গুরু । তোমার মার জন্ত এনেচ—ওর সঙ্গে আমার আর কি সম্বন্ধ ;

তাকেই ডেকে দিই। আচ্ছা দেখি দেখি। (খুলে দেখান) বাঃ বাঃ,
শুনচ গো। নাঃ ডেকেই আনি। (গমন)

গঙ্গেশ। কত খসল হিসেব করেচ! এই নগদ ১০১ আর ওখান
একরকম নতুনই ধর—এ বাজারে অন্ততঃ ১৭৫ (২৩২৫ বৎসর বয়স্ক
ঘোমটা দেওয়া জীর সঙ্গে গুরুর আগমন ও গঙ্গেশ এবং দীনতারিণীর
প্রণাম)। ঐ যে আসচেন—দেখ! দেখ!

গুরু। আরে ঘোমটা খোল—এ ছুটি তোমারই সন্তান। (একটু ঘোমটা
সরান)

দীনতারিণী। বাঃ বেশ মুখ খানি ত!

গুরু। ঠিক ঠিক ধরেচ। ক্রিয়াটা হটাৎ হয়ে গেল। ভবিতব্য কে
ঠেকাবে বল। নিজে বিপত্তীক হয়ে, আমার শালার জগুই চেষ্টা করে
বেড়াচ্ছিলাম—এঁর সঙ্গে তার কথা প্রায় পেকে উঠেই বস্ টপ্
করে আহা শালাটি মারা গেল। নিয়তি কেন বাধ্যতে? ব্যবহার
চমৎকার। তবে সন্তানাদি হবে বলে মনে হচ্ছেনা—এ জগুও ত লীলীর
রাসেশ্বরী স্তব আব কন্দর্প ভৈরব যোগ প্রত্যহ করে যাচ্চি। এখানেও
সেই নিয়তি! যাক যাও এই বেনারসী খান পরে এস—ওঁরাই দিলেন
—দেখে ওঁরা নয়ন সার্থক করুন।

(দীনতারিণী কাপড় হাতে দিয়ে প্রণাম করলে গুরুপত্নী ভেতরে গেলেন)

গঙ্গেশ। ও ১০১ সকল রকম শাস্তির জগু। আর দেখেচেন ত
মেয়েটা কি রকম উদ্দাম পাগল! ওর জিভটা যদি একটু সংযত করে
দিতেন, কোন ক্রিয়া করে।

গুরু। গণনা করে দেখলাম—ও জিব বেঁধে দিতে গেলে প্রাণটাই
ধাবে ওর। নিজের হাতে তাত পারবনা—বরং এক কাজ কর, মস্তপুত
পাদোদক আছে আমার—জানতে না পারে পানীয় জলের সঙ্গে এক ফোঁটা

করে দেবে। আর এখানে কোথায় পাবে সে জিনিস। মালীকে বলে দিও
ঝড়দার বাগান থেকে তোমার শাদা কৈচো নিয়ে আসবে আগামী
মঙ্গলবার অমাবস্য়ায়। তারই রস এক বিন্দু জিভে দিলেই ঠিক হত—
অপার্থ্যমানে ঠোঁটে, ঘুমন্ত অবস্থায়—তাতেও কাজ হবে। ভেষজার্থে
নিরামিষঃ!

গঙ্গেশ। সর্বনাশ উলটো উৎপত্তি হবে টের পেলে।

(গুরুপত্নী বারান্দা দিয়ে আসছেন)

শুক। আচ্ছা, থাক থাক ওতে কাজ নেই। ঐ যে উনি আসছেন।
কথায় বলে, রাধার শোভা গয়না—না গয়নার শোভা রাধা। ওখানে
যে একখানা কাপড়ের মতন কাপড় তা ধরা পড়ল এতক্ষণে। আচ্ছা
যাও আর আসতে হবে না।

(ফিরে যাওয়া)

গঙ্গেশ। তাতে কি আস্তন না। আচ্ছা প্রণাম।

দীনতারিণী। চলচল, আর না। তালে প্রণাম করে নিই।

(উভয়ের প্রণাম ও প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(কলিকাতা, গঙ্গেশের বাড়ী সন্ধ্যাগতে)

(লাবণ্য ও কমলার প্রবেশ)

লাবণ্য। ডাকছিলাম—আসছিলেন যে বড ? দেখি আমার সামনে
দাঁড়িয়ে মুখ পানে চা ত।

কমলা। কি লাভ বল ?

লাবণ্য। (আলিঙ্গন পূর্বক) কেন বোনটী আমার, এ উদাসীন
ছুনিয়ায় কিলের কান্না, কার ওপর অভিমান ক'রে বল ?

কমলা । হাসিই বা কিসের ?

লাবণ্য । কিসের । হিন্দু সমাজকে যোগ্য করে তোলার স্বাধীন
ভাবতের ।

কমলা । হঠাৎ এ কথা এল কোথেকে ? যাক, যোগ্য কবে তুলচ
তুমি নাকি দিদিমনি ? কি হবে ?

লাবণ্য । গান গেয়ে গেয়ে ।

কমলা । থাক থাক অত কষ্ট কোবোনা । এবং সেদিনের মত একটা
কাড়নে গান গাও ত শুন । গাইবে ত গাও, নয় থাক ।

লাবণ্য । গান কি বাড়নে গ্যাস নাকি লো ! কেউ পুত্র শোকে
বানচে তুই মনের আনন্দ পাশ কাটাগি, কেউ পুত্র মুখে পুজোব দিনে
মে খেলো, তাব বুকটা চদং কবে উঠল, থামা বব একখানি একটা
খদী বউনিঘে ঘনত ফিবেচে তুই গোস কবে নিজেব অমন নাকটা খেঁতো
এতে গাগলি—কেন ? বলনা । জানস ? আমি হচ্চি দর্শনে এম, এ
মনস্তত্ত্ব খেঁটে কাস্তক্ষি কবে খেইচি । শান গান বলাচি ।

(নিশ্চলেন্দুব প্রবেশ)

নিশ্চলেন্দু । হবে নাকি, এক আপ খান ?

কমলা । গাই ত সব কাজই যে এখনও পড়ে ।

(দ্রুত প্রস্থান এবং বাব ফিবে চেয়ে । হঠাৎ বেণুকার প্রবেশ)

বেণু । এই যে ! I am so lucky ! Good evening to
our sister, Really I am so glad to find him so magnifi-
cently well ! (Good evening, (নিশ্চলেন্দুকে)

(নিশ্চলেন্দু বেণুকার দিকে ফিরতেই)

বেণু । দেখি দেখি একটা গান বাজাই with your permission
sister.

লাবণ্য । বেশত—বাজাও না !

(নিম্নলিখিত ঘবের মধ্যে যেন একটু অগ্রমনস্ক ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে)

গীত

(একটু সাধেবিসান টান)

আজি কি শুভ লগনে দ্ব ও গগনে

ইন্দ্রধনু হাসে ।

অজানায় অচেনায় ভবা এ জনিয়ায়

কারে এত ভালবাসে ?

(নিম্নলিখিত যেন একটু offended হয়ে বেবিয়া গেছে । — তাতে ব্যথা

পেয়ে—রেগুক ।)

রগুকা । No good. Better try in English,

গীত

(সবটী একটু pathetic)

ওব ultra violet rays

Instil at glance an awful craze

So gaze and gaze to win and gaze,

They do recede, recede recede

If you proceed to give a chase,

It is a shadow, so not speak

But yet intoxicates the meek.

So were it but a man to feed the fad oh !

And not a shadow shadow—baffling maze. !

It's a heavenly fluid jerked out of the bottle of a
human heart in a shock.

লাবণ্য। I quite realise my sister.

(নির্মলেন্দু বিরক্ত ভাবে ঐ ঘরের ভিতরে ও বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল)

নির্মলেন্দু। দেখুন দৈবক্রমে খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয়ে পড়েছে
আপনাদের সঙ্গে—ভবিষ্যতে আহ্বান করলে আসতে ভুলবেন না।

রেণুকা। I follow and won't come uncalled for hence-
forth, Good bye to you gentleman and to you my dear
sister, না ডাকলে বিনা আহ্বানে কি আসতে আছে! I go (প্রস্থান)

নির্মলেন্দু। একটু rude হ'ল বোধহয় কিন্তু অত্যন্ত বাড়াবাড়ি
বেটা আমার অসহ্য।

লাবণ্য! আমরা হচ্ছি brute isolationists অভিজাত্যের
গম্ভীর বাদকরি; বাইরের হাওয়ায় আমাদের গায়ে ফোঁকা পড়ে; আর
এরা তেড়ে গিয়ে পরকে আপন করে নেয়। ওকি ভাবতে পেরেচে ওর
Mr ইন্দ্রধনু একটা অবাস্তব পদার্থ! উঃ! শেষটা অপমানিত হয়ে
চলে গেল!

নির্মলেন্দু। ইন্দ্রধনু! আমি?

লাবণ্য। Yes sir,—আপনি। স্ত্রী হয়ে জন্মাবার বিপদও কম
নয় বাবা! যে অনিন্দ্য সুন্দর যুবককে ছিটকে কেলেদিইছিল এক
খাকায় সেই forceয়েই যুবক মশায় ইন্দ্রধনু হয়ে ওর হৃদয় আকাশ জুড়ে
বসেচেন। ও মরেচে।

(হাঁপাতে হাঁপাতে পাশের ঘর থেকে দীনতারিণী ডাকলেন)

দীনতারিণী। ওরে ছুটে আয় তোরা দস্তি রামটহলকে মেয়ে ফেলে।

লাবণ্য। এ আবার কি? (ভাইবোনের দ্রুত প্রস্থান।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

গব্বেশের বাড়ীরই অন্তর একটা ঘর

(কমলা মাথায় সামান্য একটু আঁচলদিয়ে মুখনীচু করে চেপে বিমুখ হয়ে বসে আছে একটা বাস্তুর ওপর)

নির্মলেন্দু । ব্যাপার কি মা ?

দীনতারিণী । দক্ষিণ পশ্চিমে চাকরটার আমার কি খোয়ার করেছে !

রামটহল । দাদাবাবু ও ডাইনী হয় । আদমি খা ডালেগা । মেরা গরদান এয়াস দাবায় দিয়া কি মেরা দম্ব নিকাল গেয়া ।

নির্মলেন্দু । আচ্ছা হাম ঠিক করোগা । কি ব্যাপার বলন্ত মা ।
শাণ্ডা হয়ে বল ।

দীনতারিণী । আবে আজ দুপুর থেকে হটাৎ সুর ধরেচে—বাকস নিয়ে এমনই বেবিয়ে যাব, চাকবি করবনা । আমি ত অবাক । অচল সংসাব ! ৫০ টাকা মাইনে । কি ডানিস ? বহু টাকা নাড়ে চাড়ে—কখন হিসেব নেওয়া হয়না—অগাধ বিশ্বাস । কিন্তু খোকার কড়া মেজাজ ও মেরে উঠেচে তাই হিসেবের ভয় । কিছু না হয় ত হাজার টাকা ঐ ঝাল্লয় আছে ।

নির্মলেন্দু । বাস্তব দেখতে চাও ?

দীনতারিণী । তাই-ত রে চাবি চাইলাম দিলনা, বল্লে কেটে ফেল্লে চাবি দেবেনা । কাজেই ঐ উজ্জবুটাকে বল্লাম ভান্স বাস্তব—আর কোথায় যাবি, যেমন চাড়া দিয়ে ডালা খোলা, অমনি বাঘের মত এসে ওর টুঁটি চেপে ধরেচে । মেরেই ফেলেছিল আর কি !

নির্মলেন্দু । তালে বাস্তব বন্ধ নয় । আচ্ছা আমি ঠিক করচি ।

লাবণ্য । মামলা আমার হাতে দিয়ে তোমরা সব স'রে পড়া দিকি ; খুব মিহি syringe দিয়ে সব pump করে নেব, দেখ খুন ।

যা ভেবেচ তা নয়। এত দিনের, এত গুণের, এমন কচি বয়েসের, এমন বিশ্বাসী, অতি বুদ্ধিমতী, ভদ্র ঘরের মেয়ে, একদিকে যার অঙ্ক বাবা, পঙ্কু মা, অচল অবস্থা, সে এতখানি বিশ্বাস আর ভালবাসার মতো, ক্রমশঃ বড়টাকা চাঁবি কবে, ঐ বাক্সব ভেতর জমিয়ে রেখে, সব পড়চে। তাও গিন্নি মাকরুণেব অল্পমতি নিয়ে, যখন জানে, অল্পমতি পাওয়া অদম্ভব—এ কথা জঙ্গে শোনেনা। কমল উঠে দাঁড়াও ত বোন, বাক্স আমি দেখব, আন যেতেও দেব, যদি নিতান্তই থাকতে না চাপ। বুঝলে? হোমবা গাও মা।

দীনতারিণী। বাব। নিজের চোখে না দেখে। 'অত ভালবাসায় আর কাজ নেই।

নির্ম্মলেন্দু। দেখ লাভ্য—একটা কথা ভেবেদেখ—মেয়ে ছেলে ইয়ে একটা পুরুষের টুটি চেপে ধরেছিল; অত সহজ ভেবনা—আনি মেয়ে চোর অতি সাংঘাতিক।

লাভ্য। কিন্তু টাকা পুত নেই এটা ঠিক—জোর থাকতে পার খুব সখের জিনিস। না না তাও না। বাপমার অচল অবস্থা, বুদ্ধিমতী মেয়ে ও। এমন বাড়ী অমিল।

নির্ম্মলেন্দু। অত গবেষণায় কাজ কি।

দীনতারিণী। ঐ ঝাপ। সোজা কথা ঘোরাল করে তুলবে। উঠল ও তোর কথায়?

নির্ম্মলেন্দু। বুঝে আখনা আমি রইচি তবু ও কি বকম জেদ করে চেপে ধরে আছে। আমার সঙ্গে ও লড়বে?

রামটহল। হাঁ দাদা বাবু ও লড়েগা জকর।

লাভ্য। রামটহল! হট্ যাও এঁাছে—তুবন্ত! ফরন্ হট্ যাও।
(প্রস্থান)

নির্মলেন্দু! এই উঠে দাঁড়া। একমিনিট সময় দিলাম। তারপর ছুড়ে ফেলেন্দেব ঐ রাস্তায়। এ আর রামটহল পাস্নি। ওঠ্, ওঠ্, ওঠ্, বলচি, ওঠ্!

(বাক্সর ওপর থেকে মুর্চ্ছিতা কমলা চ'লে প'ড়ে গেল—লাবণ্য পাশে গিয়ে বসল)

দীনতারিণী। তাত্থ আবার ঢং তাত্থ! কি জাঁহাবাজ মেয়ে মাজুষ বাবা।

(নির্মলেন্দু বাক্স দেখচে)

নির্মলেন্দু। কৈ মা। শুধু যে ত্রাকড়া চোকড়া—পবণের কাপড় জামাও নেই। এই যে একটা শিশি! (শুকিয়া) petrol! petrol কেন?

দীনতারিণী। জানিসনে গরম পোষাক কাচতে লাগে। গরম পোষাকই বা কত টাকার কবেছে কে জানে। সর্বনাশ!

নির্মলেন্দু। এই একটা কি পেইচি। কি বকম কাগজ ত্রাকড়া জড়িয়েছে দেখ—এর ভেতরই বসাল আছে বাবা। (শেষে নিজেরই Photo দেখে) নাও তোমরা যা হয় কবো—আমার দ্বারায় আর হবে না। Good god, what a fool I am! ওর চোখে মুখে জল দেবে লাবণ্য!

লাবণ্য। খুব বিত্তে দেখিয়েচ যাও। Military man কিনা। রেগুকার অনিচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতার এক ধাক্কায় Rain bow হয়ে উঠেছিলে তুমি, আর তোমার অনিচ্ছাকৃত এই নিষ্ঠুরতার ধাক্কায় dynamic forceয়ে Moon হয়ে উঠলেন হয়ত, ইনি।

নির্মলেন্দু। আচ্ছা রেহাই পাওয়া প্রায় অসম্ভব জেনেও, “এখনই বাক্স নিয়ে চলে যাব” ব’লে মার অহুমতি নেবার এই যে ঘটনা—এটা কি ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে, ইচ্ছে করে ধরা দেওয়া নয়?

লাবণ্য। Don't stoop so low to a theory which is out and out absurd. ছি ছি। মূর্খাটাও ভাগ বলতে চাও? আহা এরই নাম বোধ হয় ভাগ্য। হতভাগ্যের আঁত উচ্চ আদর্শেরও কদম্ব কদম্ব লোকে। সে জানত শেষটা অসম্ভব পাবেই। মার ঘাড়ে যে সন্দেশের ও ভূত চাপবে সে ভাবতেই পারেনি। খাঁটি সোণার ঐ ত মরণ! (মৃত্যুকে) জান মা, এতে মানহানির মামলা হয়। যাক, যাবে তুমি এখান থেকে? বাবার কাণে তুলবে যদি, তোমার ছেলে মেয়েব দিব্যি রইল।

দীনতারিণী। সাট সাট—যাক্সি আমি।

(দীনতারিণী ও নির্মলেন্দু প্রস্থান ও লাবণ্য তা লক্ষ্য করেঃ)

লাবণ্য। ফিরে আয় বোন, লোকালয় ছেড়ে তোকে নিয়ে জন্মলে যাই।

(নির্মলেন্দু একটা ট্রেতে বরফ এনে দিল)

(মাথায় বরফ ঘসতে ঘসতে) আয় বোন ফিরে আয়। (জ্ঞানান্ধের পর কমলাব ক্রন্দন ও নির্মলেন্দুব পলায়ন)

কমলা। এ মুখ আব দেখাব কি কবে দিদি?

(মাথাধবে উঠিয়ে বসান)

লাবণ্য। যদি সৌখীন বাটা চাকর একটা, আমার Photo নিয়ে ধরা পড়ত আজ। সমাজের কথা কি তোব মত ভাবত? মরদ যে। তোমায কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু শোন ভাই মিলন যেখানে অসম্ভব, সেখানে তাকে মনেব মধ্যে প্রতিষ্ঠা কবে সাম্বিক নির্ভায় জীবনটা কাটিয়ে দিতে হয়।

কমলা। (এবার মুখ পানে চেয়ে) তাই ই চেয়েছিলাম। কিন্তু দেবতাকে এমন করে হাতের মধ্যে পেয়ে, ও সাম্বিক ধর্ম আমার সাধ্য নয়, তাই সরে পড়ছিলাম—যদি চোখ ছাড়া করে, পটে মন ফাস্ত হই; না হত যদি, তারও দাওয়াই সঙ্গে নিইছিলাম। একেবারেই অসম্ভব

বলে ২৪ ঘণ্টা মনের পায়ে মাথা খুঁড়ে মরিচি। উঃ ! মনের মত এমন শত্রু মানুষের আর হয় না।

লাবণ্য। ফস্ ক'রে অঁধতেব মায়া বাহটা প্রচার করে ফেলি দেখছি। ত্যাগ, একেবারে অসম্ভব জীবিসনি নিশ্চয়; বুঝে ত্যাগ; কারণ ভাবধার কারণও নেই। নির্জলা অসম্ভবে মন ভেজেনা পাগলি। চল ভোকে বাড়ীই রেখে আসি। চটা হ'ল। (ঘড়ি বাজল) ভাইবোনে আমরা তোমাদের চলাচলির ব্যবস্থা করব। “তুয়া হৃদয়কেশ হৃদিস্থিতেন বধা নিবৃত্তোন্মি তথা করোমি” বলে আমাকে “মামেকং শরণং ব্রজ” ক'রে গ্যাট হ'য়ে বসে থাক। চল—কটো টা নিয়ে—শোন, জগতে যাই ইচ্ছা করব, তাই পারব করতে বা ঘটাতে তা কি সত্য ?

কমল। না।

লাবণ্য। চ চ আর না। (অন্ত একজন ভৃত্যের সঙ্গে উভয়ের প্রস্থান)

(বড় রাস্তা ধরে গিয়ে একটু গলির মধ্যে খোলার বাড়ী।

কমলা ভিতরে গেলে লাবণ্য ফিরল।)

—০—

সপ্তম দৃশ্য।

(গন্ধেশের বাড়ী—কিরে এসে ঐ একতলা ঘরে লাবণ্যের প্রবেশ)

লাবণ্য। (ভৃত্যকে) যা দাদাবাবুকে ডেকে দিগে যা।

(ভৃত্যের প্রস্থান)

(স্বগতঃ) ছুনিয়ার কাল! হৃদয় ঐ বস্তুটা ভাল লাগতে বাধ্য তোমার সোথে। কারণ তুমিও মানুষ। এই নির্ভাজ ভাল লাগাটা মানুষের অন্তরস্থ সৌন্দর্য বোধের ফল। কিন্তু ওটা পাবার জন্য যদি

আহার নিদ্রা ত্যাগ কর, অন্যের ক্ষতি না করেও, কর নিজেরই ক্ষতি, মরতে চাও যদি একটা ব্যর্থ অভিমানে, তা'লে কান্দাল ! তুমি উন্মাদ ।

(অগ্ন ভূত্যের প্রবেশ)

ভূত্য । দাদাবাবু চা খেয়ে আসছেন-এখনই । (প্রস্থান)

লাবণ্য । বিধবা আমি,-রাস্তায় হুন্দর, তেমনি কোন যুবককে দেখে মনে হয় যদি বেশত ! স্বামী থাকলে এতদিনে এমনিই দেখাত । বল ভণ্ড, কে কোথায় আছে এটা কি অস্বাভাবিক ? কিন্তু কমলা ! সে কি কান্দাল ? সে কি উন্মাদ ? পরম স্বাস্থ্যবতী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী, অতুলনীয় শক্তি, সামর্থ্য, সৌন্দর্যের অধিকারিণী, যৌবনের পূর্ণতায় সদাই যেন টলমল করছে সদা হাস্তময়ী—আচারে, ব্যবহারে, উচ্চতম আদর্শের প্রতীক—সে যদি ভালবেসে থাকে এই এক নিশ্চলেন্দ্রকে, আব একটা অত্যাগ আকাঙ্ক্ষায় 'আহার নিদ্রা ত্যাগই কবে থাকে—অথচ অবাধ্য মনের ধুষ্টতায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে চেয়ে থাকে নিজেরই মৃত্যু, তাহলে puro admiration এর গুণী লজ্জা নেব দণ্ড তাকে দেওয়া যায় কি ? (বামটহলেব প্রবেশ) কি দেখতে এসেছিস বে ! যাও বোলা দেও দাদাবাবুকে আভি, তুবন্ত । (প্রস্থান) লজ্জা আবার কি ! যে গুণী পদাঘাতে চূর্ণ করবার অধিকার বাথে সে । পায়ে ধবে, প্রাণ ভরে, দিয়েচে তাকে সে অধিকার, জগতের সর্বোচ্চ ধর্ম-ধিকরণ—মাতৃষের সহজ, মুক্ত, যুক্তি, ন্যায় ও বিচার বুদ্ধি । যাব যা পাওনা, দিন কাল যা পড়েচে—তা দিতে হবেই তাকে । সমাজ দেবেনা ? সাধু সাবধান । (নিশ্চলেন্দ্র প্রবেশ)

বল অতঃপর তোমার opinion টা কি দাঁড়াল ? Speak to the point নিজের মতটা ।

নিশ্চলেন্দ্র । তাই ত ভাবছিলাম—স্পষ্ট একটা স্পষ্টকার ভাব দেখতে পাচ্ছি বলতে চাই ।

লাবণ্য। স্পর্ধা! Ideal টা তোমার কি ছিল বরাবর? অজ্ঞাত, স্বজাত, কুমারী, বিধবা and so on.

নির্ম্মলেন্দু। সে আদর্শটা ছিল আমাব। ওর পক্ষে স্পর্ধা কিনা?

লাবণ্য। সে মহাবাগী প্রচার করে উদারতার চাক হরদম পিটেচে কে? প্রশ্নটা দিলে কে? সে উদারতা তা'লে কি ভগুমি ভেবে নেওয়া উচিত ছিল? ও যে সেটা জানত, সর্বদা শুনত। তবু হে সুন্দর! মনুষ্য হৃদয়েব অতি সহজ, স্বাভাবিক বৃত্তির অদম্য অভিব্যক্তিকেও এমন কঠোর ভাবে স্পর্ধাহীন কবে তুলেছিল সে, যে চুপে চুপে সরেপড়ছিল মাত্র একখানা Pho'o নিয়ে—তাতেও না হলে স্পর্ধাহীন সে জালা জুড়াত petrol এর আগুনে। স্পর্ধা তোমাব না তার? যে করতে পারে না, অথচ বলতে চায় স্পর্ধা যে তারই।

নির্ম্মলেন্দু। দেখ যেটা বলি সেইটাই সত্য বলে মানি, নিশ্চয়।

লাবণ্য। যেটা তুমি মান না সেটা অন্ততঃ তোমার কাছে নেই। দেখ—অকথ্য পেটের একটা কুড়ুনে মেয়ে মিস শকুন্তলা হয়েছিল Her Majesly ভারত তখন স্বাধীন ছিল। অমন সাত্বিক আবহাওয়া গায়েস্তা রাখতে পারেনি তাকে; তবু সেটা অস্বাভাবিক ব'লে, স্পর্ধা বলে, গণ্য হয় নি—বরং পবিত্রতা স্বয়ং take up করেছিলেন সে causeটা। আর সমাজের সে নোংড়া কাণ্ডই হয়েছিল আখ্যানভাগ জগতের শ্রেষ্ঠতম নাটকের। কারণ ভারত তখন স্বাধীন ছিল, সত্যের অমর্যাদা করবার স্পর্ধা ছিলনা এ প্রাণহীন ভগুমির। শিখাধারী পরাশরের কেলেকারীর output হয়েছিল জগত বরেন্য পণ্ডিত! আজ হাতী হাতী ছেলে মেয়ে পুষব, সর্বত্র অবাধ মিলনের প্রশ্ন দেব, আর ভাবব থুকুমনিরা আড় কোলে ছুঁ খাবে জাতের বাধায় থমকে দাঁড়াবে “ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং” বলে একটা কাল্পনিকের পূজা করে, মনের মাঝুঘটির জন্য আশে পাশে না চেয়ে, চেয়ে থাকবে

জাতিশাস্ত্র পানে হাঁ করে ? ডগ জাতিদ্রোহী কৃপমণ্ডক ! সবই তুচ্ছ, যত সাক্ষা তোমাদের অধীনতার নাগপাশে বাঁধা নড়বড়ে প্রাণহীন এই সমাজের কাটাঁম খানা ! ঐ এদিকে গড়ে উঠছে middle west এ Federation of Islamic states আর পূর্বে চোন্দ আনাই ঐ ইসলাম বাহীর East Asia Federation ! কি 1st class sandwich হয়েই দাঁড়াচ্ছ—একবার ভেবে দেখ !

নির্ম্মলেন্দু। তবে দে বোন একটা পথের নির্দেশ আমাকে আর তাকে ।

লাবণ্য। কি শুনবে তুমি তার কথা ! তার জন্যত সর্ব্বচিন্তাপহারক যত্ন-পথ ভিন্ন অন্য পথ নেই—তুমি হিন্দু ঘরের পুরুষ ! তোমার কিসের ভাবনা বল । (ক্রন্দন)

নির্ম্মলেন্দু। Thou art ideal spirit incarnate of independent India ঘোর অমানিশাচ্ছন্ন হিন্দুত্বনিয়ার অরুণ—কিরণচ্ছটা লাবণ্য ! মন্ত্রশিষ্য আমি তোমার ভগ্নি । সর্ব্বনাশা গতাভ্যুগতিকতার সে দুর্জয় মোহ আজ শেষ । এই মোহই জাতির রক্তগত শনি । চল তবে ওদের চলাচলির একটা ব্যবস্থা করে আসি আগে ।

লাবণ্য। গাচ্চি টাকা নিয়ে আসি । আপাততঃ ছুশো, কি বল ।

নির্ম্মলেন্দু। হে তাই । (লাবণ্যর উপরে গমন)

গীত ।

সম্প্রদায় কি ব্যক্তিগত স্বার্থ যত হবে বিলীন
জীবন মন, যৌবন, ধন, সকলই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রাধীন ।
ভারত মোদের রাষ্ট্র—গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ কীতিময় ;
সাম্য, শান্তি, শক্তি, মৈত্রী—ভিত্তি তাহার চতুষ্টয় ।

(উপর থেকে লাবণ্য স্কটকেশ হাতে)

চল ।

(উভয়ের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

(কমলাদেব খোলাব বাড়ী । ঐ গলি পথে রাত ১০টা ঘ গোপনে দাঁড়িয়ে ব্যাগ হাতে নির্মলেন্দু ও লাবণ্য । কমলাব গান শুনচে)

কমলাব গান ।

পবাণ জুড়াতে চায়, বলে “দেখ দেখে দেখে তায়”

তবে নয়ন জড়িয়ে কেন আসে গো ?

যদি দেখা চোখে চোখে চলা পণেব আঁকে বাঁকে,

সেই সে পবাণ কেন কাঁপে গো ?

আকাশেব চাঁদ ধরা, সে ধরা যে মিছে ধরা ;

তাই লোকে তোল হাত সে চাঁদেব পানে গো ।

এ’ন নয় মিছে কথা কি জীবন্ত ব্যাকুলতা,

তাই ক্ষণে ক্ষণে মবি কাঁচি--কাঁচনেই কি ফল গো ?

মরণে নিবিড় কালো, সেথা নেই এ চাঁদেব আলো

ফেলে যেতে নতদেব, চরণ চলেনা গো ।

(হঠাৎ লাবণ্য সামনে হাজির)

লাবণ্য । চরণ চলেনা গো । ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব । পাকামি কববি যদি ।

কমলা । (চমকিত) ও মা । একা নাকি ?

লাবণ্য । জ্বাথ ন। বাইবে কে দাঁড়িয়ে ? সব শুনলাম আগা গোড়া !

বাই তোর বাবা মাঝ কাছে কথা কইগে । দাদা তোকে কি বলবে শোন !

এস দাদা !

(নির্মলেন্দুর প্রবেশ লাবণ্যের প্রস্থান)

নির্মলেন্দু ! কমল, তোমার যত ছেলেমাছুষী কাণ্ড । ওরকম হয় ।

এ বয়সটাই উজ্জ্বলের বয়স ! কিন্তু ওটা প্রায়ই ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে আসে ।

কিন্তু এটা পথে বুঝে । থাক । আপাততঃ আমরা তোমাদের সংসারের,

তোমার বাপমার চিকিৎসার আর তোমার শিক্ষার ভার নিচ্ছি। তবে মনে রেখো এই যে আকর্ষণ এটা তোমাকেই কেন্দ্র করে। চলি। লাবণ্য ! লাবণ্য। এই যে এই ঘরে।

(নির্মলেন্দুর প্রস্থান, কমলার শয্যা গ্রহণ)

নির্মলেন্দু। কাকাবাবু!

কমলার পিতা। এসেছেন? আমাদের ভাগ্য বিধাতা এসেছেন? আমি অন্ধ। চোখ ছিল যখন, চোখ ফাটিয়ে প্রাণভরে দেখে নিইচি—শিব, দুর্গা, কালী, রাধাকৃষ্ণ। চেহারা গুলো ছবছ মনে আছে। দেবতা না দেখে যদি তোমাদের দেখে বাখতাম! হা রে মিথ্যা দেবতা, মাথা খুঁড়ে মলেও তোরা সাড়া দিসনে! থাকলে ত দিবি!

নির্মলেন্দু। কেন কাকা বাবু? দেবতাই ত বহুবংশী মানুষকে পাঠান।

পিতা। আমি থোকা নই। ও ছোঁদো কথা আমার শুনিও না আর। ঢের শুনেচি—অন্ধ হয়ে ভেবে ভেবে চুল পাকিইচি। মানুষ নিজেই আসে। বাবা! যার একটা একটা ক'রে ৭টা ছেলে যমের দুয়ারে যায়—বুক ভেঙ্গে ফেলে মৃগুব মেরে, ছিঁড়ে ফেলে চুল ছুড়ো ছুড়ো করে, তখন আর কোন উপকারের জন্তু ঠাকুর আমার কোন মানুষকে পাঠান? যদি জিভটাও খসে পড়ে তবু বলব দেবতা ত নেইই নেই, সেই ঘুঘু—সেই দয়াময় সৃষ্টি কর্তাটাও বাড়ে। তাঁর জন্ম যত মাথা পাগলার আত্মপ্রবঞ্চনা আর ফন্দিবাজের পর প্রবঞ্চনার মধ্যে। একদিন এসো বুঝিয়ে দেবো।

নির্মলেন্দু। কর্মফল ত মানবেন?

পিতা। না, এই বুক ঠুকে বলছি মানব না। মানুষের প্রথম বিচ্যুতির সময় কি তিনি ম'রে ছিলেন? স্বাধীনতা Liberty of thought and action; দিইছিলেন কেন—সব জাঙ্ক হ'য়ে? লীলা?

মজা দেখবার জন্তে? কাছে সরে আয় মানুষ আমার—একবার গায়ে
হাত বুলিয়ে নিই। (নির্ম্মলেন্দুর কাছে যাওয়া)

নির্ম্মলেন্দু। এই যে কাকাবাবু।

পিতা। (হাত বুলাতে বুলাতে) আঃ! আঃ কি তৃপ্তিরে! Man
has created God after himself and not the reverse
proposition.

লাবণ্য। অতি প্রাচীন আৰ্য্য ভারত ভিন্ন সক্রটিশের বহু আগে
থেকে এ পর্য্যন্ত স্বাধীন চিন্তা is banned in the world!

পিতা। বা রে মেয়ে! বাবারে! কাড়ি কাড়ি টাকা ঢালবে যে
এ ঋণ শোধ হবে কি করে?

লাবণ্য। যে দিন একটা অভুক্ত কান্দালকে নিজের বাড়ি ভাত
এগিয়ে দিলে উপবাসের আনন্দ ভোগ করবেন সেই আনন্দের অমৃত
স্রোতে ভেসে যাবে তখনই হাজার হাজার টাকার ঋণ আপনার কাকাবাবু!

পিতা। তাই নাকি? আহা! এই যে মানুষে কথা কচ্ছে!
জয় হোক রে মানুষ—জয় হোক তোর! (ক্রন্দন)

লা। কিন্তু বাবা। এ হাতীকে আর পড়ান কেন? ১৭য়
পড়েছে বাবা!

পিতা। বড়লোকের মেয়ে ২০, মধ্যবিত্তের ১৬ আর কান্দালের
১২র সমান যে বাবা!

লাবণ্য। সে তার আগাদের। শোন কমলি! কমলি!
(কমলার আগমন)

কল্যাণ চাসু ত স্বাস্থ্য ঠিক রাখবি। চল দাদা!

উভয়ে। চলি তবে। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গঙ্গেশের বাটী ।

(নির্মলেন্দু ও লাবণ্য)

লাবণ্য । What a big void ! উঃ ! উদাসীন থাকার মত স্থখ আর কোনও বস্তু বা ব্যক্তিকে আপন করতে যাওয়ার মত দুঃখ আর কিছুতে নেই ।

নির্মলেন্দু । রাতে আমার অস্থখের সময় যখনই জেগিছি, দেখিছি ঠিক জেগে ব'সে আছে । আবার face is the index of the mind—কখনও আমার সে মুখপানে চাইত না—অথচ প্রাণের সবটাই যেন shooting করে ছবি তুলে নিত । দিন বাত shooting চলছেই । কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! সেই প্রাণান্তকব উন্মাদনাব মধ্যে কি একটা বিরাট দার্শনিক নিলিপ্ততার pose throughout maintain করে গেছে ।

লাবণ্য । মুখ পানে চাইত না ! মরি মরি ! তার চোখ দুটো এমন sharp shooter হ'য়ে উঠেছিল যে অচোখোচাখির অতি সূক্ষ্ম মুহূর্তগুলোর একটাও ফসকাই না । সর্বদা তোমাব আপাদ মস্তক গিলে খেত ; আর নিত্যন্ত অদর্শনের সময়, চোখ বুঁজে সেইটেই জাগর কাটত । মনেব কথা কি 'করে বুঝত ! রাজনৈতিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক সর্বক্ষেত্রের সকল সমস্যার সমাধান কবতে পারে ঐ আন্তরিক ভালবাসা যাতে ভেদজ্ঞান ধুয়ে মুছে যায়—তোমাব খিদেয় আমার নাড়ী জলে ওঠে—বুঝলে ? (ভূত্যের প্রবেশ)

নির্মলেন্দু । Exactly.

(লাগবিহারীর প্রবেশ)

ভূত্য । দাদাবাবু একজন সায়েব তোমায় খুজচে ।

নির্মলেন্দু। Hallo ! come in, come in please.

লালবিহারী। Yes, জয়হিন্দ ! very glad to find you so well.

নির্মলেন্দু। What's the matter ?

লালবিহারী। কিছুদিনের জন্ত বাড়ী যাচ্ছি—in the district of Nadia—তার মধ্যে 1st item ছিল তোমায় দেখা। তার পর—তোমার—

নির্মলেন্দু। বুঝি, কি দুর্ভাগ্য তোমার—কাল এলে বৌভাতের খাওয়াটা ফসকাত না।

লালবিহারী। Really ? Accident এর পর "Gotting better" একটা wire পেলাম। তার পর সব চূপচাপ—অনেক ভেবে শেষটা এই দেখ Banorjee—(সোনার Necklace বাহির করা)

(লাবণ্য অবাক)

নির্মলেন্দু। (লাফিয়ে উঠে সেটা নিজের গলায় পরিয়ে আবার মণ্ডলের গলায় পরিয়ে দেওয়া) বন্ finished ! (লাবণ্যর চাপা হাসি)

লালবিহারী। একজন মহিলাব সামনে কি করচ ?

নির্মলেন্দু। তাই ত বেজায় মহিলা। ওটা লাবণ্য, ছোট বোন আমার।

লাবণ্য। জয়হিন্দ ! যান দিকি এবায় bath room—পোষাক ছেড়ে স্নান করে সুস্থ হয়ে বসুন। দেখি—(Necklace দেখা) 475/-

লালবিহারী। জানেন না বোধ হয় আমরা কি চিজ্ ? টাডাল ! অবশ্য Bath room মেথরে ধোয় তাই বলে চণ্ডাল সেটা ব্যবহার করতে পারে না। আমার ত একটা senso আছে। Military Camp সে আলাদা কথা।

নির্মলেন্দু । কি জানি বাবা ! We shall better arrange with Peleti. ২৪ দিন ছাড়চিনে তাই বলে—

লালবিহারী । সামান্য লেখাপড়া করে সরকারী চাকরিতে আছি তাই সায়েব সেজে কুলীন বামুণের বাড়ী ঘরের ভিতর চেয়ারে বসিচি আজ— কিন্তু আমাদেরই একজন লাক্স ঠ্যালা চাষা জাতভাই হত যদি ? তবু কলকাতা ত লক্ষী ছেলে, পল্লীগামের সে মূর্তি যদি দেখতেন !

লাবণ্য । তাই দেখতে চাই—নিজের চোখে একবার । গ্রামে গিয়ে একটা Meetingএব ব্যবস্থা করবেন ত । যাব ।

লালবিহারী । Meeting ? public meeting ?

নির্মলেন্দু । জান না তুমি মণ্ডল লাবণ্য M. A. Philosophy 1st Class 1st. Ph. D এই লাবণ্য ।

লালবিহারী । Is it ? Heartily congratulate you miss Banerjee.

নির্মলেন্দু । শোন মণ্ডল ! বন্ধু তুমি আমার—এই লাবণ্য-সম্বন্ধে জাঁক কবে বলবার মত অনেককিছু থাকতেও চেপে যেতাম deliberately বড্ড খেলো হয়ে বাবার ভয়ে একটা নিদারুণ সত্য—বোনটি আমার বাল-বিধবা ।

লালবিহারী । (একবার লাবণ্যর পানে চেয়ে) What ! তোমাদের ভাত খেলে মণ্ডলেরও জাত যায়—উঃ ! শোন, আমি যাই Banerjee good bye.

লাবণ্য । (ছুটে এসে) আমি যেতে দেব না—থাকতে হবে । Peleti ও চলবেনা । আমি manage করব । স্বস্থ হয়ে আসুন—সমাজ দেবতার একটা স্তোত্র গাই ।

লালবিহারী । স্বস্থ যখন হবার হবে । গানই শুনি ।

লাবণ্যর গীত

প্রিয়তম হে ! মিনতি মম তবস্থানে :—

ওহে অন্ধ, বধির, চির ভ্রান্ত ! করগো চরণ তব শাস্ত—

মুক্ত, উদাব, ধীর ধ্যানে ।

যুগ যুগ ধরি অবিরাম গতি, চলেছ প্রমত্ত উদ্ধত মতি,

দলেছ হ্রায় ও শাস্ত্রত ধর্ম, মজেছ তুচ্ছ স্বার্থেব কর্ম,

হুই, অকুণ্ঠিত প্রাণে ।

তব কোটি অনাদৃত স্বজন নিল সাম্যের সত্যেব শরণ,—

আত্মঘাতী ! তব বহু আহ্বানে এসেচে মৃত্যু, তা জগত জানে,

আব ফিরাবে বল কোন ভানে ?

এখনও বন্দ অভিনব বালতপনে, ত্রিশ কোটি একীভূত তব ভবনে,

সাম্যে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদে দীক্ষা লয়ে চল, আত্মপ্রসাদে,

জগত ভয়-অভিযানে ।

লালবিহাবী । ওঃ ! The whole history in a nutshell with a piteous appeal for circumspection—কিন্তু কাকুতি মিনতিব কাজ এ নয়—চাই এখানে রাশিয়ার মত বিপ্লব ।

লাবণ্য । বলতে পারেন—অপনার সৈনিক পুরুষ । কিন্তু যুদ্ধেও strategyর দরকার যে । সে দেশে ছিল পরিষ্কার দুটি দল—অত্যাচারী আব অত্যাচারিত—both fully awakened. এ দেশে পরিস্থিতি অদ্ভুত ! অত্যাচারিতেরই শতকরা ৮০ জন, যাদের স্বাধীন চিন্তার বিরুদ্ধে হাজার বছর ধরে একটা আধ্যাত্মিক antidoteএর injection চলে এসেচে—তারা সে অসাড় অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি—শুতরাং তারাই জাতির এ মুক্তি-সংগ্রামে পক্ষ নেবে অত্যাচারী blockএর যাদের মাত্র শত করা পাঁচজন বোধ হয় উদারদর্শী এবং প্রকৃত দেশভক্ত । এ অবস্থায় এই

পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে ঐ বাকীর দৌরে দৌরে কাকুকি মিনতি ভিন্ন আর উপায় কি ?

লালবিহারী। Rally, wheels within wheels (গাড়ী করে
গঙ্গেশ ও দীনতারিণীর প্রবেশ—ফালীঘাটের প্রচুর প্রসাদ সহ)

Banjeras ! Banjeras ! বাবা মা ত ?

নির্মলেন্দু। yes বাবা, মা ! এই সেই মণ্ডল. আমায় কাম্বীর
সহকর্মী। আর মণ্ডল। my father and mother (দূর থেকে uni-
form পরা মণ্ডল নতজাহ্ন হয়ে ভূমিস্পর্শ করে প্রণাম করার পর।

লালবিহারী। শ্রীচরণ স্পর্শ করবার সৌভাগ্য নিয়ে জন্মাইনি ত—
আমরা জাতে চাঁড়াল। ঘুরিয়ে বলি নমঃশূত্র—সেটা খুড়িয়ে বড়
হওয়া—আর বড় জাত যখন সোয়াগ করে নমঃশূত্র বলেন সেটা চাঁড়াল
বেটাদেব হাতে রাখা মাত্র। মোটের ওপর ভারি ছোটজাত আমরা মা।

(প্রসাদ হস্তে গঙ্গেশ ও দীনতারিণী ইতিমধ্যে
একবার চম্কে উঠেছিলেন)

লাবণ্য। দেখো—একেবারে আংকে উঠলে যে চাঁড়াল শুনে ! উনি
আবার সেটা লক্ষ্য করেও ফেলেন—মাগো কোথায় যাই !

দীনতারিণী ! তুই ভয়ানক মুখফোড়—আংকে আবার উটলাম কখন ?

লাবণ্য। ঠিক আমরা সবাই সেটা দেখে ফেললাম যখন।

গঙ্গেশ। বাঃ ! একেবারে কন্দর্প !

লাবণ্য। কোথায় তুমি শ্রীমান কন্দর্পকে দেখলে যে একেবারে লুব্ধ
মিলে গেছে বুঝলে ? এ শুভো সাহিত্যের আবর্জনা—এগুলো পেটে পড়ে
microbe হয়ে মনের কাঠামোটাতে এমন একটা বিষাক্ত ideology নিয়ে
আসে যে এ যুগে সবাই তাকে একটা main বলে চলে রাখে।

দীনতারিণী। ও তুই ঘাই বল—এমন ছেলে আমাদের বাবুশের ঘরে ক'টাবে? এ যেন গোবন্ধে পদ্মফুল।

লালবিহারী। (খুব হাঁসিয়া) ঠিক ত মা।

লাবণ্য। নাও আরও ঘোবাল করে তুলে!

দীনতারিণী। ঘোরাল এখনও করিনি, এইবার করব। দেখ বাবা!—
এ ত এখন। ঘরের ছেলে আমাদের। জানত ওর সব ভাগ্যের কথা—যাজে
জীবনে একটু শাস্তি পায়, তাই গুরুদেব এলেন ওকে দীক্ষা দিতে। ইমরাজী
মিহিরজী ব'লে এমন নাজেহাল করল তাঁকে, যে, সে ব্রাহ্মণ একেবারে
আগুন। মুখে আনতে নেই—কানে আঙ্গুল দিতে হয়—পৈতে ছিঁড়ে শাপ
দিয়ে গেলেন। মাগো ১০১ নগদ আর বেনারসী একখান দিয়ে শেষটা
কাস্ত করি।

গঞ্জন। তার পর বলা—সেটা ওর জিভটা একটু খাটো করতে
বললাম—সত্যি কথা হলে আর ওর মুখে বাধবে না—এতটা কি ভাল?
তাতে একটা পয়সাও নিলেন না। মন্ত্রপূত পাদোদক দিলেন খাবার জলে
মিশিয়ে দিতে এক ফোঁটা কবে তাও ত হয়ে গেল ক'দিন!—ছাইও হয় নি।

নির্মলেন্দু। সে কি। হেঁ মা।

লাবণ্য। ঠিকই হয়েছে—হোমিওপ্যাথিকএর মত কাজ করেছে—ঠিক
সারবে কি না তাই প্রথম চোটে Aggravation হয়েছে—এই তাকে
একদিন সিভিল সার্জনের সঙ্গে মূল্যাকাত করে আসব।

দীনতারিণী। ঐ দেখ। ওরই কল্যাণে মার খাস ভাঙারে এই দিয়ে
আসচি ১০১ ও বড় পুরুত ৫১।

লাবণ্য। সে ১০১ তাহলে এতক্ষণ Bank of Rupee এ fixed
deposit হয়ে গেছে। আজ শিখামে খুব আনন্দ! মনটেক বুন্দো সিদ্ধি
এতক্ষণে ঘোঁটা হয়েগেল।

দীনতারিণী ! যাক ! খেতে কি দিলি ছেলেকে ! শুধুই বগর বগর !
লাবণ্য । কি দেব ? কন্দর্প ঠাকুরের এখনও স্নান অঙ্গুরাগ কিছুই
হোলো না—ওদিকে ভোগে হয়ত মাছি বসছে । যান না (মণ্ডলকে)
আহ্নিক টাহ্নিক সেরে আসুন !

গঙ্গেশ । কমলার অভাব এখন খুব বুঝি—ঐ মেডোটাকে বল
set টা বার কোরে চেয়ার টেবিল দিয়ে দিক ,ছেলে খেতে বসুক—
(দীনতারিণীকে) তুমি প্রাণ ভরে প্রসাদ দেবে ।

(লালবিহারীর bath room এ গমন)

চৈচামেচি করিসনে—খোকাব বন্ধু, আজই যাবে নাকি ?

লাবণ্য । ধব ৭ দিন অন্ততঃ, তবে থাকেন হোটেলে । তুমি
আমাকে তার পা ধোয়া জল খাইয়েচ ?

নিম্মলেন্দু । গোটাকতক penicillin নিয়ে নিসু । বসু ।

(লালবিহারীর নির্গমন পাজাবী গায়ে)

লাবণ্য । চলুন—(অগ্র য়ে গমন)—(টেবিলে প্রসাদ ও চা)

লালবিহারী । Banerjo°, আমি কিন্তু তোমাদের এ প্রসাদ মাথাধ
ছোঁয়াব মাত্র । তাই সব তুলে নিয়ে এক কুঁচি রাখ—চাঁড়ালকে ছুঁইয়ে
এতটা জিনিষ নষ্ট করবে কেন ? চা টুকু অবশ্য খাব । আমার সঙ্গে
Cup ও আছে । চলে দিতে হবে ।

দীনতারিণী । কেন বাবা ? প্রসাদে ত অভক্তি করতে নেই ।

লালবিহারী । তা নয় মা—অভক্তি মোটেই নয়—ভয় । দেশে
একবার আমাবই কল্যাণে অনেক কাণ্ড আর ধুমধাম করে রক্ষাকালীর
পূজা করা হইছিল শেষটা সেই প্রসাদ খেয়ে আমার একটা ভাই
কলেবায় মারাও গেল—আমি কোনও ক্রমে রক্ষা পেলাম । সেই থেকে

নির্ম্মলেন্দু। এবার খেলে আর রক্ষা পেতে হবে না—কালীঘাট Ward এ খুব লেগেচে আজকাল।

দীনতারিণী। বকিসনে—কোথাকার কোন পাড়াগেয়ে রক্ষেকালীতে আর এ ৫২ পীঠের এক পীঠ এ কালীতে অনেক তফাৎ। আবার হয়ত পূজোর কোন খুঁতই হয়েছিল! মনে মনে কেউ জাঁক করেছিল! মস্তুর ভুল হয়েছিল!

নির্ম্মলেন্দু। যাক্ তুমি খেওনা ভাই—আমি খাব—আজই মা টাকাটা পেয়েচেন সত্তা সত্তা!

লাবণ্য। খাব আমিও—শত্রু ভাবে উদ্ধারটা চট্ করে হবে। একে-বারে direct কৈলাশে যাচ্চি এবার।

গঙ্গেশ। নানা ও কারও খেয়ে কাজ নেই—কমলাদের বাড়ী গাদা খানেক পাঠিয়ে দাও—আর তোমার রামটহলকে ডাক—

(মাইজী বলে সঙ্গে সঙ্গে রামটহলের প্রবেশ)

দীনতারিণী। খাবি নাকি রে রামটহল? প্রসাদ!

(অনেক প্রসাদ সামনে বেখে দেওয়া) কলেরা হচ্ছে বল—বুঝে থা।

রামটহলের গীত

মোং সে ডরনেসে মোং না ছোড়ে ;

ঠিক দিন পর হাজির হবেগা।

কালীমাইকে নাম লেবে যো

হেঁকুর্থেমে উস্কা ডোবে গা।

(আনন্দে প্রসাদ নিয়ে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

কমলাদের খেলার বাড়ী ।

(বেলা প্রায় ২টা—বালিশ সতরঞ্চ ঘাড়ে ও কাঁটা হাতে

৩৫ জন উড়িয়া কুলীর প্রবেশ ।

প্রথম । (কমলাকে দেখিয়া) এ দিদিমনি ! কোঁ ঘবে বর বরযাত্রী
বসিবে ? খরকিব আর টকিয়া রাখিব—সতরঞ্জি পারিবি ।

কমলা । কি বলচিস্ তোরা ?

২য় । আজ তোমার বাঘর । বহুতু লোক আসিবে, বর আসিব ।

কমলা । আ মর, আমার বিয়ে কিরে ভূত ? কার বাড়ী যেতে কার
বাড়ী এসে মরিচিস রে ?

৩য় । দিদিমনি ঠট্টা করছন্তি—লাজ পাউছন্তি । (খোঁড়াতে খোঁড়াতে
কমলার মাতার প্রবেশ)

মাতা । এই মরেচে ! এখানে কার বিয়ে লেগেচে রে মুখপোড়া ? ঐ
বাড়ী । আয় চলে আয় । (কমলাব মাতার সঙ্গে উড়িয়া কুলীদের প্রস্থান)

কমলা । এর মানে ? (মাতার আগমন) খেতে দৈবে কি না ?

মাতা । বলিচি ত রাত হলে পূজা পাঠিয়ে তবে খেতে দেব ।
এখন ষত পারিস খা না ছানা আর চিনি ।

কমলা । ওরা যে বলছিল—দিদিমনি তোমার বিয়ে ।

মাতা । তাই হোক । ওদের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক । যা পারিস
নিয়ে খেগে যা ।

(কমলা ঘরের সন্মুখে একটা মোড়ায় বসেছিল—হটাৎ প্রবীণা
বলিষ্ঠা সরকার গিন্নী কয়েকটা সধবা স্ত্রীলোক ও তাঁর
নাতিনীর সঙ্গে প্রবেশ, সকলের পিছনে কমলার মাতা ।)

সরকার গিন্নি । এই যে আসামী হাজির ।

কমলা। (উঠে দাঁড়িয়ে) হুঁটাং দলবেঁধে এমন অসময়ে যে মাসীমা ?
সরকার গিন্নি। (আচলের আড়ালে হালুদের বাটি) একেবারে
আকাশ থেকে পড়লি যে লো। আজ যে খুঁহুমণির বে। আমরা পাঁচ
এয়োয় গায়ে হালুদ দিতে এইচি। বুঝলে ? নে তোরা শাঁখ বাজা, উলুদে।
(শাঁখ ও হালুধনি)

কমলা। তাই নাকি ? বে ত করব না। জীবন থাকতে নয়।
কে এ বেব জোগাড় করেছে ? কি মা ? আমি যে হাজার বার বলিচি—
করব না আমি বে।

মাতা। বলে থাকিস বলিচিস্। তাতে হয়েছে কি ? রাজার মত বর
ধর—তোরা ভাগ্যি ভাল বুঝলি ? তোরা এত গুলো লোক—পারবিনে ?
ধরনা ওরে চেপে।

কমলা। কোন লাভ হবে না বলচি। যদি অজ্ঞান করেও বে দাও—
ফাঁক পেলেই জীবন শেষ কবে ফেলব।

সরকার গিন্নি। ধব ত চেপে—পারি কি না একবার দেখি—বাজা
শাঁখ দে উলু।

(ধস্তাধস্তির ফলে সরকার গিন্নি মেছের ওপর
পড়ে গেলেন—হাটুতে লাগল খোঁড়াতে লাগলেন)

(কমলাব দিকে মুখ বিকৃত করে)

“বোষ্টম টোম টোম টোম টোম

ঝুলার মধ্যে মাংস রেখে পাঁটা খাবার ষম।”

(কাঁদতে কাঁদতে কমলা একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে উপুষ্ক
হয়ে শুয়ে দরজা বন্ধ করে দিল—ধস্তাধস্তিতে তার
চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গিইছিল)

এ মেয়ের আবার চং করে বে দিতে যাওয়া কেন? সে কাজ হয়ে গেছে। যাও এয়ার! তোমরা বাড়ী যাও। ঝক্‌ঝক্‌ কাণ্ড। (এয়োদের প্রস্থান) উঃ! একটু বসি। (বসে হাঁটু দেখা—কমলার মা Iodine নিয়ে এলেন)

(সরকার গিম্মির নাতনী কমলার ঘরের জানালা ফাঁক করে)
নাতনী। ও কমলী মাসি!

“যাও যাও ফিরে যাও তোমার মন বাঁধা যেখানে
পরের প্রাণ তুমি কেন এলে এখানে?”

ও মাসি আর শুনবে? যমুনা পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী
কাঁদে রাধা বিনোদিনী কাঁদে রে শ্রামসোহাগিনী।”

সরকার গিম্মি। বুড়ো দাতুর আর কাজ নেই—ঐ সব নাতনীকে
শিখান হচ্ছে। চল সহি বাড়ী চল। পৈপুল বেশ ডেসে উঠেচে তোমার।
চল্লাম—শোন পালিত গিম্মি! আজ রাত তোমাদের ভালয় ভালয় কাটলে
বাঁচি। খুব শাবধান। দরকার হলে ডেকো। গায়ে হলুদ গুই হয়েছে।
(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(কমলার অন্ধ পিতা একটা তক্তপোষের ওপর বসে আছেন)

(কমলার মাতার প্রবেশ)

মাতা। শুনেচ, তোমার মেয়ে বে করবে না—জোর করে বে দিলে
ফাঁক পেলেই জীবন শেষ করবে। গায়ে হলুদের বাটা ছুঁড়ে ফেলে
দিয়েচে। সরকার গিম্মি হিমসিম খেয়ে গেলেন, শেষটা এমন একটা
আপসান দিল তাঁকে উঃ! হাঁটুটায় যা লেগেচে।

পিতা। আহা! পরের উপকার করতে এসে এই শাস্তি! সে বেটি করচে কি?

মাতা। কোনের ঘবে সঁাতার ওণর অন্ধকারে মুখ গুজে পড়ে—পন্নৈ একটা চিকুটি—আর চুলগুলো ছত্রাকার হয়ে রয়েছে যেন মন ছুঁচার কাঁচা কয়লার গুডো দিয়ে তার মাথা ঘাড় পীঠ ঢেকে রেখে গেছে। এখন উপায়!

পিতা। (ক্রোধে উচ্চৈঃস্ববে) উপায় বলব আমি! মা নও তুমি তার? নালিশ করতে এসেচে অন্ধ বাপের কাছে মা। যাও বুকে করে নিয়ে এসো। চুল বেঁধে দাও শীঘ্র। তাব পর লাবণ্যমাব সেই বেনারসীটা—

মাতা। বল্লে কি তুমি ভীমরতি, বাবা হয়ে ওর। ঐ সৰ্কনেশে আলম্ভীর শাড়ীর নাম করলে তুমি?

পিতা। বেশ কবিচি লক্ষ্মী ফক্কী নেই। তোদের ঐ অলম্ভীই আমার লক্ষ্মী! তবু যদি অকল্যাণের ভয় থাকে, বেশ আমিই আবার আশীর্বাদ করচি—ও মেয়ে আমার রাজবাণী হবে—সাবত্রী কন্তা! আমার ও, আমি পিতা ওর অন্ধ রাজা বিশ্বপতি!

মাতা। বটে, এই যে ইনি এসেচেন—বাবা বাঁচলাম।

পিতা। ইনি কেবে মাগি! ইনি? আমি যে অন্ধ!

কাজল। আমি বাবা!

পিতা। ওঃ কাজললতা! গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিলি নাকি হেঁ মা? কোথায় ঢিলি এতক্ষণ?

কাজল। সে যেখানেই থাকি—গুহুন আজ কাজের বাড়ীতে কাজল কাজল করে চোঁচাবেন না। কালো হতে পারি আমি কিন্তু আমার চেয়ে তিনপোঁচ সরেশ, আমারই বান্ধবী, তার নাম—চাঁপা।

পিতা। আচ্ছা, আচ্ছা মা, গোরী! কালো কি ধলো আমার ত

কিছুই জানা নেই—শোন মা তোমার ছাত্রী বে করবে না বলে বৈকে বসেচে! কাজল! চাঁপা!

কাজল। ও মা কি হবে! তারা যে এল বলে! ৫টা হাজার টাকাব গয়না তৈরী। এক গাদা খাবার দাবার চৌষটি রকমের, তারা আনচে সঙ্গে সব হয়ত রাস্তায়! এমন ঘর বর অপছন্দ! এখন—এই শিরে সংক্রান্তি করে?

পিতা। বেশ বর আশুক। এ আর মাগীর পাল নয়। মরদ! দরজা ভেঙ্গে ওকে বার কদে Chloroform করে দে ৭ পাক খাইয়ে। শোন—ও কাজল, চাঁপা—যাও ওঁদের বাড়ী—বলগে দাঁড়িয়ে থেকে বে দিয়ে যান। এ নেমক হারাম গলায় বস্ত্র দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবে। যা মা কাজল একবাব!

কাজল। যাই তবে—কি বিভ্রাট রে বাবা! আপনি গৌরী কথাটি মনে করে রাখবেন। (প্রস্থান)

পিতা। কমল, কমল, মা আমার!

(কমলার দ্রুত আগমন ও বাপের গায়ে হাত)

কমলা! এই যে আমি বাবা। আমি আইবুড়ো থেকে মাষ্টারি কবে সংসার চালাব, তুমি ভেবনা বাবা। সকল গাছে ফল হয় না, সকল মেঘে জল হয় না। তাতে কি, মুখ তোমার হাসবেনা—তোমার রক্তে জন্ম নে আমার! তাদের লুকিয়ে বা তাদের বলেও এ নেমক হারামি কোবোনা বাবা, অজ্ঞান করে বে দিলে জ্ঞান হতেই এ জীবন শেষ করে ফেলব নিশ্চই!

মাতা। নচ্ছার বেটি।

পিতা। চোপ। তালে একবার নির্জন্তে চড়িয়ে দেখি। (ঐ ভাবে বাম হাত উচু করে ধরা) একদিকে চাকরি করবে—তারপর অভিভাবক আমরা মলে—উত্তাল তরঙ্গময় নরপশু সমুদ্র মধ্যে জীর্ণ তরী। বাপ! নিজের ওদিকে কি চমৎকার! সম্পদ বাড়ী গাড়ী মর্যাদা আধা বয়সী বর উদার

উচ্চশিক্ষিত। এই ধারটা ঝুলে পড়ল। তবু এই দৃঢ়তা! দাড়াও টাল খাচ্ছে
ঝুঁকছে ঝুঁকছে পরম বুদ্ধিমতী মেয়ের এ দৃঢ়তা—গুঢ় কারণ বিজ্ঞান।
যা: “না” র দিকেই জগদল!

কমলা। ঠিক তাই বাবা! (কমলার সেই ঘরে আবার গমন ও
সেই মত শয়ন)

মাতা। ওরে কে আছিল তোরা এই ভীমরতিকে অজ্ঞান করে ফেলে
রাগায় রেখে আয়।

(কাজলের প্রবেশ)

কাজল। আমি গৌরী এসেছি বাবা!

পিতা। গৌরী! কে বলদিকি? কে গৌরী রে?

কাজল! পড়াতাম কমলাকে আমি।

পিতা। ও! ওঁরা কি বল্লেন মা কাজল? কাজল! (কাজল ক্রোধে
চুপ করে আছে) চলে গেলে নাকি? ও কাজল! কাজল লতা, মা গেলি
কোথায়? কি বল্লেন ওঁরা বল।

কাজল। দস্তুর মত বিপদে পড়বেন আপনি বলে রাখছি আমার নাম
খ্যাস্তা করে গাঁক্ গাঁক্ করে চোঁচালে। ওরা ভাই বোনে এখনই আসচেন
টাকা কড়ি নিয়ে—বলে দিলেন।

পিতা। টাকা সে কি? না না টাকা আর না।

কাজল। চুপ্ চুপ্ বর বরষাত্র এসে পড়ল যে? বসবার জায়গা?
দে উলু বাজা শাঁখ! লোকই নেই।

মাতা। ঐ দিকের দুটো ঘরে বসবার জায়গা। (বর ও বরকর্ত্তা
ও বরষাত্রের প্রবেশ)

বর। (শাঁখ হাতে কাজলকে উলু দিতে দেখে) কি রকম dual
capacity দেখছি। কখন শঙ্খ কখন উলুধ্বনি।

পিতা। কাজল? ও মা কাজল লতা? এলেন নাকি ওঁরা। উল্লুর
ওঁতায় কিছু শুনেতে পাচ্চিনে যে। কাজল লতা!

কাজল। হাঁ এসেচেন—বরকর্তা আব ১৫।১৬ জন বরযাত্র। কিন্তু
কি হুয়েচে আপনার? গোবী গেল কোথা?

পিতা। তা ত জানিনে। ওঃ! ভীমরতিই বটে—গোরী। আর
সে চাঁপা! তালে ওঁরা এলনা! কেন আসবে? নেমকহাবামের মুখ
দেখব কেন? তাহলে ত নিরুপায়। ও মশায়! বরকর্তা মশায়! ও বর
বাবাজি! এদিকে একবার আসবেন?

মাতা। কাজল! দে ওর মুখে ত্রাকড়া গুঁড়ে—চল ধরা ধরি করে
বাইরে ফেলে দিয়ে আদি।

পিতা। আয়না কে গেলবি তোরা! হাটে হাঁড়ি ভাঙচি!

কাজল। না না, বল্লই হবে—বহুদিন থেকেই মাথা খারাপ।

পিতা। মাথা খারাপ আমার! এ জিভ কেটে ফেলব, উপড়ে
ফেলব আর যদি স্নেহের বশেও একটা অসত্য উচ্চারণ করে। (বর বর-
কর্তা ও ২।১ জন যুবকের প্রবেশ)

মাতা। আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ধর মা কাজল।

পিতা। কাজল নয় ও চাঁপা, না না গোরী।

(কাজল রাগে ফুলতে লাগন)

বরকর্তা। কি বলতে চান আপনি? চলুন ত—এখানে হবেনা দেখচি
ঐ দিকে চলুন।

বর। ইনি অন্ধ! ধরত ভাই ওঁর হাতখানা।

পিতা। তাই—তাই যাই। ধরুন হাত আমার।

মাতা। পাগল পাগল বন্দ পাগল ও! সর্বনাশ হল! কেউ নেই
আমার আর। (বসেপড়া)

বর । হোন পাগল ।

(২।৩ জনের সঙ্গে সভায় গমন)

চতুর্থ দৃশ্য

সভা মধ্যস্থলে কমলার অঙ্ক পিতা ।

(বর, বরষাত ও বরকর্তা, পুরোহিত, নাপিত প্রভৃতি)

বরকর্তা । বলুন ঠাণ্ডা হয়ে, কি বলতে চান ।

পিতা । ঠাণ্ডা একবারেই হব । মশায়—বে করবে না আমার মেয়ে
মশায় হলদ গায়ে ছোঁষাতে দেয়নি ! মুখ গুঁজে পড়ে আছে ঐ ঘরে সঁাতার
'ওপ'ব । বে দিলে জোর কবে, সে মরবে বলচে ।

বরকর্তা । একখানি চিঠি । ওস্তাদ লোক ! বে করবে না মেয়ে ?
—যাগী গেয়ে বলেনি কেন গোড়ায় সে কথা—আপনি কেন এ কাজে নেমে
ছিলেন ? সাধু !

পিতা । আমরা চক্রান্ত করে ওকে জানতে দিইনি মশায় ! কাজলের
ক'কা সেজে বরবাবাজী ওকে দেখতে এসেছিলেন মশায় ।

বরকর্তা । কাজলটা কে ?

পিতা । ঐ গোরী না চাঁপা—ওকে পড়াত । ৩০ টাকা মাইনে মাসে ।

বরকর্তা । নিজে পান না খেতে ! ৩০ টাকা দিয়ে মাষ্টার ?

(মাতার প্রবেশ)

মাতা । এই যে ও বাড়ীর গুঁরা এসেচেন । বুঝলে ? (স্বামীর গায়ে
হাত দিয়া)

পিতা । এসেচ তোমরা ! আশ্রিত বংসল ! দয়া হয়েছে—এত বড়
নেমকহারাম আর দেখেচ কোথায় ? যাক্ অসহায়তার চাপে ভেতরের
অন্ধকার-নীরেট হয়ে উঠেছিল—তরল হয়ে আসচে এবার ! গুঁরা ব্রাহ্মণ ।
ব্রহ্ম জানাতি ধঃ সঃ ব্রাহ্মণ ।

বরকস্তা। তার পর বলুন না।

লাবণ্য। আমি বলছি। অমোদের মত আছে—পিতা মাতার মত আছে। এখন পাত্রীর মত—

বরকস্তা। পাত্রী আবার কে? পীঠ মড়া করে বেঁধে ৭টা পাক খাইরে খাঁচার ভিতর পুরি আগে। তার পর দেখে নেব—অনেক বেটিই suicide করে অমন।

দুইতিন জন যুবক বরযাত্র। এই মামা! ভদ্রতার সীমা পেরিয়েছেন আপনি। খসে পড়তে পারেন। বরেষ খাতির পর্যন্ত করব না। পাত্রী ভগ্নি আমাদের। তিনি নিজে এসে বলবেন—সম্মতি আছে কি না। পীঠ মোড়া করে বেঁধে নিয়ে এসে বে দিতে হবে?

বর। অগ্রায় কথা। মত থাকে ভাল, না থাকে নেই—কারণটা বলে—

যুবকগণ। না-শশাক বাবু। *That would be very unfair,* ভগ্নিব অপমান সেটা। *Ask no question and have no lies.*

বর। তবে তাই!

বরকস্তা। তাই! তাই তাই তাই—মামার বাড়ী যাই। মামা দেবে কলাপোড়া কপকপিয়ে খাই। ১৩ বছরে attorney বাড়ী ঢুকে এই ৭৭ বছর চলচে। এতে কি করতে হয় দস্তুর মত জানা আছে। চিরদিনের মুখ চোরা গবেট গুটা। কি রকম তাকাচ্ছে দেখনা! দিদির পেটের মামদো হুত!

বরযাত্রগণ। বেকুন আপনি—বেকুন—নয়ত গায়ে হাত দিতে হবে!

বরকস্তা। *Rightly served very rightly served* পরী দেখে বড় যে মেতিছিলি। যাচ্ছি—খবরের কাগজে— (দ্রুত প্রস্থান)

বর। আচ্ছা নিয়ে আসুন পাত্রীকে কে আনবেন!

লাবণ্য। আমি যাচ্ছি। সে আমাব বড় বাধ্য। (লাবণ্যর প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য ।

(কমলার ঘরের সম্মুখ)

লাবণ্য । এই কমলি ! মরণ আর কি ! ওঠ বলচি । দরজা খোল !
কমলা । তা খুলচি । কিন্তু আজ আর কমলি কারও খাতির
রাখবে না—দিদিরও নয় দিদির দাদারও নয় । (দরজা খোলা)

লাবণ্য । ইস্ দেখিস্ । নে কাপড় ছেড়ে আয় সভায় যেতে হবে ।
সকলের সামনে বলতে হবে এ বিয়েয় তোর সম্মতি আছে কিনা ।

কমলা । আমাকেই বলতে হবে স্বয়ং ? বেশ চল । কাপড় আবার কি
ছাড়ব । আস্ত কাপড় ছেঁড়া ত নয় ।

লাবণ্য । বিব্রী ময়লা যে রে ! তাত—পাত্র যা দেখলাম—অবস্থাপন্ন,
শিক্ষিত উদার ; বুঝে কথা বলবি ।

কমলা । The die is cast my dear ! বুঝবার কিছু নেই ।

লাবণ্য । কমলি ! আয়ত ! (মুখচুসন) ও মা ! তোর গা পুড়ে
যাচ্ছে যে রে ।

কমলা । বুকের ভেতরও কমন করছে—আর বডড শীত লাগচে ।
গা কাঁপচে—পা টলচে । একটু ধরবে ত আমাকে ? জয় হিন্দ ! জয় হিন্দ !
চল । জয় হিন্দ ! আলো ধীরে ধীরে ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

সভা ।

(লাবণ্যর মাহাঘ্যে কমলার আগমন ও নমস্কার)

একজন যুবক । (যুক্তকরে) ভগিনি ! কর্তব্য বোধে বড় কষ্ট দিলাম ।
অপরাধ নেবেন না । এ বিবাহে সম্মতি আছে কিনা—হাঁ কিনা এই
মাত্র বলে চলে যান । কারণ দেখাতে হবেনা । ইনি কি অতুস্থ ?

লাবণ্য । জরে গা পুড়ে যাচ্ছে । বসবি ?

কমলা । না । (করজোড়ে) ধোরো ! দিদি ! এ বিয়ের কথা বাবা । মা আমার কাছে গোপন বেথেছিলেন—জানতে পেলে বারণ করতাম । উঃ ! বড় শীত । অন্ধ পঙ্গু বাবা মা আমার ছেড়ে কোথাও গতে পারিনে ।

বর । যদি সে ব্যবস্থা করা যায় এক সঙ্গে থাকার ?

যুবক । You know the psychology of human mind. শুষ্ক বলন ঠা কি না—কৈফিয়ত চাই না ।

লাবণ্য । চেয়ে দেখ—উনিই পাব (কমলা দেখল না)

কমলা । ঈশ্বর জানেন তবু পারিনে । ওঁ'র মহাহুভবতায় আমি ওকে পিতৃস্থানীয় বলে মনে করি । তাই ওঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করি আমি ।

(কাঁপনি বাড়ল)

বর । (উঠে এসে) তবে কণ্ঠারই মত তুমি আমার । পিতার মতই প্রার্থনা করি ইচ্ছা তোমার পূর্ণ হোক কণ্ঠা—স্থখী হও তুমি । এই আদর্শ দর্শন অল্পপ্রাণিত হোক ভারতের যুবক যুবতী—সঞ্চারিত হোক এই কর্তব্য নিষ্ঠা ভারতীয় জাতির প্রতিরক্ত বিন্দুতে ! নিয়ে যান ! নিয়ে যান ! শুইয়ে দিয়ে আপনি আসবেন ফিরে ।

(লাবণ্য ও জোড় হস্তে প্রণাম করে— কমলার প্রস্থান)

যুবক একজন । Perhaps an episode of unconquerable love ' (লাবণ্যের আগমন)

পিতা । ওবে অন্ধ ! এক নিমিষের জ্ঞানও যদি দেখে নিতে পারতিস সারাদিকটা নোর চোখ ফাটিয়ে ফেলে ! বাবা শুনচি তারা যে রূপ নিয়ে জটলা কবচে আমার চার দিকে—দেখতে পারচ্চিনে ! দেখতে পারচ্চিনে !

লাবণ্য । পাবেন দেখতে সবই কাকাবাবু ! তবে এ দৃশ্য বড় বিরল !

বর । দেখুন—সব পাতা করে বসিয়ে দেওয়া যাক । রাত হচ্ছে ।

পুরোহিত । আমি ত বসবনা ! জলগ্রহণও করব না । তালে আর কেন ? দুর্গা দুর্গতিহারিনী মা ! কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম ! বটে ! ভোর বেলা সেই ম্যাথরটা এসে ডাকাডাকি করছিল ।

লাবণ্য । কত টাকা দক্ষিণে আপনার ?

পুরোহিত । ৮ টাকা ।

লাবণ্য । এই নেন ২৫ টাকা । ম্যাথরের মুখ দেখে ওঠার এই ফল ভুলবেন না জীবনে ।

পুরোহিত । তাই বটে ! (প্রস্থান উত্ত) না খেয়েই যাই । বেশী দেবিত নেই ।

নাপিত । এখন এই পরামণিকের ওপর একটু চক্ষুদান দিলে হত যে । ও ঠাকুরের মা ঠাকুরণ ত বাঁজা । আমার যে একপাল ছেলে !

লাবণ্য । বেশ তুমি নাও এই ৫০ তোমার খরচ বেশী । আর খেয়ে যেও ।

বর । আপনাকে কিন্তু বসতে হবে ।

লাবণ্য । আমি যে ভাই বামুণের ঘরের বিধবা ।

ঐ যুবক । আপনিই কি লাবণ্য প্রভা ?

লাবণ্য । তোমাকেও আমি দেখিছি কলেজে । তুমি একজন কৃতী ছাত্র । ভারতের যুবক ! ভাই আমার ! সকল কাজেই এমনি করে এই স্বাধীন ভারতে স্বাধীন ভাবে গ্নায় ও বিচারের পথে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চল ভাই । দুষ্ট আকর্ষণে অর্থহীন অথচ অকল্যাণকর গতানুগতিকতার মোহ বেন কারোও আড়ষ্ট করে না রাখে । স্বাধীন ভারতের আশার মুকুল ! এক ঈশ্বর, এক জাতি একই দেশ এই Trinityকে সাম্য শাস্তি শক্তি মৈত্রীর যুক্ত সিংহাসনে বসাতো আমরা । আর শশাঙ্কবাবু ! এবিষয়ের বর কুনে শূন্য গাড়ী নিয়ে

ফিরবেনা। যার চোখ আছে সে বুঝবে বর চলেছেন আজ মহামহিমাস্বিতা
জয়শ্রীকে সঙ্গে নিয়ে মুমূর্ষু জাতির মঙ্গলময় অমরত্বের পথে চূর্ণ করে তার
বন্ধুবেশী চিরশত্রু স্বার্থহুঁষ্ট অচলায়তন। জয়হিন্দ।

সকলে। (দাঁড়িয়ে) জয় হিন্দ!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ।

(লালবিহারীর জন্মভূমি নদীয়া জেলার গ্রাম্য-পথে নিম্নলেন্দু ও লাবণ্য দুইখানি cycleএ চলেচেন । পাশে নদী—খেওয়া ঘাট—একটি গঙ্গ—
ওপারেই লালবিহারীর গ্রাম—সভার প্রকাণ্ড সামিয়ানা এ পার হতেই দেখা
যাচ্ছে । কয়েকটা বালক অজভঙ্গি করে গান গাচ্ছে । নিম্নলেন্দু ও লাবণ্য
সেই সময় উপস্থিত হলেন—বেলা প্রায় ৪টে ।

একটা বালক । হেঃ ঠালা ! দেখচিস্ যস্তর খানা (revolver)
কোমরে যা ঝোলচে সাইবির ! ওর একে গুলিতি হাতি সাবড়ে দিতি
পারে , জানিস ?

২য় বালক । আর কপ্‌চাতি হবে না—চুপ্‌মার দিকি । কনটোলের
গানটান শোনবা ? ও মেম সাহেব !

লাবণ্য । শুনব বৈকি ভাই ।

ঐ বালক । দেখলি ! খুসী করতি পাবি ত মোটা মারব—না পারিত
পীবির দিব্যি কচু দিও । গারে গা —

গীত

আগ করেছে লতুন বউ মোর, মুখ করেছে হাঁড়ি ।

ধুতি পো'রে শোবেনা বউ, ও চাই কস্তা পেড়ে সাড়ী ॥

ও বউ, পাব কনে, ভাবনা মনে—ও তোর কনটোলেরে ক' ।

চোরা বাজার হাজার হাজার আশে পেইরে দিল দ ॥

যে পইসাতে প্যাতাম হাতি, তায় ফড়িং জোটচে না ।

যত ফ্যান খেগীর বেটা করল কোটা—সরকারের মুখে লেইক রা
 তাও ছেলো কনটোল বাপের ঠাকুর—আজ কোথায় গেলি বাপ ?
 তোরে কবর দিতি খোড়লাম মাটি—তোললাম কেউটে সাপ ।
 ও'বউ তোদের ঘবের মেসো ও যে, মোদের ঘরের পিসে !
 সেই পিসে মশায় মারল পিষে, বাঁচব বল আর কিসে !
 তা'লে কানতে কানতে হাস পরাণ, মোর বদন পানে চেয়ে
 দ্যাশের মাথা খেয়ে দিল, যত গোদা অলপ্পেয়ে ॥

লাবণ্য । বটে !

একজন বালক । যা বটে তা রটে । লাগা রে লাগা ।

গীত ।

ও মোদের জন্মভূমি বন্ধ !

তোমার হিসেব নিকেশ করতি গেলি

শিউরে উঠে অন্ধ ।

কসকে যদি ভাগ্যে কারও ওজ্র ছুবেলা ভাত ।

যত মাগুর ছায়ের মাথায় অমনি কড়াং বজ্রঘাত ॥

হেথা জগা খুড়ো ক্যাপেন যদি লম্বা টিকি নেড়ে ।

নাকি তাঁর শাঁপের ঘায়ে মরবে মাছুষ ছাগল ভেড়া এঁতে !

জগার পিসি দাঁতে মিসি মাথায় বাঁধা বুটি ।

কাণ ফুঁকিয়ে বেড়ান দেবী হুঁদরি কাঠের খুঁটি ॥

হেথা পথের ট্যাকে বসেন সাধু চোখ ঠিকরে যান ।

বাগে পেলি ম্যায়ে মাছুষ আস্ত গিলে খান ॥

মোরা সেই বাংলা দ্যাশের মাছুষ ।

নোড়া জোঁকা পীলে রে ভাই প্যাটি করছি ফান্স ॥

মোবা মুকিব কথাই কেলা উডাই মাৰি উজ্জিব আজ্ঞা ।

বাজে কাজে খ্যালাই মাথা আসল কাজে গাঁজা ॥

মাশে পাশে খাচে সবাই নওলা মাছেব মুডে ।

মোবা পে'ষো পেযিই কবতি পানি ভাই ব্যাটা আব খুড়ো ॥

পবদেশীষা মোদেব খায়ে নান্দুস্ তুদুস্ ।

ঘন দুদিব মাচে ফলাব হাপস হপুস ॥

—মোবা বান্ডা আঙ্গুল চুমতি খাকি হুনা তব ভ'স—

মোবা টান্কা প্যালা ব্যাচতি পানি খাস শউবিব বেটা

পানি নিজিব পাষিই ন'বতি বডল ব্যাচতি দ্যাশেব মাটি ॥

মোব বক দহাস দাডাই ম'খে চাইনে ওলাব দিবি

বেথা ঘবঘাবসে ওলাব পান,—কাববা ডুবাত আচ বাকী ।

মোদেব টিপ টিপ তলাচে পদাম ওব দমবায় ফস ॥

নিশ্চলেন্দ । Really most encouraging

বাবণ্য । Much of the spade work has already been done হেঁবে, এসব গান বাঁধে কেব ?

একজন । ক্যানো—মোবা' বাঁধতি জানিনে ?—

মোবা প্যপুল পাকা ছেলে—

মুকিব মন্দি জমেবে দই তেঁতুল তলায় গেলে

অন্তবালক । সাউকুডি মাতি হবে না । না ম্যাম সাহেব , হাদে ঐ ফতেপুব মোষখালিব পবষ হালদাবকে চেন ? কথগ্রেস কবে বেডাত ? পুলিসর গুলি থেয়ে সেবার—সে এখন ঠ্যাং ভাঙ্গা বডো । ব'সে ব'সে চবকা ঘুবোষ—শুয়ে শুয়ে গান বাঁধে আর কাঁদে । আব আত থাকতি মাগায় আস্তায ভজন গেমে বেডায় । সে ভজন গাইতি হ'লি যে সেখানে আছে সবাই কি গাইতি হবে । সে কবে দিগে দিগেচ হালদাব ।

অগ্নিবালক । সে পারব না—ম্যাম সাহেব । আজ! আমমোহন না কি বলে । জাত শোনবা তার ? চাঁড়াল । এ-যা দেখচ সায়েব এদিকির গাঁ গুলো সব ছোট লোকের গাঁ—জন চলে না । ভদ্ররও আছে ঐ সব গাঙ্গের কোলে কোলে !

লাবণ্য । আচ্ছা তোমাদের ঐ পরেশ হালদারের দেখা পাওয়া যায় না ?

একজন বালক । আজই দেখতি পাবা । ঐ গাং পাবে দেখচ ঐ পেলায় সামিয়া টেইক্কেচে—ঐখানে হবে সবা । সে বুড়ো খোঁড়া মরতি মরতিও আসবে ।

নির্মলেন্দু । তোরা সব কি জাত ?

একজন বালক । মোবা পাঁচ ফুলির সাজি । ঐ শালা চাঁড়াল—আব ঐ হুন্দি জেলে—আব সব কামার, কুমোব, নাপিত, গয়লা ময়লা কিনা হাফ ছোট নোক ।

অগ্নিবালক । কিনা হাফ ভদ্রর নোক । কথা দিয়ে ভুইলে রাখচ নাকি ?

লাবণ্য । না না এই নাও ২২ ।

একজন বালক । (রোদে নোট পরীক্ষা করে) লে ৮ জনে ১০ করে ১১০, থাকল ১০ ৮ কাপ চা—হল ১০ আর ১০ র পান বিড়ি ।

লাবণ্য । ছি ভাই চাও ভাল নয়—আর বিড়ি কি খেতে আছে ? ওতে পেট হবে না ভাই—শরীরও খারাপ হয় ।

একজন বালক । নাথ কথার এক কথা, যা কয়েচ ! কিন্তু আজ আব এক বাঁগুলিব কম সানাবে না । সব টবা ভাঙ্গতি সেই লটা !

(দুটি আঙ্গুল ঠোঁটের উপর রেখে বিড়ি টানার ভঙ্গিতে

সকলের গ্রহন.)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

সভাস্থল ।

(নমস্কার পূর্বক নির্মলেন্দু ও লাবণ্য সভামধ্যে সভাপতিব জগ্ন নিদ্রিষ্ট
স্থানের কাছে বসলেন সকলের মধ্যে)

(পবেশ হালদার বয়স প্রায় ৭০—খোঁড়া লম্বা, পাকা চুল গোঁফ দাড়ি)

পরেশ । (উঠলেন-ঘন করতালি ।) থাক্ থাক্ ভাই ! মোষখালির
বুড়োটাকে তাহলে ভোলনি তোমরা ! পুলিশের লাঠি হরদম হুজুম করে
শেষটা গুলিতে ঠ্যাংই হারাল কিন্তু মল না পরেশ তোমাদের । কেন জান ?
১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্টের অভূতপূর্ব মিষ্টি হাওয়া এই ভান্সা বৃকের মধ্যে
প্রাণ ভাব টেনে নেবে বলে, আর দেখবে বলে হাজার হাজার বছরের
পুরোনো এই চোখ দুটো মেলে মায়ের আমার এই নতুন রূপ । অতীত
দিনের বাব সঙ্গীবা, ভাইরে ! সন্দেহের জ্বালা নিয়েই চলে গেল—এ
দেখা হল না তাদের । নেতাজি 'নেতাজি ! বড়ই রগ ঘেসে গিয়েচে
তোমার—হায় ! হায় ! হায় ! (ঘন করতালি) কিন্তু ইংবাজ ত গেল ।
এখন দেখচে যে ছুনিয়া ঐ দাড়িয়ে, কতকগুলো আগুণ-থেগো দেশ পাগলার
বিড়ম্বনা, দেশভ্রোহী স্বার্থপর কুলাঙ্গারদের হাতে, এই জগতজোড়া
গুতোগুতির দিনে, যখন রাতারাতি গড়ে তুলতে হবে একটা দুন্দর্য জাত
আমাদের নীরেট নীরেট, জাতের মত জাত, যাতে, ছুঁতো নাতায়, থাবা
মেবে কেড়ে নিয়ে না চড়াতে পারে এ লাড্ডুর মালসা ভোগ ঐ ভণ্ড ভক্ত
বাবাজীর দল । ইচ্ছে হয় একবার কোমর বেঁধে দাড়িয়ে দূর করে ফেলি এ
জঙ্গাল ! গড়ে তুলি আসমুদ্র হিমাচল—না না পারব না—

অনেকে । পারবে তুমি হালদার—পারবে ।

পরেশ পারব না—সে নীরেট জাত গড়বার ভিত্তি, সে নীরেট

সমাজ কৈ ? চাঁডাল মাডাল কাষেত বদ্দি কাবও সাধ্য সেই সে সমাজ পাতিয়ে দেবাব। সাদেব কাজ তাবা যদি তা না কবে, মনে বেখো এই ১৩৪৭ এব ১৫ই আগষ্ট শাব অতাতেব সে থানেশ্বব পলাশীব তফাত এক চুলও নয়—কলেন পবিচায়তে। তাই এই বকম একটা সভাব গন্ধ পেয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসেচে গোলাম তোমাদেব, মাথা খুঁড়ে মবতে তাদেবই পায়ে, যদি এখনও দয়া কবে তাবা, এহ নমাজেব চাকাটা একবাব ঘুরিয়ে দিত।

(বসলেন আবার উঠে)

'আসল কথাই বলা হয়নি। বড় ব্যথাব আগাব এহ দেশবাসী ভাই বোনো, 'আসকাব এই সভাব সভাপাত কবব কাকে বলে ভাবতে হওকত, কিন্তু এ দেপ ব্রাহ্মণ বুলাত্যক মহাপাপ্তত দার্শনিক ঔশীঅদৈনানন্দ স্বামীজী মহাবাদ্যান এই দেলাবহ শ্রীবাম নবদাণে দম্মগহণ কবেছিনেন। তিনি নঃঃ আঃ উপস্থিত।—বানাহ, অপ্ৰত্যাশিত। (কবজোড়) মহাবাদ। তোমাদেব প্রার্থনা—আপনি সভাপতিব আসন অনন্ত ককন।

একটন। আমি সমর্থন কবি। (স্বামীজী মহাবাদ সভাপতিব আসনে বসলেন—ভয়হিন্দ ধরনি)

সভাপতি। আমাব অগ্ৰবোব, কলিকাতা বাসিনী উচ্চ শিক্ষিতা ব্রাহ্মণ কন্যা শ্রীমতা লাবণ্যপ্রভা মাতা তাঁর অর্চিত অভিব্যক্তি দ্বারা এই শক্তধা বিভক্ত স্তরঃ দুর্বল হিন্দু সমাজেব সংহতি, শক্তি ও সমৃদ্ধিব পথেব নির্দেশ দিবেন। (সভাপতিব পাশেই যুক্ত কবে লাবণ্যপ্রভা)

(বালক বালিকাগণেব অভ্যর্থনা গান—পরেণ হালদাবেব সাহায্যে)

‘সো বল্যাণি। তমোনাশিনি। চাঁল আলাক বাবা।

দ্বিপ্ত শব্দ সজ্জিত যত ডাকে পদ্ম হাবা।

শ্রীমতা কান অতঃত নেমেচে। সহ মে আদ্যাব বাহি,

৩৪৮ ৫৫ কল্যাণ দাঁচ চন্দ্র অক্ষ বাবা

অমৃত লমে পেয়েছি গবল—অসাড় অঙ্গ সাব ।

নাগে লাগে ভাই কবচি বিদায় আপনে দিহান কোল,

তাই উঠেছে সবজি দক্ষিণে বাসম মৃত্যুণ্ডে তা বোল,

বাথ গে তৃষ্টি, দাঁত গে দৃষ্টি—মন-ফেনেত হান ।

নাগনা । এত বাগায় অদীর হায়ে এসেছি ছটে গান তোদেবই মধ্যে
নাহ, শুধু বসে—নাগা মালুস হ ।

সভা । • প্রাণীয়া মহাশয় সমাবেশ—এ না হুঁ নিন্দে ।

(মহাশয় ও নেতাদের আলোক চিত্র)

আজ্ঞা কেবাব আমবা প্রাণভাব এ ছবি দুটির পাশে চেয়ে, চোখ
ইজ্ঞে থাকে কছুখান—মন নিম্নল আব নিভয় হবে । (সকলে তাই কবালেন)

আজ্ঞা, দেখুন, আজ ভাবত আগদেবস্থানীন সাবাবণ-এক নাগ । •

ত বাই । ভাব সমাজ আব সে বাইবে চোদ আনাহ তদে তাব • •
হিন্দু সমাজ । কিন্তু বর্তমান হিন্দু সমাজ আমাদের • • • একটা বিশাল
বাই বাবণেব আব বঙ্গ কববাব যোগ্যতা এপেকি, এম নতয় সংঘেব দিনে ?

এই সময় বলে বাথি—এা স্বতঃসিদ্ধ সত্য তা নিয়ে আশা কবি কেউ
বতগু তুগবেন না । আবাব আমাব মীমাংসাও কেউ অবিচারিত চিত্তে
গ্রহণ কবিবেন না । অন্য বিশ্বাস আব চিন্তাহীনতাব বিরুদ্ধেই আমাব
দম্মান্তিক আভ্যো । আমাব পূর্ণ অভিভাষণ চাপিবে এনেছি—পবে
পড়বেন । (অনেক গুলি পুস্তিকা সভাপতিব টেবিলে রাখা)

জনৈক প্রবীন ব্রাহ্মণ । এই বক্তৃতাব মধ্যেই স্থলবিশেষে আমবা
প্রশ্ন উত্থাপন কবাব অলুমতি চাই ।

সভাপতি । তা অবস্থাই পাবেন, শ্রদ্ধা বজায় বেথে ।

ঐ প্রবীন ব্রাহ্মণ । আজ্ঞা ক্ষমতা নেই, এ কেমন কথা ?

লাবণ্য । ঐক্যই ক্ষমতা । বিশাল রাষ্ট্রেব আবশ্যক মত, অবস্থা

নিরপেক্ষ, সহজ ও স্থায়ী ঐক্য-শক্তি হিন্দু সমাজে কখনও ছিল না, এখনও নেই এবং হওয়া অসম্ভব।

জর্নৈক ব্যক্তি। এর উত্তর দেব আমি—একজন শূদ্র কায়স্থ; এতে আপনি (প্রবীন ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া) কথা কবেন না। এই ঐক্যের নিষ্প্রাণ প্রমাণ এই সব রাজনৈতিক আর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় পাওয়া যায়নি? হেঁ!

ঐ ব্রাহ্মণ। বা ভায়া—মথুখম ঘা দিয়েচ।

লাবণ্য। প্রবল বহুত্ব, ভাসচে এমন একটি কাঠের গুঁড়ির ওপর, সাপ বাঘ মাহুঘ হরিণ আর ভাল্লুকের থাকাটা ঐক্য নয়। দরকারের সময়টা কাটলেই তারা যে অবস্থায় ফিরে আসে সেটা অনৈক্য—আর দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে সেই অনৈক্যই দেশের স্বাধীনতার দুঃসমন।

অনেকে। বলিহারি জবাব। বা-বা-বা-!

লাবণ্য! এখন বলুন ত যে ঐক্য জাতীয় শক্তির প্রাণ, সভ্য অসভ্য সকল জাতি ও দেশের মধ্যে সহজ অবস্থায় যেটা প্রচুর, হিন্দুরই অস্থি মজ্জায় তার লেশমাত্র নেই, কেন? সমগ্র ভারতের অতীত পরাধীনতার ইতিহাসই ত তার সাক্ষ্য।

প্রবীণ ব্রাহ্মণ। অবস্থাগত পার্থক্যে ঐক্যসম্ভব হয় না।

লাবণ্য। কি কথা বলচেন? পার্থক্য প্রাকৃতিক আব অর্জিত। এই দুই রকমেরই ছড়োছড়ি জগতের সর্বত্র। তবুও কোথায়ও জাতীয় ঐক্যের অভাব নেই। সুশী-কৃশী, দুর্বল-বলবান, ধনী-নিধন, পণ্ডিত-মূর্খ, সং-অসং, জগতের নেই কোথায়?

অনেকে। জবাব দাও না মশায়।

লাবণ্য। এর জবাব জগতের কোন সমাজেই হিন্দু সমাজের মত

অবিচারের বহ্নিদাহ নেই। রূপে, গুণে, শক্তিতে, বুদ্ধিমত্তায়, চরিত্রে অর্থে শ্রেষ্ঠ হলেও—তাকে, ঐ সব দিক থেকে অতি হেয় নিরুপস্থিৎ যে, তার জুতোব তলায় বেঁধে রাখার কায়েমী ব্যবস্থা জগতের কুতূপি নেই যা আছে, আগাদেব এই হিন্দুসমাজে।

অনেকে। জয় তমোনাশিনী মাতাজী জি কি জয়!

ঐ প্রবীণ কায়স্থ। সভাপতি মশায়। বন্ধ করে দেন সভা। হিন্দুর সনাতন বর্ণাশ্রমেব বিরুদ্ধে বিমোদ্যার অসহ। আচ্ছা বলি ও মাতাজী তমোনাশিনি। হিন্দুর জন্মান্তব বাদটা—ছোট ভাতের স্বকর্ম দ্বারা বড় হবার পথ কি খোলা রাখিনি?

প্রবীণ ব্রাহ্মণ। হাজান হোক কায়েত বাচ্চা ত। ওঃ বলিহারী চাপান!

লাবণ্য। আচ্ছা ভাই। ইংবেজ যদি বলত তোবা এ জন্মে আমাদের গোলাম হয়ে জন্মেচিস গোলামই থাকবি—ভাল কাজ কর; মরে বড় হোস্। তালে আমরা শুনতাম? সনাতন জাতি ভেদ এ জিনিষ ভ নয়। গুণ ও কর্ম ভেদে মানুষ মোটামোটি এই চারিটা শ্রেণীর যে কোন একটাব আসামী হতে বাবা। তবে চঞ্চল মন নিয়ে সেই গুণ কর্মের ভিত্তিতেই কোন একটার মধ্যে সামান্য ক্ষণও কেউ থাকতে পারে না। এ ভাগ শুধু হিন্দুর জন্ত নয়—মানুষ মাত্রেই এই নিয়মের অধীন। ভগবানই ত তা বলেচেন! এ একটা মানুষের চরিত্রগত সত্য মাত্র। আর কিছুই নয়।

কায়স্থ ভদ্রলোক। এর একটা economic value নেই? এই বৃত্তি বিভাগের?

লাবণ্য। থাকলেও তা একছটাক কিন্তু disruptive আর destructive effect ১০ মণ। শিল্প জগতের যুক্টমণি পাশ্চাত্য সমাজে

এই জ্বরদস্ত বৃত্তি 'বিভাগে'র অভাবে ক্ষতিটা কি হয়েছে বলুন ? আবার ধরুন এই কাশ্মীরের চিরদিনের শাল শিল্পীবা এক ঢালা মুসলমান ভিন্ন কোন খাস কামবাধ চুকে পড়েছে কি ? ঐ দার্শনিক তত্ত্ব কথাটা আমাদের এই হতভাগ্য দেশে না বলেই ভাল কবতেন কঞ্চজী মহারাজ ।

প্রবীণ ব্রাহ্মণ । বটে, ভগবানকে নিয়েও উপহাস ।

অনেকে । ঠিক ঠিক—ঐ কথাটা বলবেন না ।

লাবণ্য । শেষ পর্যন্ত শোন আমাদের কথা ভাই । আমি ও হিন্দুর মেয়ে । তিনিই যে বলেছেন অর্জুনকে—

“ন ভেবাহং জাতু নাশং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্কে বয়মতঃ পরম্ ॥”

অর্থাৎ আমরা সবাই জন্ম-মৃত্যু পথের পথিক । তবে তিনি অর্ধৈত তত্ত্বস্থ ব্রহ্মরূপে তাবই মায়াব আবরণ ও বিক্ষেপ ক্রিয়াব কথা বলছেন মাত্র ।

প্রবীণ ব্রাহ্মণ । স্বয়ং ভগবান যিনি লীলাময় তিনিই হলেন যদি ছবছ মাত্র তাহলে দেবদেবীগুলো ত এই পরম হিন্দু কথার মতে একেবারেই অশ্বভিষ ।

লাবণ্য । লীলার কথা তুলবেন না—ওটা বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করলে ভগবানেব জাত মারা হবে বা শাস্তিই পাবে না । আচ্ছা দেবদেবী গুলোকে আপনিই ত অশ্বভিষ বলে ফেলেন । ঠিকিইব লেচেন কিন্তু । ওগুলি ঐ রকমই অবাস্তব, কল্পিত । “সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা” তাঃলেই বুঝুন । গোড়ার কথা আপনারাই ভুলে যান, মনে থাকে না । আমাদের জাতটাই যে বড় কল্পনা বিলাসী । আবার এ রূপকের মূলে—সাপকেব হিতের ত কথাই নেই ঐহিক স্বার্থের তাড়নাও কম ছিল না । সবই জানেন ! দেখেচেন ? ইতিমধ্যে গান্ধী কোলে ভারতমাতা স্বাজারে ঝেরিয়েচে, পাবেন কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি প্রকাণ্ড ঐ রকম একটা

ছবি তাঁব বৈঠকখানায় টাঙ্কিয়ে বাখতে ? কেন পাবেন না ? ও ছুটাব কোনটাই ত অশ্রদ্ধাব পাত্র নয় । আসলে ঐ রূপকেই আপত্তি । খুব প্রকাণ্ড একটা শিবকালী বা এলাবিবি টাঙ্কিতে পাবেন ? বাধ বাধ ঠেকে কিনা ? সত্য বলন না বুকে হাত দিবে । হায়, হায় ছুটা হাঙ্গাব বড়ব বলে এই রূপকেব ডঙ্কলে এহ আমবা গ্রায় সাংখ্য বেদান্তেব উত্তবাবকার্বেগণ কত যে সময় শক্তি সাধনা ও অর্থেব অপচয় করিচি তা ভাবতেও দখ হয় । শুধু তাই । এই রূপ-কল্পনাব প্রভাবে সাধকেব কি হিংস্র হয়েচে ডানেন ? প্রত্যেক সাধকই ব্রহ্ম পণ্ড্র ব্রহ্ম হয়েচেন কেবল বোধ হয় রূপকেব ঐ গভীর জঙ্কলে প্রবেশ কবেও কাঁচা মাথা নিজে একজনই বেবিষে আসতে পেবেচেন । তিনি পবমহৎসদেব । কল্পনাটাই বাস্তবে—সেই ব্রহ্মে—বাবা হয়ে দাড়িয়েচে ।

প্রবাক্ত ব্রাহ্মণ । ভাস্করে সভা ভাঙ । বক্তাবক্তি হয় হোস ।

একজন । কেন গো দাঠাকুব ! মাঠাকুণ ছোট জাতের চে । হেঃ ।
দেচেন, তা সহ হচ্ছে না ?

অন্য একজন । ব্যাটা নাপতে বলে কি । দে না ব্যাটার মাথা ভেঙ্গে ।

নাপিত । হোঃ । এই নাপতে ব্যাটা বাত পোয়ালি কলমা পড়লই তখন—“দেবে মিয়া সাহেবকে একখান কুবসি দেবে”—কি বল ? বলি আমাদেরই ঘবেব ব্যাদ না কি বলে পড়তি গোলই তাব কাঁচা মাথা চিইবে খাবা—কৈ, মিয়াবা ত কোবাণ পড়তি মানা কয়ে না !

জৈনক ব্রাহ্মণ যুবক । আচ্ছা, আমাকে ত চেনেন আপনারা—তারাজঙ্কাব ভ্রষ্টার্গ বংশ । ব্যাকবণ, গ্রায়, স্থিতি, সাংখ্য, বেদান্তে তীর্থ উপাসি পেইচি । পিতা মাতা, গুরু, পুরোহিত, আত্মীয় স্বজনের চাপে এতদিন স্বাধীন চিন্তা লব্ধ জ্ঞানটুকু আমার দমবন্ধ হয়েই ছিল—নিজে

একটা কানা মাছির মতই ঘুরে বেড়াইতাম। আজ একটু সাহস পেয়েই বলছি—মায়ের কণ্ঠ নিম্নত ঐ অমৃতধারা হিন্দু! তোমার মৃতসঞ্জীবনী, ধ্বস্তরী রস—একবার প্রাণ ভরে জয়হিন্দ বলে আকণ্ঠ পান করে স্বপ্রতিষ্ঠ হও।

অনেকে। জয়হিন্দ! জয়হিন্দ! জয়হিন্দ। (বহুক্ষণ ব্যাপী করতালি)
প্রবীণ ব্রাহ্মণ। তোর কাল ঘনিষে এয়েচে বে গবা! পাগলা। যা
যা কলমা পড়গে যা, বেটা।

সভাপতি। বক্তব্য তোমার শেষ কর মা। আব না।

লাবণ্য। শেষই কবলাম আর একটা কথা—দেখুন এ সংসারের সমস্ত
সম্পদ বিপদ মনে বাথতে হবে মনুষ্য মাত্রেরই সমান অংশে নিজস্ব সম্পদ
বিপদ। বাঘা, প্রজা, মালিক, মজুব সব সমান—সবাই মাতুষ। তবে
ভাল মন্দ জ্ঞানী অজ্ঞান স্ত্রী কুস্ত্রী কতকগুলো প্রাকৃতিক আব অর্জিত
প্রভেদ থাকবেই। সেগুলো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আলস্য, স্বার্থপরতা
অপব্যয়, অতি সঞ্চয় এসব বাঈদোহিতা। সর্বভূতে আত্মদর্শনেই সকল
সমস্কার সমাধান হয়। অলমেতিবিস্তরেন। (উপবেশন)

(জয়হিন্দ ধ্বনি)

অনেকে। ভাবি মজা হয়েছে—জমিদার সা বাবুদেরও জড়িয়েচে।

সভাপতি। কহা ত প্রথমেই বলেছিলেন—অবিচারিত চিন্তে
আমার মীমাংসা গ্রহণ কববেন না—আর স্বতঃসিদ্ধের ওপরও বিতণ্ডা
তুলবেন না। তিনি ত বলেছিলেন—অন্ধ বিশ্বাস আব চিন্তা হীনতার
বিরুদ্ধেই আমার মন্বাস্তিক, অভিযোগ। অনেক কথাই বলবার ছিল—
এই সভাপতিত্ব স্বীকার করেছিলাম কিন্তু আমাদের ভবিষ্যত ভেবে একটা
ছুচিন্তা আর ব্যথা নিয়েই চললাম। সব ছেড়ে ছুড়ে ভবঘুরে হইচি, কোনও

ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের ওপর কোন আকর্ষণই নেই তবু দেশটার ওপর বেশ আছে দেখচি—জয় স্বামীজি বিবেকানন্দ ! (উপবেশন)

পরেশ হালদার । হয়েছে কি ? এই ত কলির সন্ধ্যা এখন ভেঙ্গে না পড়ে—ছড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে না পড়ে ! বড় সাধের ঐ অশোকচক্র লাক্ষিত ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা! আমাদের উড়িয়ে ত বসলাম বিষম ভারি একটা গম্বুজের ওপর কিন্তু তলা যে ফাঁক । কোন কায়েমী গাঁথুনি নেই—আছে গোটা কতক সেরা সেরা পাকা খুঁটি । কড়ি বরগায় চোখা মাল জুটান বড় দার । মাক্ এখন স্তর হবে superstructure এর কাজ সবার শেষে foundation ! সবই উলটেই হয়ে প'ল । রামমোহন বিবেকানন্দ এও কোংর আমলেই যদি কবা থাকত এই ভিত্তি ! হাঃ হাঃ হাঃ তাহলে সায়েবদের সঙ্গে এতখানি কামডাকামড়িও চলত না আর এই Partition এর প-ও কেও শুনেতে পেত না আজ । (যুক্ত করে উর্দ্ধমুখে) মহাত্মাজী কি বলেন ? হায় রে ! একীভূত বিরাট শক্তি সম্পন্ন হিন্দু সমাজ সৃষ্টি ! হাঃ হাঃ হাঃ ! থবরদার গোড়া ভাই ! তাহলে সর্বনাশ হবে তোর । সকলের আগে 1st person singular number ! তোতে মোতে এই বুদ্ধে, যদি ত্রায়ের খাতিরে তোর ওপর সবাই বিমুখ হয়, ঐ পাশের Camp থেকে—ঐ যে জাঁদরেল বাড়িয়ে দেবে হাত তোরই দিকে একটু ইসারা পেলেই । হাঃ হাঃ হাঃ ! হায় রে—strange bed-fellows in common disaster ! কি বল ? গোড়া ভাই রে আমার । তোর মত পণ্ডিত মূর্খ কোন দেশেই জন্মায়নি আজও ! যাক্ । (লাভগ্যর প্রতি) বা রে মেয়ে ! নিতান্তই খোঁড়া না হলে এই বুন্ডা ছেলে তোকে কাঁধে করে নিয়ে নাচত আজ । যাতে এই চোখ খেগো দেশের ভাল হয়, বেপরোয়া ক'রে যাসু'মা । এ লোকসানের কারবার নয় ! চুটিয়ে করিস যদি তাহলে, ঐ উচু ওঃ ভারি উচু আমার নজর চলেনা ! ওই খানে বোধ হয় দঙ্গলে

মিশে যাবি—লিখন গান্ধী, কানাই, স্তভাস আছে সবাই সেখানে—হায় হায়
হায় রে ।

গীত

দয় রাজা রামমোহন, ববীন্দ্র, স্বামীজি বিবেকানন্দ,

সত্যানন্দ ভদ্র, স্তভাস দুর্জয়—অন্ধ ভারত-বন্দ ।

বন্দ দীনশীন জগতবন্ধ.গান্ধী আত্মানন্দ,

বন্দ মৃত্যুঞ্জয় অব্যত শহীদ—অম্লান অরবিন্দ !

(মোটা খন্দর কাপড়ে চোখ মুছতে মুছতে থোঁড়াতে থোঁড়াতে ২।১ পা
গিয়ে আবার ফিরে নমস্কার করে গাইতে গাইতে পেশ্চান)

তৃতীয় দৃশ্য ।

নাথ জে, জে, মুখার্জির বাড়ী—কলিকাতা—সন্ধ্যা ।

(গঙ্গেশ ও দীনতারিণী বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীর
বারান্দার দিকে যাচ্ছেন)

রেণুকা । *Hallow, you father and mother—আর সব কৈ ?*

Lft. Banerjee আর আমাদের *Jewel* বাবুদাদি ?

সার মুখার্জি । *Very good.* কি সৌভাগ্য !

লেডী মুখার্জি । খুব সামলে গেছি যা হোক আগে ভাগেই কি একটা

বলে সম্বোধন করে ফেলেছিলাম আর কি !

রেণুকা *(Good God ! you are cutting practical jokes.*

গঙ্গেশ । (স্বীকে) বলনা 'সে ত আমাদের বড় ভাগ্যের কথা !

বেণুকার স্মৃতি হুই ভাই বোনের মুখে আর ধরেনা !

রেণুকা । *A news to Renuka !*

সার মুখার্জি। Speak in your mother tongue please.
বাংলায় বল। ছেলে মেয়েরা এলনা?

সঙ্কেশ। নদীয়া জেলার একটা পল্লীগ্রাম—

সার মুখার্জি। I see.

রেণুকা। Hot bed. Benign type বেশী হলেও pernicious type not rare।

গঙ্কেশ। কি জানেন সাব! একটা কথা—আমাদের চেয়ে স্তরটা আপনাদের খুবই উচ্চ।

সার মুখার্জি। By no means মোটেই না।

বৈষ্ণব। Hallo. এই সন্মাজের জতোব তলায় বাবা তাদের জুতোব গুলো powder কবে মাখতে পারি এই মুখে। I haven't the slightest aristocratic buffoonery in my being I swear.

সার মুখার্জি। Exactly If you are really serious Mr. Benerjee আমরা কিন্তু এ বিষয়ে বাড়াতে কথা কইচি। I propose an exchange. No harm.

গঙ্কেশ। পরিবর্ত্ত বলচেন? অসম্ভব।

সার মুখার্জি। আমার মেয়েই দেপেছেন ছেলে দেখেন নি এই ত! Come in my boy you জীবন তরঙ্গ। মুখার্জী ও লেজুড়ি এই ছেলেদের generation থেকে drop করা গেল—লেজ গরে ঢের বাদরাশি করা গেছে—No more of that.

(জীবন তরঙ্গের প্রবেশ)

জীবন। Yes father.

রেণুকা। এই যে Mr. Ups and downs of life.

জীবন। Shut up you naughty girl.

সার মুখার্জী। সেই accident এর father and mother Mr. & Mrs. Benerjee.

জীবন। জয় হিন্দু! বড় ভদ্রলোক আপনারা আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।
 শুনিচি Lt. Benerjee-র কথা। So tall, manly and lovely.
 আর বোনটি—a picture of beauty University-র brightest
 jewel. To be frank রেগুকার consent নিয়েই বলছি এ acci-
 dent এ ও চেয়েছিল তাঁর সেবা করতে। chance পায়নি। তাই চায় সেবা
 করতে চায় for life as a wife—সেইট। আপনারা বিবেচনা করবেন।

গঙ্গেশ। এ ত আমাদের ভাগ্য।

সার মুখার্জী। ঐ সঙ্গে my boy chartered accountant হয়ে
 এসেছে। He is worth 50 lakhs and daughter 20 ঐ সঙ্গে
 আমি জীবনের ভগ্নে চাই আপনার কন্যাকে। চমৎকার match হবে।

(গঙ্গেশ নীরব)

দীনতারিণী। (গঙ্গেশকে) একটা জবাব দেবে ত?

গঙ্গেশ। কি আর মাথা মুগ্ধ জবাব দেব বলনা? Sir Mukherjee
 লাবণ্য আমাদের বাল বিধবা।

সার মুখার্জী। Is it? But whats the harm? We don't
 care. দেখুন মানুষ বড় জোর জীবনের এদিকটার ভালমন্দের বিচার করতে
 পারে, পরলোকের দোহাই দিয়ে কচি বিধবাব বিয়ে অচল করা অথচ
 বিপত্নীকের হৃদয় বিবাহ এটার motive হচ্ছে basely selfish and
 one of passion pure and simple.

জীবন। দেখুন I am not at all particular about the girl.
 তবে বলতে চাই যদিও যা ideal হাওয়া বুঝে সেটা revise করাউচিত!

আদর্শ বা ideal স্থির করবার সময় utility বাদ দেওয়া যায় না। যা মানুষের মধ্যে পরস্পরের আসল স্বার্থ-বিরুদ্ধ নয় অর্থাৎ সকলের বা অনেকের কল্যাণজনক সেটা প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমূলক যাই হোক সেইটাই মানুষের যুগে যুগে আদর্শ। আপনারা half an hour সময় দেন আমাকে I believe I can win you over আমারই মত আপনারা নিতে বাধ্য হবেন।

গঙ্গেশ। আজ আর নয় বাবা। (একজন পইতে ধারী ব্রাহ্মণ চা, সন্দেশ ও ফলাদি ও একজন মগ বাবুচি কোকো চা মাখন কিছুট ডিম ইত্যাদি লইয়া উপস্থিত।)

সার মুখাজ্জি। চলবে ত? একদম আলাদা ব্যাপার। চলবে ত বেয়ান?

গঙ্গেশ। বিলম্বণ খুব চলত সন্ধ্যা আফ্রিক যে সারা হয়নি বেয়ান।

লেডী মুখাজ্জি। তা বটে।

সার মুখাজ্জি। অমনি বলে ফেল্লে তা'বটে!

লেডী মুখাজ্জি। Silly fellow. কি করে হবে? এক ছটাক গন্ধা জল, কোষাকুষি, ফুল চন্দন, ঠাকুর দেবতার পট, আসন, শঙ্খ, ঘণ্টা ছাই বলতে এ বাড়ীতে কিছু নেই। সন্ধ্যা সারবার একটা জায়গা পর্যন্ত নেই এই বড় বাড়ী খানায়।

সার মুখাজ্জি। দেখ দশবিশটে জামা গায়ে দিয়ে injection নিতে গেলে needle টা গা পর্যন্ত পৌঁছয় না। অনন্ত স্থান পড়ে আছে, চাই এখন সেই শক্তি আর মন! And all the rest are but obstructions in mature life.

লেডী মুখাজ্জি। বাজে বোকোনা এক কোপে কেউ একটা পুতুর কাঁটেতে পারেনা। গুঁরা যান। একটু ভাবতে গুঁদের সময় দাও।

সাব মুখাঞ্জি । All right We want a full house next time

দীন । আপনাবা কি ভঙ্গ ?

সাব মুখাঞ্জি । Yes বেঘান we are broken. ভেঙ্গে গেছি একদম ।

গঙ্গেশ । তাই, তাই হবে । তাহলে নমস্কাব ।

সকলে । নমস্কাব জয় হিন্দ ।

(গঙ্গেশ ও দীনতাবিণীব প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য ।

(নদাব বাবেব Bungalow লাংগাব বাসস্থান । বাড়ি ২ টা ।

Next School ও অনেকগুলি পুকুর ও স্থানী লাক ।

লাংগা । আজকাব মত পাঠ শেষ । আবাব বাল যা শিখবে ঠিক সেই মতন কাজ কববে । সত্য কথা বলবাব সাহস বেথো সর্বদা । আচ্ছা এইবাব ১১ টা কথা জিজ্ঞাসা কবি । গণপতি বল কলেবা কি কবে হয় ?

গণপতি । চোখে দেখা যাযনা একবকম পোকা বা কলেবা বোগীব বাহ্যে বমিতে থাকে তাই কোনও বকমে পেটে গেলে ঐ বোগ হয় । মাছিতেই প্রায় ঐ দিয ছডায় । অনেকে বোগীব কাপড় চোপড় পুত্রে কাচে খাবাব চিনিষ আলগা রাখে যেখানে সেখানে ময়লা ফেলে, তাবা খুনে কিনা মানুষ খুনকবে ।

লাংগা । চাবা মাছ ফলাদি সম্বন্ধে কি বলতে চাও গোবিন্দ ?

গোবিন্দ । ঐ গুলো বিশেষ কাবণে দবকাব না হলে নষ্ট কবতে নেই—কাবণ হ'ল অনেকব পেট ভবাতে পাবে । সমস্ত জাতটাকে ভাবা ইচ'এন ফেটা একাল গবিবাব ।

১৮০২ । বিশ্রামের সময় কি কবা উচিত ব্রহ্মকান্ত ?

কৃষ্ণকান্ত । শরীরের রক্ষার জন্যই বিশ্রামের দরকার—কাজে বিশ্রাম হচ্ছে কুডেমি—সেটা সামাজিক পাপ । বিশ্রামের সময় যাতে সবারই ভাল হয় এমন হালকা কাজ করা দরকার ।

লাবণ্য । আচ্ছা কাত্যায়ণী তুমি আমাকে দুটো জ্ঞানের কথা শিখাও ।

কাত্যায়ণী । ভানেন ফ্যান গালা ভাল নয়—তবে ফ্যান গরুকে খাওয়ালে একেবারে সেটা নষ্ট হল না । তবুকারি বিশেষ খোঁসা ফেলতে হয় । বেশী ভাজলে জিনিষের শক্তি নষ্ট হয়—সিদ্ধ ভাল । ফল ভাবি উপকারী । বাড়ীতে হাস মুবগী পোয়া দরকার । ঠাকুর ঠাকুর করে ছুটে বেড়িয়ে কোনও লাভ নেই । সাবা দুনিয়াইত ঠাকুর নিজেবে যেমন ভাল বাসি এই দুনিয়ায় সব জিনিসকে তেমন ভালবাসলেই ঠাকুর পজোব কাজ হয় । বাইবেব মানুষ টেন পাক আব না পাক নিজেব মনটা যেন নোংরা না হয় ।

লাবণ্য । কাতু মা আমাব কাল ববিবাব আমাব বাজাপব, হবিগনগর গেদে ঘুরব । সঙ্গে থাকতে পারবে? আব সঙ্গে থাকবে নেভে, গোকুল আর মহাদেব । আচ্ছা বাপ তোমরা ।

কৃষ্ণকান্ত । নেতাই কামার ?

লাবণ্য । বেশ নেতাই থাকবে । কামার বোলোনা বাবা, নিজের দরকার বা যোগ্যতা মত সবাই পেশা বদলাচ্ছে । বিশেষতঃ অতীত চেয়ে বর্তমান পরিচয়ের বরং একটা মানে হয় ।

কৃষ্ণকান্ত । আচ্ছা মা । আর এ কাজ হবে না ।

লাবণ্য । তাহলে আজকাল মত—জয় হিন্দু ।

সকলে । জয় হিন্দু । (প্রস্থান)

(Office bell বাজান ও Clerk নয়নতাবার প্রবেশ)

লাবণ্য । পিসি, মণ্ডল কি করছেন ?

নয়নতারা : খুঁটিয়ে পড়েচে । রাত ১১ টায় কলকাতার গাড়ী মালপত্র হৈশনে পার্মিয়ে দরেচে বিকালে । ১১ টায় খেয়া পার হয়ে 'pyolo' এ চলে যাবে ।

লাবণ্য : আচ্ছা এবাব বাড়া এসেছিলেন কেন পিসি ?

নয়নতারা : শোনান বাচ্চা ? বে করতে । সে ত এনেই ভেঙ্গে দিল । বলে এল কোনদিন গুলি গেয়ে নরতে হবে, আনার আবার বে ! তাবান্দ শিচ্ছয়ে গেল—নয়ন ও ছেলে কেউ চাড়ে বাচ্চা । জলপানির পর জলপানি সোণাব চাঁদ ছেলে গো । মেয়েটীও বা জুটছিল—খাসা গোল গাল খাটি খোট—গেন হলদে পাখীর বাচ্চা গো—বয়েস ১২।১৩ এরই মধ্যে ৫।৬ খানা বই শেষ ছোট নোকের ঘরের মেয়ে মা—ঐ খুব । যদি লড়ায়ে না জ্বা ত ঐ থানেই হবে ।

লাবণ্য : আচ্ছা পিসি যদি দেখে ১১ টাব ১০ মিনিট আগে তুলে দিও । আমি ততক্ষণে শুয়ে পড়ব । 'আজ আর ত খাওয়া দাওয়া নেই ।

নয়নতারা : কেন মা—এই মরিচি আজ যে তোমার একাদশী—অশুভ! বাড়াক করলাম ! দুধের বাচ্চার জন্তু একটা লোক একটু দুধ নিতে এসেছিল মা—তখন সব দুধ বিল হয়ে গেছে—কেবল তোমার আবসেব পড়েছিল ।

লাবণ্য : কত দবে থাকে তাবা—ঠিকানা জেনে নিয়েচ ।

নয়নতারা : না মা !

লাবণ্য : শান পিসি কোন দিনই আমার জন্তু আমার কথা ভেবেনা

(হঠাৎ ভাব মন মদকের প্রবেশ)

নয়নতারা : হঠাৎ এলো চাচ্চান কলকাতায় গিয়েছে না ?

লাবণ্য : হ্যাঁ, পড়তে আসে বেরেনে ? কানে বে !

নয়নতারা : ক ?

নয়নতারা। লেপ্টেগ্জাণ্ট লাল বিহাবী মণ্ডল।

ঐ ব্যক্তি। (লাবণ্যকে) কেমন আছিস্? অনেক কথা তোর সঙ্গে, মাইরি।

মাঝ দরিয়ায় ফৌলচিস্ টার্

ঘাঁই মেরেচে কাংলা—

অগাধ জলে চুবন্ দেবে

পাবিস্ যদি সামলা।

নয়নতারা। কে রে তোরা? তিনকুড়ি বছর এই গায়ে কাটালাম নয়নতারাকে চেনে না কে? কোন গায়ে বাড়ী রে তোদের? ভক্ ভক্ করে মদেব গন্ধ বেরুচে মুখে?

ঐ ব্যক্তি। চপ শালি বুড়ি?

অগ্জুন। ও শালা বেহেড হয়ে পড়েচে—এই যে আমি ঠিক আছি।

নয়নতারা। তুমি ঠিক আছ—তাই দেখছি—কথা টতা কণ্ড; দেখি এ ভালটা এখনও দুম্বাচে নাকি? (প্রস্থান)

ঐ লোকটা। বলি বামুন শব্দেব নব একস ক'রে বসেচ—ঠাকুর দেবতা সব গাড়া রাড়ি ছাঁড়দের সব দ্বা দীধা এটা ক'বে কাড কাড়তে শেখাচ্, বড়লোক আব জমিদারের ওপর লালচ ডালকডো—কি বাবা চান্দনান। ধুধু দেখেচ—এই যে ফাঁদটাও দেখ— (গদা চেপে দরতুই)

১৪ জন। দে সাবডে। (মুখোস পরা লালবিহাবী revolver দান কবকই)

১৫ জন। এসে বাবাবে কামন জেতান রে। (কে রে শালা।)

(বিবর্তন প্রস্থান)

ভালবিশ্বাস। যদি লেগেচে তু

ক বলা ন কেবল ধরিছন মাত্র।

লালবিহারী। No time to waste. ঐ petrolএর গন্ধ—পুড়িয়ে
 মারবে। ভীষণ ষড়যন্ত্র—কেবল আমার চলে যাবার প্রতীক্ষায় ছিল—উঃ !
 বহু লোক জমায়েত হয়েছে—কোন ভয় নেই—এই খিড়কীর পথ—revol-
 ver ঠিক আছে—পিসি বাড়ী যাও—আমরা সব কলকাতা—এলো—শোন
 ঐ ঐ— (বেগে প্রস্থান)

(২১৩ জনের প্রবেশ)

২১৩ জন। কৈ রে শালারা ? পাখী উড়েচে—দূর শালারা !

(৪১৫ জনের প্রবেশ)

৪১৫ জন। খিড়কী দিয়ে—ঐ খিড়কীর পথে যাঃ ! পালা—পালা—
 জলে উঠেচে। (লাঠি হাতে বড় চাঁড়াল ও অগ্ন্যস্ত্র ছোট জাত)

সকলে। ভয় মাইজীকি জয় ! মা যদি মরে থাকে আজ—জান কবুল—
 ২ জন। জলেচে—উঃ—কি ঘোঁরা ! মা ! মা ! মা ! (ঘরে প্রবেশ
 ও ছটফট করতে করতে বাইরে আসা)

ঐ দুজন। মা ঠিক পালিয়েচে—জয় মাইজীকি জয় !

বহু লোক। চালা লাঠি ! জাগরে চাঁড়াল—জাগরে চাঁড়াল—জাগ
 ছোট লোক ! মার, ভাসা লাস গান্ধের জলে !

অনেকে। চাঁড়াল শালারা তৈরী ছিল—মোছলমান পাড়ায় খবর
 দিসনি শালারা ! (৩১৪ জন মুসলমান দাঁড়িয়ে ছিল)

মুসলমান। যাও যাও মশায় ! অত সন্তা নয় ! মেয়েটা ছিল গরিবির
 মা বাপ। হেঁহু মোছলমান বাছত না। ওনার ও যেমন ভূতি পেইছিল
 তাই এই নেমকহারামদের আসে ভাল করতি। বাদের খোদা মেরে রেখেচে
 মানুষ তাদের কি কববে ? ও মশায় !

৩১৪ জন। কি বলচ ভাই সাহেব ? দেখলে ত ? চাঁড়াল শালারা
 নিজেদের ঘরেই আগুন দিয়ে মামলা খাড়া কচতে চায়।

মুসলমানগণ। কি বলিস ফজের ভাই—কাল পুলিশ এলি সবই মালুম হবে। এই যে সাহা বাবুদের দরওয়ান।

(দুজন হিন্দুস্থানী দরওয়ানের প্রবেশ)

দরওয়ান। শালা লোকসে খিড়কীকা পাহারা মান্জলিয়া হাম। বস কোন বাঁচায়া হাজাসে হামকো ?

পঞ্চম দৃশ্য ।

(বাংলোর সামনেই থেওয়া ঘাট—সেটা ত্যাগ করে সেগান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে শ্মশান—সেটাও ছাড়িয়ে আরও আধ মাইল দূরে একস্থানে নদী খুব অপ্রশস্ত। অন্ধকারে দুজনে একই cycleএ অতি দ্রুত বড় সরকারী রাস্তা দিয়ে এসে cycle থেকে নামলেন—ও অল্পপথ দিয়ে শ্মশান পার হয়ে সেই আঘাটায় এলেন—cycle সেখানে রেখে)

লালবিহারী। বহ্নন বহ্নন। দাঁড়ালে—

লাবণ্য। বুঝিচি—সহজেই নজরে পড়তে হবে। (দুজনে বসলেন)

লালবিহারী। আর দেবী করা নয়—এখনই পার হতে হবে—গাড়ীর সময়ও হয়ে এল। সঁতার জানেন নিশ্চয় !

লাবণ্য। নিশ্চয় ! আপনি ভাবলেন কি করে ? প্রায় মোটেই যে জানিনে ! না বুঝে এ বালাইকে নদীর ধারে এনে, কি বিপদেই পড়লেন, বলুন ত ? তা ছাড়া, রাত পোয়ালেই police case. তদন্তের সময় আমাদেরই যে তলব হবে সকলের আগে !

লালবিহারী। জানেন না বাবাকে আমার—অস্বাধারণ প্রতিপত্তি তাঁর এ অঞ্চলে। ফরিয়াদি আমরাই ; আমাদেরই Bungalow গেছে—অথচ খুনটুন কিছু হয় নি—বাবা কোন মামলাই হতে দেবেন না—তিনি জানেন ওতে feelings আরও খারাপ হবে—সংস্কার কার্য্যই ব্যাহত হবে।

আপনাকে নিয়ে পালিইচি— কারণ আপনাব জীবন এখন আর নিরাপদ নয়—আপনি কি বলতে চান, এনেছিলাম আমি আপনাকে মাথাষ করে, এই তেপান্তরের মাঠে বিসর্জন দিয়ে যাবার জন্যে ! উঃ !

লাবণ্য । কিন্তু মরতে ত হবেই একদিন—আজ যদি পারতাম মরতে, আমার হিন্দু ভায়েরই হাতের দোয়া আশুনে, তাহলে হয়ত সেই রকম অতৃপ্তিই হত মরণের মুখে, বা জগতের শ্রেষ্ঠ মানবের হইছিল শেষ ৪০ মিনিট ! কি না পাপি আমরা, তাই ভাবি ।

লালবিহাবা । বিপদ কার্টেনি মোটেই—উজ্জ্বলের সময় নয় এ । এই স্থানেই নদী অত্যন্ত অপ্রশস্ত—কিন্তু নদী গভীর ও পরিশ্রোতা ! সাঁতার জানেন না আপনি ! বেশ । পিছন দিক থেকে বগলের মধ্য দিয়ে হাত দিয়ে আকড়ে থাকতে পারবেন ? জলে গা পিছল হবে হয়ত ভয়ে হাত ঢিল হয়ে যাবে—কিন্তু বেশ এক মিনিট । বলন নয়ত আঁচল দেন—পিঠের সঙ্গে কসে বাঁধ ।

লাবণ্য । ভয় কিসের আবার আমার ব্যর্থ জীবনে ! না, হাত ঢিল হবে না । এক মিনিটই ত !

লালবিহাবা । তাহলে ধরুন কসে—ফস্কাগে ডুবতে দেব না—তবে পাঁচটাই বদলাতে বাধ্য হবে । সেই হাত খুলবে—সটান পুকের এই তক্তার ওপর শুইয়ে সম্মুখে চেপে বেঁধে—চিং সাঁতারে, শুধু পা আর এক হাতই পাব হয়ে যান । না হয় মিনিট দুইই জোব লাগবে । এই জলে নামলাম কোনও ডলই দিদি ! এহবার পরুন কসে ।

লাবণ্য । ধরিচি—জয়হিন্দ ! চলুন !

লালবিহাবা । জয়হিন্দ ! (সাঁতার আরম্ভ ও শেষ ৭৭

ডাঙ্গাঘাট ঠেকল ।)

লাবণ্য । এই দেহ আর মন, প্রথম শ্রেণীর সৈনিক পুরুষেরই যোগ্য

বটে। চমৎকার। একটা mental depressionএর দশর এই ঠাণ্ডা জল আব কনকনে হাওয়া বেন কম্প হচ্ছে। সবাইই তাই।

[illegible]

ନାବନ୍ଧ । Make sure be oo you hie please

৭৮ জন। লালদেবী আগব। (বাক্সব আলো দেলে) এষ্ট দেখ, যেতিন,
মাণিক, পডেন, তিন, বটা—৮ জন আগব। ঐ গেল ৭৭। তিন জন পাব—
পারিত্তি, নবা আব নতুনদা। শুকনো জামা কাপড় নিগে গেল। আব ৮ জন
এতে থেঁ জেৎ পাবঘাটাৰ উণ্টে দিব। (ভল থেকে তিনজন উঠে)

একজন। নাও, শাড়াও মা' জন্য কেথানি জোপাউ হাযে। বেশ
মিঠে হাওয়া মাছে দেখে।

লালবিহানী । খনটন হইনি ত বে ?

অন্যজন হোতে—গাব ভালমন্দ কিছু হলে বা হবার ত ভাগই
হত। গাঁকে গাঁকে টিমে বেঁবেষে এসেছিল। বাংহো থানা ত গেল
যাচ্ছি আমরা—cycle নিয়ে যাব। ফিবচ কবে ? মাকে পৌছে দিয়েই ত।

লালবিহারী। সে হবে, যা তোরা। বাবা, মাঝে প্রণাম দিস—
গৌরেটাকে বলিস যেন ভাল করে লেখা পড়া শেখে। যা জয়হিন্দ !
জয়হিন্দটা তুলিস নে। আর এতদিন তমোনাশিনী যা যা শিখিয়েচেন
তাই যেন করে সবাই। যা জয়হিন্দ !

৩ জন। জয়হিন্দ ! জয়হিন্দ ! জয় মা তমোনাশিনীকি জয়।

(প্রস্থান ও জলে লাফিয়ে পড়া)

লালবিহারী। ওরে পরেশ হালদারের শেষ জীবনে, কোন কষ্ট যেন
না হয় দেখিস।

৩ জন। দেখব। জয়হিন্দ ! (নদী গর্ভ হতে)

লালবিহারী। “জননী জন্মভূমিচ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।” কাপড়
ছেড়ে নেন অমা-চতুদশী। তোয়ালেয় বেধে পুটলি করে নেব।

(আলাপী হয়ে কাপড় ছেড়ে প্রস্তুত)

লাবণ্য। বুদ্ধ যীশু চৈতন্য গান্ধী এরা অহিংসার অবতাব ! এলেন
গেলেন, মাঝুষেব ধারা বদলাল কৈ ? ভগবান এলেন কুরুক্ষেত্রের যুগে
ধর্মের মানি দূর করতে—তাই বা কোন এমন phenomenal
success হল even at the cost of a terrible carnage. ধর্মের
মানি হলেই আসবেন word দিয়েছিলেন তারপর তাহলে নিশ্চয় ভীষণ
ভীষণ মানির দিনে তিনি এসেচেন—কিন্তু হয়ত সংস্কৃতে কথা কননি !
Pshaw man is essentially a brute ! কি ভাবচেন আপনি !
“কবং জন্ম মৃত্যু চ” !

লালবিহারী। Exactly প্রকৃত সৈনিক পুরুষের বর্তমান ও পর-
জন্মেব ব্যবধান তিলমাত্রও নেই। কিন্তু, আছে কি জন্মান্তর ? মৃত্যু
কি নিদ্রা ? Oh ! I am so sleepy.

লাবণ্য। ঐ ত distant signal! Green করে দিয়েচে। গাড়ী আসছে তালে।

লালবিহারী। কলকাতায় চলেচেন, তারপর ?

লাবণ্য। Deluge দিগন্তে মিশেচে।

লালবিহারী। মানেন আপনিও জন্মান্তর ?

লাবণ্য। যার কামনা আছে তার মেনেও মুখ—নিষ্কামের শুনলেই ভয় হয়! একদিন একজনকে বলেছিলাম যে যা মানে না তার কাছে সেটা নেই। জীবের কিন্তু এ পুনর্জন্ম ভিন্ন গতি কি? জীব আপনি, জীব আমিও।

লালবিহারী। 1 see (ষ্টেশনে উপস্থিত ও গাড়ীতে ওঠা)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কলিকাতা—গঙ্গেশের বাড়ী।

(পূজার ঘবে সন্ধ্যাগতে প্রকাণ্ড কালীমূর্তির সম্মুখে—অপে বসেছেন দীনতারিণী।)

(গঙ্গেশের প্রবেশ।)

গঙ্গেশ। নাঃ! তালে জঙ্গলে যেতে হয়! গেরস্তুর ঘরে এ সব বাড়ি-বাড়ি। দাঁড়াও হচ্ছে! (নাকে কাটা দিয়ে হাঁচা)

দীনতারিণী। (চোখ বুজেই) কি উৎপাত!

(গঙ্গেশের পরিক্রমণ ও চাপা হাসি)

গঙ্গেশ। বেশ মশা হয়েছে দেখচি। মায়ের জন্তু একটা ফরমেসে মশারী এনে খাটাতে হবে দেখচি।

(নিজের গা চাপড়ান—মশা মারা হচ্ছে)

দীনতারিণী। (ঐ অবস্থাতেই) মাথা খাটাতে হবে তোমার!

(গঙ্গেশের অঙ্গ ভঙ্গি পূর্বক পরিক্রমণ ও একটা কাগজের টোঙ্গা ফাটান)

গঙ্গেশ : জীবন পটক। মাতৃষের ফোঁপে ঝটাব মুখেই এমনি করেই ফটাস করে।

দীনতারিণী। জালাতন!

(এবার ক্রোধভরে চেয়ে আবার চোখ বুজলেন)

গঙ্গেশ। (এবার হাতে তাল দিয়ে গান—আমামায়ের সন্মুখে পরম
ভক্ত।)

গীত।

অগাদ সলিলে মাগো! হাবু ডুবু খেয়ে মলি।

কান ধ'বে তোল না কালি! কানের মাথা খেয়ে রলি ॥

দীনতারিণী। কি হয়েছে তোমার বলত? আবার (“খেয়ে মলি”
—মলি কি?)

গঙ্গেশ। মাঘের কাঁড়ে সবাই খোকন—যে গো। আধ আধ ভাষা :
আমাব আবার হবে কি? পবীক্ষা হল আজ তোমার। জপে বসলে—
বাপরে; দেখলাম ভক্তি সাগরের তলায় যে আঁটুলে পাক—সেই পাকে
কি বকম জমে যাও—একটা বুড়বুড়িও ছাড়না—তবে বন্ধে—গায়ে মাথেনা
পাকালটীর মত ফস করে বেবিয়েও আস। ভাল ভাল তবু ভাল।

দীনতারিণী। ভাল না ছাই। আবার এ বেলা পটোল চাই সের
খানেক, ধোপা তোমার জবি পাড শান্তিপুত্রের একখানা দেয়নি, বিকেলের
দুধটায় কি গুড়ো? আব রং মিশিয়ে নেমখারাম ব্যাটা ঘন গাই দুধ
বানিয়েচে—তবপব বামনের বাড়ী—কেউ কোথাও নেই ত গো—কুলীন
পুত্র, এ এসেচেন—নড়বাব নামটি নেই—হলই বা থোকর বন্ধু—এ বেলা
থেকে ঐ সস্তা পেছো ঘিট চালাব—এই সবেই জপ হচ্ছিল। তারপর—বদ
ছেলে পিলের পডতে বসলে যা হয়—খাটুনির—দেহ মাঘের আমার কালো
ভাব মনের মধ্যে ঘনিয়ে আসতেই—যত রাজ্যের ঠাঁচি, চটাস, দুম পটাস,

শেষ কালী কালীর তাল ঠুকতে লাগলে । কমলিটে দূর হ'য়ে অবধি তবু যা হোক মনটা স্থির হ'য়ে আসছিল । হেঁ তারপর ?

গঙ্গেশ । বলচি শ্রাম রাখি কি কুল রাখি ?

দীনতারিণী । শ্রামে কুলে ঠুকোমুকি লাগলে কি রাখতে হয় শ্রীরাধা ত তা দেখিয়ে গেছেন গো ! শ্রাম ব'লে শ্রাম—বিশ লাখ ! এ শ্রামের কাছে আবার কুল ?

গঙ্গেশ । আরে না, কত বড় প্যাঁচে ফেলেচে তা ছাই বুঝেচ ! বল্লম না হাবুডুবু খাচ্ছি যে ?

দীনতারিণী ! সর্বনাশ ! বুঝিচি, বুঝিচি । ও ঠিক বলবে ওরা ! বলবে মেয়ে দেন ত—নেবে নেব ।

গঙ্গেশ । নরক ভেঁটে দেন দাবটা । আর ঠিক ঐখানেই ১০ হাত জলের জমায় গঙ্গাশাপ !

দীনতারিণী । সোয়াস্তি নেই কিছুতেই । (কালী মূর্তির প্রতি) মাগো মা ! এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর মা ।

গঙ্গেশ । (করজোড়ে) মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারিনি ! মাগো ! ভেঙ্গে চূরে উদ্ধার নয় মা । গড়ে তোল ! গড়ে তোল ।

(দীর্ঘকাল ধরে চোখ বুজে প্রণাম)

দীনতারিণী । হোলো ? চল যাই শুনিগে—ঠাকুর ঘর বন্ধ করে যাই—চল ?

(ঠাকুর ঘর বন্ধ করা ও উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য ।

গঙ্গেশের বাড়ী—নীচের ঘর ।

(গঙ্গেশ ও দীনতারিণীর প্রবেশ)

গঙ্গেশ । তাহলে কি হ্যাক থু করে সরে দাঁড়াবে ? আঃ রাখতে যদি মেয়েটাকে কুনো ব্যাং কবে—যা ঋষি তুল্য প্রাচীনেরা বরাবর করেচেন—তালে কি এই কাণ্ড হত ? লেখাপড়া শিখে পাঁচ জায়গায় হটহট করে বেডাচ্ছে, আর কাটের পুতুলের মত মন্দর পাল হাঁ করে থাকচে ওর পানে চেয়ে । তোমার পেটের সন্তান । ওরা যে কুশ্রী হ'য়ে জন্মাতে পারেনি । এই সেদিন আঁচড়াচ্ছিলে চুল গো বড় আরসির সামনে দাঁড়িয়ে । পাশ থেকে হটাৎ দেখেই চমকে উঠিচি—এ আবার করে—শেষটা দেখি—আমরই নবীন তপস্বিনী ।

দীনতারিণী । ধনুদ্বরের আমার কত গুণ ! আহা ! এখন এ ৭০।৭৫ লাখের শোক !—এ জ্বালা জ্বাড়াবে কিসে ?

গঙ্গেশ । আমরা এ পাপের ভাগী হতে বাই কি দুঃখে ? কালী চল, হাফ স্বাধীনতার চাপেই ত জাত ধর্ম একরকম দমবন্ধ হয়ে উঠেচে, পুরো চাপে এ ধুকধুকনি টুকও থেমে গিয়ে কাঠ মডায় দাঁড়াবে । ইংরেজের আমোলে যে গুলো নেহাৎ খুনে ব্যাপার সেই গুলোই হইছিল বন্ধ—আর সব যেমনটি তেমনটিই বজায় ছিল । নব্যতন্ত্র বলে এই খানেই ইংরেজের শয়-তানি । তবে মুখ্যো বাড়ী যা শুনে এলে—বলনা বুকে হাত দিয়ে—তার কাটান আছে ? আমরা অবিশ্রি মুখে নরম হতে পারিনে—তাই বলি চল বাবা শ্রীবৃন্দাবন । জয় রাধে বল্লই দুমুটো জুটে যাবে ; আর যমুনার কূলে কূলে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই প্রেম ধোয়া জল খেয়ে 'বেড়াব । এরা এদিকে স্বাধীন ভারতের ভিৎ গাড়তে থাক ।

দীনতারিণী। বেশ কথা—ছেলে মেয়ে দুইই চান তাঁরা ৭০।৭৫ লাখ ! তুচ্ছ কথা নয়। আর সত্যি হু হু ক’রে দেশের হাওয়া বদলে চলেচে—ছেলে মেয়েকেই জিজ্ঞাসা কর খুরিয়ে তাদের মতটা।

(লালবিহারীর জ্ঞান কতকগুলি জিনিষ নিয়ে নির্মলেন্দু ও লাবণ্য)

নির্মলেন্দু। নাঃ। মণ্ডলটা আবার পালটেচে ! হিন্দু সমাজ সংস্কার থাকল পড়ে যুদ্ধেই যাবে ও।

দীনতারিণী। আজকাল কার ছেলে বাবা—যা ভাল বুঝবে তাই করবে। আচ্ছা হেঁরে মুখুসোরা ঐ স্লেচ্ছ একেবারে নাস্তিক ?

লাবণ্য। মোটেই না—সে বরং তোমরা। অর্থহীন, সামঞ্জস্য হীন, যুক্তিও মানবতার বিরোধী ব্যবহার তোমাদেরই।

দীনতারিণী। বটে ! ও সাহেব বাচ্চাটা আবার বিধবা ভিন্ন বেই করবেন না। স্লেচ্ছ আবার কারে বলে।

নির্মলেন্দু। স্বাধীন ভারতে হিন্দু সমাজের জোর প্রচলন দরকার। সে সব রাজনীতি তোমাদের মাথায় ঢুকবে না।

দীনতারিণী। আচ্ছা বাবা, স্ত্রীলোক কি তার স্বামীর কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারে ?

লাবণ্য। তা কি পারে ? ওরা যে অবলা। পুরুষ হচ্ছেন বলবান—স্ত্রীর স্মৃতি পটাঁপট মুছচেন—ছোঁড়ারা যেমন শেলেট মোছে—আর নতুন বউ ঘরে আনচেন, ঘরের সঙ্গে চুক্তি ক’রে ! মনে রে’খ “কা তব কাস্তা’র মধ্যেই আছেন কঃ তব কাস্তা !”

নির্মলেন্দু। মনে কর এই তোমাদের লাবণ্য ! এমন স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য বিদ্যাবুদ্ধি—যোগ্য পাত্রের আবার বে দিতে যদি ৪।৫ টা অন্ততঃ জাদুয়েল গোদাবী হিন্দু এসে এ আধমরা জাতকে তাজা করে তুলত কিনা—স্বাধীন

ভারত তাই চায়—দরকার হয়েছে তার। এত রাজনীতি। মানবতার দিক থেকেও কি অস্বীকার করতে পার ?

পঙ্কজ। বেশ ভালো কর তোরা পরিবর্তন বে। ৭০।৮০ লাখ !

লাবণ্য। দেখলে দাদা ! ঐ দেখ *father never caught red-handed* ৭০।৮০ লাখের টান ! বাপদনের আমার সনাতনীর ছেকল ছিড়ে খান খান ! এ চোরা কারবারে তুমিও ত ভাগীদার জননি !

দীনতারিণী। হেঁ আমি ভাগীদার ত আছিই। তোরা কর বে তাহলে।

লাবণ্য। করবই ত ? তবে এবার আর তোমাদের খাতির রাখচিনে। নিজে খুঁজে বার করব এবাব আদর্শ একখানি। গরীবের ছেলেটি হবে, পল্লী মায়ের আঁচল ধরা খাস ছাপ মারা, আভাঙ্গা গুঁপো খোকন। স্বদেশী *Casabianca* মায়ের ভকুমে ঠ্যাঙ্কাবে ধরে আমাকে আর বাল-বিধবা ননদকে—আমবা তবু হাসি মুখে কাঁদব—চাকি ডুবলে সাত জনের খাব পাত কুড়ান—উঠব একপোর রাত থাকতে গোবর কুড়াবো, তিন পোর রাতে ঢুকব চোরের মত সোয়ামীর সেবা করতে তাঁর ঘরে—ছেলে হবে বছর বছর অক্সা পাব বছর বছর—শেষটা চলে দেব এমন ননীর দেহখানি শুকিয়ে-মুকিয়ে মড়ি ঘাটে—আবার শুভদিনের ঘট নেড়ে নতুন বউ আসবার আগে কৈদে বেড়াবে সোয়ামী আমার ঘাটে মাঠে গান গেয়ে গেয়ে (ছুটে ফরেন্স নিয়ামের পিছনে বসে)

গাত

বি বাখা ! কি ব্যাখা !

দবই কি ফরেন্স বাস ?—যাশ না সমতা !

আনল ঐ মাঠের হাওয়ায় বশাল ঐ বটের ছায়ায়

ঘরে ত আসিবে না, আর ত হাসিবে না—কইবে নাক কথা।

আঁকা বাঁকা পথেব ধারে, ঐ বইছে নদী—নদীর পারে ;

জানি নাই সে, তবু যাই যে,—একি স্মৃতির মাদকতা ।

সাঁধলাম বাসা কি মাথামাখি, লাগল আঙুল উডল পাখি,

কৈঁদে কৈঁদে গগনে. তাই গগনে কান পাতা—

মনের কানে সকলখানে, সদা, বাজে সে বারতা ।

নিশ্চলেন্দ্র । আহা কি করুণ !

লাবণ্য । দেখ ত দাদা এতদিন ভাত কাপড় দিয়ে পুষে শেষটা
অকলে ভাসিয়ে দিতে চায়—মোটী টাকার লোভে ? মায়ে ?

(গাঙ্গেশের প্রশ্নান)

দীনতারিণী । আর তুই ? বাপের এক ব্যাটা, তুই কি করবি ?

নিশ্চলেন্দ্র । ভয়ানক রকম বে করব । অর্থাৎ কিনা ধনীর মেয়ে,
যার জন্ত লাখ লাখ পাত্রেব বাবা ওত পেতে বসে আছেন, আমার সেটা
চলবে না । বুদ্ধিমতী হবে নম্বর ওয়ান, লম্বা, ষণ্ডা, মোলায়েম চোখজুড়ান
চেহারা সেটা ফাউ—তার ওপর চাই নিকুপায় বাপ মা—তা জাত অজাত
কুমারী—বিধবা, যাই হোক—

লাবণ্য । অর্থাৎ—

গীত

দাঙ্কিলিংএর আমদানী তিন

গিছে কেন মুখে বলা

মাঝের আখব বাদ দিলে তাঁর

হ'য়ে বান তিন কলা ।

নিশ্চলেন্দ্র । তোমার পাগলীকে তুমি ঠাণ্ডা কর—আমি বাপু চলাম ।

দীনতারিণী । তোদের স্বাধীন ভারতে আমিও অচল—ছড়ে ছুড়ে
কাশী যাও—তারা যা ইচ্ছা কর

(লালবিহারীর প্রবেশ)

লালবিহারী। আবার মা চল্লাম সেই কাশ্মীর। Banerjee ছাড়ান পেল অনেক করে ঐ accidentএর জন্ত—আমাকে ত যেতেই হত। দেশের মধ্যে সমাজের কাজ করার ইচ্ছাটা খুবই হইছিল—কিন্তু চাড়াগের পোর তা অসাধ্য। বায়ুণের মেয়ের খোয়ার দেখেই চৈতন্য হয়েছে। I go for a taxi, Banerjee.

দীনতারিণী। তাই ত! সাবধানে থেকো বাবা! (প্রস্থান)

নির্মলেন্দু। ঘরেই গাড়ী, দুজনে পৌছে দেব—Taxi কি হবে? এই টুকুই বা একাটা যাবে কেন?

লালবিহারী। না আব ত একা নই—সঙ্গী পেইচি ভারি জবর এবার। দ্বিধাশূণ্য নিঃসঙ্কোচ পরিপূর্ণ মন আমার—has flooded my flight with heavenly light. Theosophyর কতকগুলো বই নিলাম; Miss Besantএর “Death and After”. সোহংস্বামীর সোহং গীতা এই সব। আপনি (লাবণ্যকে) জন্মান্তর মানেন?

লাবণ্য। আমার মনে হয়—নির্ভাঁজ যুক্তির দিক থেকে এই personal God যেমন অচল—জন্মান্তর তেমনি অপরিহার্য।

লালবিহারী। But that is not the whole question you know. Banerjee, Good bye. Good bye. (প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

কাশী—গঙ্গেশের বাড়ী। (শীর্ণ দেহ পট্টবস্ত্র পরিহিত লাবণ্য ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বেলা ৯ টা।)

লাবণ্য। (স্বগতঃ) “বাসাৎসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি

তথা শরীরেণ বিহায় জীর্ণ
নতানি সংঘাতি নবানি দেহী ।"

জন্মান্তর বাদ এখানে সুম্পষ্ট। সেই কৃষ্ণ মহারাজই হয়ত বর্ণচোরাটি হয়ে
বেমানিয়ার এই দললে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বাক, শ্রীভগবান এখন কোন ঘাটের
জল খাচ্ছেন তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্চেন। তবে ঐ কথাটি হয়ত নিখুঁত
ভাবে বলতেই পারেননি তিনি। কাপড় না হয় জীর্ণ হলেই আমরা ত্যাগ
করি। কিন্তু দেহ? লাখ লাখ পাঠা জোয়ান—তাই বা কেন? আনকোরা
নতুন কাপড় ভাঁজ খুলতে না খুলতেই ইন্তোফা দিতে হচ্ছে।
জীর্ণ হতে পাচ্ছে কৈ? তালে ত বাসাবসি জীর্ণান এই খানেই ফাঁক!
তবে কি নিয়তির চক্রে জীর্ণ? কে জানে কোম মল্লিকাধ এর কি ব্যাখ্যা
করবেন? মোটেব ওপর জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত!

(বির প্রবেশ)

বি। দিদিমণির দুধ আর সন্দেশ গো।

লারণ্য। ঐ যে, রাখ। যাও।

(বির প্রস্থান)

বেশ যত্না হল। জন্মও হবে। কিন্তু কি রকম জন্ম? ইচ্ছা মত?
Automatic Telephone? Operator di pen-ed with? তালে
সবাই ত রাজা হতে চাইবে এ কামনার বাজারে। অসম্ভব। তবে কি
কম্বই নিয়ন্তা? Operator notling? আর হরমিস No' request for
please? বিরাটি জগাখিচুড়ীই বটে।

(বির প্রবেশ)

বি। ওমা, যেমনকে তেমনই গড়ে আছে।

লারণ্য। আজ আর যে আমার কিদে নেই দিদি। আজ্ঞা তুমি
নিজে কখনও এই রকম গরম দুধ আর সন্দেশ এক সঙ্গে খেয়েচ?

ঝি। “না দিদিমনি—একসঙ্গে কখনও খাইনি। সে যাই বল, তোমার মুখের জিহ্বা ও আমি পারব নি।

লাবণ্য। ক্ষিদে নাই যে—অস্থির করবে খেলে।

ঝি। দেখ দিনি! (দুধ সন্দেশ লইয়া প্রস্থান)

লাবণ্য। জন্মান্তর নেই যারা বলেন—তাদের কথা—মাহুষ ভালমন্দ কাজ করে যেমনি মরল, অমনি cold storage এ packed up হয়ে রইল কাকি স্বর্ণ কার নবক সে বিচার adjourned fine die. Case open হবে Eternity র চুল পাড়ের একেবারে রগ ঘেঁসে। যাকে বলে রাম খিচুড়ি—প্রভুর এমন কি pressure of other works যে বেচারীদের টাকিয়ে রাখবেন অনন্ত কাল! এদিকে ত ভুলেও আগুনে হাত দিলে তখনই হাত পোড়ে—একই প্রভুর কাণ্ড! না হয় department আলাদা! আবার শুনি “নতং নাহং নাদ্যং লোকঃ”। সবইওয়গায় মার খেয়ে অগত্যা তালে এইটাই মেনে নিতে হয়। সাংখ্য মহারাজও পাশ কাটিয়ে বিগড়ে রইলেন। কিন্তু ঐ সোহংএর প্যাচে পড়ে মায়াবর বাচ্চা জীবাত্মার যে দফা বক্ষা! আমার সমস্তা যে ঐ নিয়ে জীবাত্মা আর জন্মান্তর।

(বিশ্বেশ্বর দর্শন পূর্বক প্রসাদ ও চরণায়ত লইয়া)

গঙ্গেশ ও দীনতারিণীর প্রবেশ)

দীনতারিণী। একলাটি ঘুবে বেড়াচ্চিস—কিছু খেয়েচিস? মুখখানা ত শুকিয়ে একরাত্তি হয়ে গেছে।

লাবণ্য। খাইনি কে বলে? এই আমি আমিই খেইচি—“সর্বং পশুমান্যাত্মানং সর্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানং”। (শুক্লমুখে হাসির ঘট)

(ঝির প্রবেশ)

ঝি। ও মা কি হবে? ক্ষিদে নেই বলে আমায় দিয়ে খাওয়ালে যে মা।

লাবণ্য। শোনরে মুখ নাথ্যাদম। মনে করু কচি ছেলে কোলে বেকলি
ভিকায়। পেলি মাত্র একমুঠো ভাত—ছেলেটাকে খাওয়ালি তা—তবু তোর
পেট ভরল কিনা? এইবার তোর ছোট্ট বাচ্চাদিয়ে থেরা ছোট্ট গণ্ডীটাকে
টেনে লম্বা করে ঘিরে ফেল সারা বিশ্বের উপুখে ছারপোকাকুলোকে।
তখনই দাঁড়াবে “সমং সর্কেয়ু ভুতেয়ু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম। বেরো পোড়ার
মুখি।

(স্বগতঃ)

অদেষ্টা সর্বভূতানাম্ মৈত্রঃ কৰুণ এব চ
নির্মমো নিরহকার সমদুঃখ সুখঃ ক্ষমী ॥
সঙ্কটঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়।
মহ্যপিত মনোবুদ্ধির্ধো মে ভক্ত স মে শ্রিয়ঃ ॥

গন্ধেশ। তোর কি ক্রমশঃ মাথা খারাপ হয়ে আসচে?
দীনতারিণী। পা ছুটি বেশ করে ঢেকে এই চরণামৃত সকল গায়ে
ছিটিয়ে এক গণ্ডি পান কর ঝিকি সকল দুঃখ জল হয়ে বাবে।

লাবণ্য। তোমাদের লাখ খানেক টাকা যদি হঠাৎ ভুবে হয়ে যায় চরণা-
মৃতসাগরে ডুবলে জলুনি সাববে?

গন্ধেশ। কাশীতে এবার এত মাছ সস্তা তবু একদিন আঁশ মুখ করে
না কেউ—নেহাৎ একাদশীর দিন এয়েজী মাহুঘ—সেও আমার ভয়ে লুপিয়ে
শাজ্জবাক্য রক্ষা করে মাত্র।

লাবণ্য। ইচ্ছা কর তোমাদের চরণামৃত দিতে পার—তবু ওর একটু
মানে হয়। বারে পাগলী! নিয়ে আয় এইবার সেই ছাতুটুকু—জল আনি
এক গ্লাস গলাটা বড় শুকিয়ে উঠেচে।

দীন। আহা একি বলচিস মা? চম্‌চম্‌ এনেচি, তাই চারটে খা।

লাবণ্য। পার তোমরা সন্দেশ মোণ্ডা খেতে দীনহীন ক্ষুধার্ত নিভকে
সামনে রেখে?

গঙ্গেশ । আবার পাগলামি করচিস্ ? কৈ তোর ক্ষুধার্ত্ত শিশু ?

লাবণ্য । দেখতে চাও—তালে চোখ বোঁজ । তাকিয়ে যতটুকু দেখতে পাও চোখ বুজে দেখলে দেখতে পাবে তার হাজার গুণ—চোখ কি দেখতে পায় মন যদি না দেখে ? দেখনি অনেক সময় চেয়েই আছ অথচ কিছুই দেখচনা । দেখ দেখ ঐ যে কত লাখ লাখ ক্ষুধার্ত্ত শিশুর মা চুপ করে বসে আছে হাড়ি চড়ল না । ও দেখে ছাতুর বেশী আর মুখে তুলতে পারা যায় বল ? কোনও দিন তর্ক কোরোনা আমার সঙ্গে ।

গঙ্গেশ । কখন নির্জলা একাদশী, অমাবাস্ত, পূর্ণিমা, কোনও দিনান্তে একটি ফল, একটোকু ছুধ—এমনি করেই জীবনটা শেষ করে ফেলচিস্ ?

(ঝির প্রবেশ)

ঝি । ওগো মা, দাদাবাবু ঐ ঘরে মুখ ঢেকে বসে কানতিছে গো আমার কিছু বলতে সাওস হোলোনি গো মা ।

দীনতারিণী । সে কি ! থোকা ?

(দীনতারিণী গঙ্গেশ দ্রুত ও লাবণ্যর ধীরে গমন)

নবম দৃশ্য

(নির্মলেন্দু চেয়ারে বসে রুমালে মুখ ঢেকে কাঁদচে)

দীনতারিণী । থোকা । কি হয়েছে বাবা ?

গঙ্গেশ । এ পোষাকে কেন রে ? তোকে ত exempted করিইচি !

(লাবণ্য মুখের রুমাল সরাতেই নির্মলেন্দু লাবণ্যর মুখ পানে চেয়ে
বালকের মত কঁদে উঠল)

নির্মলেন্দু । “জন্মান্তর মান ?” দারুণ অভিমান ভরে যে জিজ্ঞাসা করেছিল এই প্রশ্ন এই সেদিন আর সে নেই আজ । He now belongs

to the ages. Perhaps already in new form with entire part completely submerged or what? ভাবত গভর্ণমেন্ট তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কবেচেন। কি ববব বাডা (লাবণ্য বসে গড়িয়ে পড়ল—মূর্ছা) বসে? আমিও যাহ। লাবণ্যটা মূর্ছা গেল—মরবে এইবার। কি শব্দাব হয়েচে ওব!

দানতাবণী। নে, ছেডে ফ্যালদিকি ভোব ও পোষাক টোসাক। দেখলে ভয় কবে।

নির্মলেন্দু। ওটা ভুল মা, ওটা ভুল। চালাকি কবে এক মূহুর্তও ওটিকে এড়িয়ে থাকা যায় না। একজন (ব্যাগহাতে একজন ডাক্তারের প্রবেশ card দিলেন)

গঙ্গেশ। (পড়িতেছেন) Dr. M. Chatterjee.

M A M. B. F. R. C. P.

ডাক্তার। কি আপনাদের ছুটে গিয়ে বলে কার মূর্ছা হয়েচে এই বাড়ী?

গঙ্গেশ। ঐ যে ঐ। মূর্ছাই বোধ হয়।

(ডাক্তার পৰীক্ষা করলেন)

ডাক্তার। A case of extreme malnutrition. শুকিয়ে মারা যাচ্ছে মেয়েটা। কে এ আপনাদের? যদি বাঁচাতে হয় chicken broth—

গঙ্গেশ। ও সব ত হবে না।

ডাক্তার। ওতে খবচা আছে rather costly মাগুব মাছের ঝোল আর ঐ সঙ্গে milk বতটা হজম কবতে পাবে—heartটাও বেশ weak হয়ে পড়েচে—রোগ কিছু নেই।

নির্মলেন্দু। ওটা ভুল! আমাব 1st Class M. A., Ph.D. কনস

মাত্র-২৩—বাসরেই বিধবা—১৩ বছর বয়সে—আমরা কুলীন গোঁড়া বামুন।

ডাক্তার। হিন্দু! কি মূ ওসুধ খাবে? আমার বাড়ীও অপূত্রক বিপত্নীক আমি—তোমারই মত তিনটা আছে—কণ্ঠা আমার। পিতা আমি তাদের! হিন্দু!

লাবণ্য। ওষুধ খাবনা—সামলিচি। (ডাক্তার প্রস্থান উত্তত)

গদ্যেশ। ফি টা সার?

ডাক্তার। (গদ্যেশের প্রতি অবাক হয়ে চেয়ে) চলি মা তবে!

(প্রস্থান)

গদ্যেশ। (ঝিকে) কে তোবে সাত তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে বলেছিল?

দীন। নে ওঠে বোস, লাবণ্য!

নির্ম্মলেন্দু। ম'ল না যেখানে—বসবেখুন।

লাবণ্য। শোন দাদা। আমার মাথায় হাত দাও। (হাত দেওয়া)

নির্ম্মলেন্দু। এই দিলাম।

লাবণ্য। আমার সঙ্গে বাড়ী ফিরবে পরশু বল।

নির্ম্মলেন্দু। তাই হবে—জ্যাকে না মেরে আর নডচিনে।

লাবণ্য। আবার আসব মা—কালী।

দীন। অসাব বৈকি।

লাবণ্য। কি যে এলোমেলো দৃশ্য এই টুকুর মধ্যেই দেখলাম। মাঝুষেব মন যে কি পদার্থ! আবার যেন কেন জলে পড়িচি। পীঠে নয়, এবার পাশে পাশে সাঁতারাচ্চি। নদী নয়—নীলজল—নিস্তরঙ্গ মহা-সমুদ্র ইয়াং একটা Sea plane বাজ পাখী'ব মত ঝপ করে পড়েই মণ্ডলকে নিয়ে উঠল—ডাকলাম ওপর দিকে চেয়ে—মণ্ডল আর বলতে

পারল না কিছু শুধু চেয়েই রইল। তারপর ওপর থেকে টান হারিয়ে আমি ডুবলাম। অবশ্য অসাড় ভারি দেহ নিয়ে গভীরে অতলস্পর্শ অন্ধকারে।—তার পর ক্ষীণ আলোক রশ্মি পড়ল চোখে—মাছুষের আঙুল কাণে গেল—“আমরা গোঁড়া বামুন।”

নির্মলেন্দু। ও রকম হয়—হয়ত তাই “Coming events cast their shadows ahead.”

দশম দৃশ্য।

কলিকাতা—গঙ্গেশের বাড়ী। সন্ধ্যা।

(লাবণ্যর প্রবেশ)

লাবণ্য। আজ আবার বৃকটা দিন বুঝে বড় খড়খড় করচে। আরে বাছা একেবারে খেমে গেলেই ত পার। চক্ষু লজ্জার ধার ত ধার না কোন খানেই। তবে? ললিতে! ও ললিতে! সবাই জুটেচে অন্দর মহলে যেখানে রং চং। That's human nature, ও ললিতে!

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। কি দিদিমনি!

লাবণ্য। আবার যেতে হবে সেই বাড়ী। এবার গিয়ে সেই দিদিমণিকে নিয়ে আসতে হবে তার বাবার সঙ্গে। এখনই খুব জরুরি।

ললিতা। যাই। বাবাটা ভাল মাছুষ যারে বলতে হয়—তোমাদের কথায় অজ্ঞান। মেয়েটা বড় একটা কথা কয় না। গিন্নি বলই ত—ঐ মেয়েই হয়েছে এখন কাল। গাদা গাদা সঙ্কল আসে—দেখাই দেয় না। ও জানি দিদি ঠাকরণ! বেশী নেকাপড়া শিখলে মেয়েদের মরণ হয়। তিন মাস আগে যে বাড়ীতে ছেলাম না—সে বাড়ীর আবার ঐ রকম মেয়েগুলো—ও মা গো—ন্যাউট পরে কুন্তি শিখতে যায় সরকারী আখড়ায়।

লাবণ্য । আবার প্যান প্যানানি জুড়ে দিলি যা নয়না—এখনই হয়ত faint করব । তর্ক, সমালোচনা, প্রশ্ন গোলমাল, অত্যাধিক আনন্দ, দুঃখ, বীভৎস দৃশ্য কিছু সহ্য হচ্ছে না । কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত খেয়াল যে হয়. বলতে লজ্জা করে ।

কমলা । ইচ্ছে করেই প্রাণটা বার কবচ—হয়ে ত এসেচে ।

লাবণ্য । তাতেই যদি আমার ভাগ হয়—তোব তাকে কি ? শত্রু 'আমাব তুই ?' যা এই suit caseটা নিয়ে bath roomএ—কাপড় চোপড় গমনা সব বাগিয়ে পরে, আরসির সামনে দাঁড়িয়ে নিখুঁতটা ভয়ে বেরিয়ে আসবি । মাথাটা দেখি । (দেখা) Yes this will do— ছোট খাট statueর রাণী হওয়া চলবে । তখ—বুকে হাত দিয়ে—কি রকম palpitation হচ্ছে—হয়ত হালা ফ্যানা করে সাজবি আগে থেকে এষ্ট ভেবেই বুক ফেটে গেল । যা যা বলাচ সামনে থেকে, বেরো ।

কমলা । (হা নিয়ে) তাই ত । তুমি স্থির হও—আমার দ্বারা যা হয় তার ক্রটি হবে না । এই এক বোগ দেখ—(suit case নিয়ে bath roomএ গমন) ।

লাবণ্য । (পাবক্রমণ, পূর্ণ আবেগে)—

“ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিত্

নাথং তুহা ভবিতা ন ভুয়ঃ

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো

ন তত্ত্বতে হস্তমানে শরীবে ।”

আরে সে ত বুঝলাম । আত্মা অমর । বালি আশা আকাঙ্ক্ষা যুক্ত যে জীবাত্মা দেহ নশ্বর সঙ্গে সঙ্গে কি সে জীবিতাব যুক্ত হয়ে বিস্তৃত আত্মায় পরিণত হয় ? (পাবক্রমণ, বিচলিত চিন্তা)—হতে পারে না ।

(কমলার প্রবেশ)

লাবণ্য। বাঃ ! সত্তা শিশির স্নাত পদ্মের মতই দেখাচ্ছে। না না
ছাখ রাণী ঠিক নয়—বিয়ের কনের মত কনে-চন্দন পরে আয় কপালে
শরৎর জ্যাঠার অরক্ষণীয়া সেজে। তারপর আলতা। যা যা শীগুগির
যা !

কমলা। কিন্তু।

লাবণ্য। মলাম, মলাম, প্রতিবাদ ! প্রম্ম ! কি হৃন্দর দেখাচ্ছে তোরে
রে ! I nod to thee oh Venus incarnate !

কমলা। নমস্তু তে দেবী Minerva. ঠিক বলিচ্চি কিনা ?
মাষ্টার রেখে পড়িইছিলে তারই আজ examine হল বুঝলাম ! কেউ এসে
পড়বে না ত ?

লাবণ্য। না না কেউ আসবে না—দে তবু বন্ধ করে ঐ দরজাটা !
মনে আছে আজও সে গানটি রে ? (স্মর করিয়া) বাঁশী বলে ওগো
ছুটী প্রাণের—গোপন গাঁথাই প্রাণ যে গানের। সঙ্গী হীনের ভুবনে তাই
গানের অবসান। কেন গাইব বল গান ?

(দরজা বন্ধ করা)

কমলা। মনে নেই আবার ?

লাবণ্য। আর দেখ ওরই মধ্যে ২০ টাকার ছোট্ট একশিশি Essence
আছে সবটা ঢেলে দিবি গায়ে যেন চতুর্দশ ভুবন তোর অমরার গন্ধে ভর-
পুর হয়ে ওঠে। মুকুটটা পরিস। আর সব মনে পড়চেনা। দাঁড়া বড়
হাঁফ লাগচে। যা যা o' o' again finishing touches গুলো সব
দিয়ে নিবি। (কমলার গমন) (পরিক্রমণ—পূর্ণ আবেগে)—

নৈনং ছিন্তস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ।

তা ঠিক । কিন্তু জীবটি জীবভাব মুক্ত হবে কেন ? তাহে যে পুনর্জন্ম বানচাল হয়ে যাবে । No equilibrium is attained in death. Individuality is itself a creative energy here and there and every where. That's all right.

(কমলার প্রবেশ)

লাবণ্য । বাহবা কি বাহবা ! উঃ মরিচি রে মরিচি ! চণ্ডী দ্বাদশে গেল বুঝি ! ব্যাটা ছ্যাঁচা বেড়ার ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছিল । এই কমলি রামীর রূপের আলোয় দরজা ভেঙে বেরিয়ে পড়েচে ।

(সঙ্গে করে ঘুরে বেড়ান—দেখা আর গান)

গীত ।

কিবা সখ শিশির স্নাত কমল জিনিয়া বদন ভাতি ।

কিবা কুন্তল-দল নিবিড় কৃষ্ণ অযুত ভ্রমর পাতি ॥

কমলা । সত্যি মাথা ধারণ হয়েছে তোমার ?

লাবণ্য । চোপ্ ! (মুখ উচু করে ধরে)

গীত ।

কিবা দীর্ঘ কাজল চাকু ক্রয়ুগ অতম্বর শরাগন

তাগ্ন জোগায় নয়ন ত্রস্ত ভুবন, যবে ধর শর ঘন ।

কমলা । তাই নাকি ? বাপরে ! সাবধান ! (কটাক্ষ)

লাবণ্য । চো—প্ !

গীত ।

কিবা রক্ত কমল অধর যুগল মাঝে মতির মালা ।

মালা জ্যোতি বিছুরি খেলে লুকোচুরি-ব্রীড়াশীলা ব্রজবালা ॥

কমলা । কি ভাল । হার্ম'য় ছাডলে । (হাস্ত)
 লাবণ্য । কিব 'শেদান' বুগল কনকগাঙে ফলেচে আপেল কাশ্মীরি
 কমলা । এবাবোব । (কমলা দুহুহাতে মুখ টাঙ্কিল)
 লাবণ্য । এই দিনা'র ঐ সামগ্ৰে সন্দুব বেথা সুন্দবি ।
 কমল । সি'ব কবে বলন , বলন। থলে দিদিমণি !

গীত ।

লাবণ্য । আহা এতিন ভুবনে এমন বতনে
 কাব না বাসনা চিত্তে
 তাই দিদিমণি ভাবে চায় ফল ভোরে
 হাতে হাতে পেঁপে দিতে ।
 কহে নব চণ্ডীদাসে মুচকীয়া হেসে
 ফাদে পা দিগ্ধ মিতে ।

কমলা , বাই কব, আব বাই বল—কমলা কিন্তু বলল্যনি তা .জেনে
 বেথো ।

লাবণ্য । নেমব হাবাম কোবাকান । চল এবাব বাড়ীর ভেতর—
 এই দরত বুলে , পাঁখ বাজাতে টুপু দিতে নেই আমায় তা জানিস—
 মল্লব ভবম । ৮ শ্লোক । ৮ ।

বল । বাডাব , লহব বব বুডো মাগী, গই বেশে ? কে আছে
 সেখানে ?

লাবণ্য । তাগাব বব
 কমলা । 'আমাব বব ?

লাবণ্য । না আমাব । মলাম নাব আজহ—তাকার বান্ধব করে দিই-
 ছিল পান গাইতে । ৮ ৮ ।

কমলা । তুমি একটু বসো একটা কথা—জীবনে আর একদিন তোমারই স্বত্ব ধরে এমনি করে দেশের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম । আবাব আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ জানিনি—কিন্তু আবাব বলি—গরেনি কমলা, মন্থবে না সে, যুগ যুগান্তর বেঁচে থাকবে—বুঝে নিয়ে চল ।

(মুখচুসন পূর্বক)

লাবণ্য । জানি তা পোড়াব মুখ, জানি । বুঝেই নিয়ে যাচ্ছি—
চির সুখী হোয়ো সাবিত্রী সতী বোনটি আমার ।

(দবজা থোলা -বিবাহ সভায় বববেশী নির্মলেন্দকে দেখে
কমলাব অবনত মুখ । সভায় নেতবর্গেব ছবি ।)

লাবণ্য । সভাস্থ ভদ্রমহিলা ও পুরুষগণ ! স্বাধীন ভারতের শুভেচ্ছা ব্যক্তিগণ হিন্দু সমাজের নির্ভীক উদার অর্কাইয়ম বন্ধগণ । এই দেখুন পাত্রী আমাদের কায়স্থ যুবতী কমলা পালিত আর পাত্র আমার সহোদর অগ্রজ শ্রী নির্মলেন্দু কুলীন ব্রাহ্মণ—বন্দোপাধ্যায় মহাশয় । আজ হতে এ স্বাধীন ভারতে ভ্রাতা আমার পরিচিত হবেন নির্মলেন্দু ভারতীয় নামে আর ভ্রাতৃ জায়া কমলা ভারতীয়া ।

Gramophone record বাজিল—

“ভারত মোদের রাষ্ট্র, গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ কৌর্তিময়

সাম্য, শান্তি, শক্তি, মৈত্রী, ভিত্তি তাহার চতুষ্টয়”

হিন্দু সমাজ সংগঠন সমিতি হতে আচার্য্য কে এসেচেন ?

পুরোহিত । আমি মা—করুণাময় ভারতায় বোদ্ধান্তার্থ ।

জৈনক প্রবীন ভদ্রলোক । করুণাময় আমাদের কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ইতিহাসেব প্রথম শ্রেণীর M. A ইনি M. A. Oxon. আমেরিকায়ও বহুদিন অধ্যাপনা কয়েচেন । বয়স মাত্র ৪৫।

করণাময়। তাহলে কার্য্য আরম্ভ করি। নির্মলেন্দু! আপনি এই বিবাহের পাত্র। (একখণ্ড লিপি দিয়া) এই অঙ্গীকার পত্র পাঠ করে যদি সম্মতি থাকে তাহলে এই অঙ্গীকার সর্ব্ব সমক্ষে ঘোষণা করুন।

নির্মলেন্দু। ভারতীয় জাতির মর্য্যাদা শক্তি ও সংহতির জন্ত, গার্হস্থ্য আশ্রম প্রতিপালন দ্বারা দেশ ও জাতির সেবার সঙ্কল্পে পরম আনন্দে আমি তোমাকে জীবন সঙ্গিনী জ্বরূপে গ্রহণ করলাম। কায়মনোবাক্যে এ দৃঙ্ঘলের পবিত্রতা রক্ষা করব। আশা করি আমার এ আত্মদান গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করবে।

নির্মলেন্দু ভারতীয়।

৩ রা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার ১৩৫৭।

করণাময়। আপনিও সম্মত কমলা? তাহলে আপনারও অঙ্গীকার বুঝে আপনি ঘোষণা করুন। এই লিপি!

(লিপিদান ও পাঠ পূর্ব্বক)

কমলা। আমি নিজের ভাষায় বলচি। প্রিয়তম! আমি স্বেচ্ছায় পরম আনন্দে আপনাকে পতিরূপে গ্রহণ করলাম। বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা কায়মনোবাক্যে এ দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও রক্ষা কবব। আমাকে আপনি জ্বর সন্মান দান করেচেন—আমরা উভয়ে যেন জাতির সন্মান রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করতে পারি। কমলা ভারতীয়। জয়হিন্দু।

সকলে। আমরা এ বিবাহ অনুমোদন করলাম।

লাবণ্য। এস দাদা আর বৌদি ফুলের মালা দিয়ে তোমাদের হাত বেঁধে দিই। কিন্তু আচার্য্য মহাশয়! আমি বিধবা—অকল্যাণ হবে না ত?

আচার্য্য। কল্যাণি! তোমার উদার অকলুষ স্পর্শে অকল্যাণ।

(হঠাৎ ছুটে ছুটে রেগুকার প্রবেশ)

রেগুকা। Hallo. May the unseen hand above bless

the happy pair ! you ভগ্নী তিলোত্তমা ! You have the prize.
I am the runner up in the race—আয়েষা ! তাই হীরার হার
দিলাম উপহার তোমায় তগ্নি ! (হার প্রদান ও নমস্কার পূর্বক গ্রহণ)
And you the hero জগৎ সিংহ এই diamond ringটা পরবেন।
(গ্রহণ ও নমস্কার) বাপমার সঙ্গে স্নেহে বসে গাড়ী হাঁকিয়ে থাকে এক
দিন ছিটকে ফেলে দিইছিলাম উঃ ! That terrible scene haunts
my soul day and night. I love you still and am still being
hated I know. Amen. Good bye.

(চলবার পথে লাবণ্যকে বসিয়া থাকা দেখিয়া)

Hallo ! Is it you sister changed beyond recognition !
Budding rose fading and pining away ! M. A. Ph.D
I wish you death this very moment ! Oh ! মৃত্যু ! কি স্বথ !
Good bye. (দ্রুতপদে গমন)

লাবণ্য । (উঠিয়া ধরিতে যাওয়া দৌড়িয়া) রেণু ! রেণু ! রেণু !

(পতন)

রেণুকা ! Renu is dead and no more ! (দৃষ্টির বাহিরে)

যবনিকা